সঙ্কট

সমরেশ বসু

প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশঃ
—অগ্রহায়ণ ১৩৭০

প্রকাশনা :
তুলিলিপি
৫৭, এ-নগর
কলিকাতা-৮৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
শ্রীরাধানাথ দত্ত
অন্নপূর্ণা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৩ই, দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

সঙ্কট

ওরা কয়েকজন বসেছিল ওদের সন্ধ্যাকলি বনে। রবিবার। চৈত্রের সকালটা তেতে উঠতে চাইছে। বৈরী দক্ষিণের বাতাস। ফুরফুরে বাতাস বইছেই, না থেমে। বেলা দশটার কাছাকাছি। দক্ষিণের সমুদ্র থেকে বাতাস আসছে। একটানা, কিন্তু ঝড়ো না। আলসেমিও নেই বাতাসে। নরম আর উদাস বলা যায়। কাছাকাছির মধ্যে যে ক'টা গাছ, তার মধ্যে ফুল, নতুন পাতায় চিকচিক করছে। কাকের বাসা দেখা যায়। বট এখনো অনেকটাই ন্যাড়া। সেখানেও কাকের বাসা দেখা যায়। শিমুলের ফল ফাটছে, তুলা উড়ছে। একটা পাতা নেই, সারা গায়ে কাঁটাগুলো গুটির মতো দেখাচ্ছে। পশ্চিম দিকের যেখানে ছাইগাদা, তার পাশেই কয়েকটা গুলমোহরের গাছ। কোনো গাছে একটাও পাতা নেই, সব লালে লাল। ইতস্তত আরো কিছু গাছ, ডুমুর, গাম্বিল। নারকেলের শুকনো পাতার শব্দ বেশি। সবুজে চৈত্রের রোদ চলকায়। অ্যাসফল্টের রাস্তার ধারে ধারে কোথাও কাঁটাসিজ, কোথাও ঘন ঝোপ ফণিসিজ গাছের। কাঁটাসিজ গাছের অষ্টবক্র ডালে চমকানো গোটা দুই লাল ফুল।

সন্ধ্যাকলি ঝাড় বা গাছ আদৌ গোটা অঞ্চলটায় নেই। টিনের মরচে-ধরা পুরনো বাতিল রেলের মালগুদামের টিনের দেওয়াল ঘেঁষে একটা পুরনো ট্রলি। চার চাকার ট্রলি, চারটেই অর্ধেকেরও বেশি মাটির গভীরে বসে আছে। ওপরের লোহার পাত মরচে ধরা, অনেক জায়গা ক্ষয়ে ভেঙে গিয়েছে। গুদামের চালের ছায়া ঢাকা ট্রলি। গুদামের মতো ট্রলিটাও বাতিল। ওরা এ জায়গাটার —বলতে গেলে কেবল মাত্র ট্রলিটারই নাম দিয়েছে সন্ধ্যাকলি বন। ওদের মধ্যে অলক প্রথম নাম দিয়েছিল দারুচিনি বন। আপত্তি উঠেছিল, ওরিজিন্যালিটি নেই। তারপরে মহুয়া আমলকি হরিতকি মল্লিকা অনেক নাম উঠেছিল। বাতিল হয়েছিল সবগুলোই। আলটিমেটলি সন্ধ্যাকলি বন। নামটা দিয়েছিল তিমির। সকলেরই নামটা মনে লেগেছিল। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। তিমির বলেছিল, 'আমরা তো এখানে সন্ধেবেলাতেই বসি, মানে, ফুটি' সাতাশ বছরেই চুলে পাকধরা তারক বলে উঠেছিল, 'একজাকটলি, উই ব্লুম ইন দ্য ইভনিং।' গোগো (গগন) সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল, 'তুই তো আবার বাংলায় ঠিক বলতে পারিস না। কেন যে ইংরেজিতে কবিতা লিখিস না।' তারক রেগে উঠেছিল, কারণ কথায় কথায় ইংরাজি বলা ওর অভ্যাস। দুর্বলতাও, ও তা জানে, তবু রেগে উঠে কিছু বলে ওঠবার আগেই সব থেকে কম বয়সী কোরক হাত তুলে বলে উঠেছিল, 'কিছু বলিস না। কথাটা তুই সুন্দর করেই

বলেছিস। হোক না ইংরাজিতে, কবিতার মতোই।' জহর বলেছিল, 'সত্যিই তো, উই ব্লুম ইন দ্য ইভ্‌নিং।' গোগো সহজে রাগে না, হাসেও কম, বলেছিল, 'তা হলে ইভ্‌নিং বাড উড বা ফরেস্ট নাম রাখলেই হয়।' তারক রেগেই ছিল, বলেছিল. 'বীস্ট! ডিড আই—।' ওর কথা শেষ হবার আগেই তিমির বলেছিল, 'তুই ছাড় না তারক। গোগো তো আবার নিজেকে গোগোল ভাবে না। নিজেকে গগন ঠাকুরের থেকে বড় আর্টিস্ট ভাবে, পল্‌ গগাঁ। গোগো ঠোঁট ছুঁচলো করে, তিমিরের মুখের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েছিল। চোখ দুটো চিকচিক করছিল। 'রিকসরুীড!' তারক বলেছিল। গোগো বলেছিল. 'তার চেয়ে খচ্চর অনেক ভালো শোনায়।' তারক হেসেছিল, বলেছিল, 'খচ্চর!' গোগো বলেছিল. 'সুইট!' তারপরে সবাই হেসেছিল। জহর বলেছিল, 'তা হলে সবাই মিলে একবার জয়ধ্বনি দে। সন্ধ্যাকলি বন!' সবাই চিৎকার করে বলেছিল, 'জিন্দাবাদ!'

তবু প্রশ্ন উঠেছিল, আর সেটা তুলেছিল কোরক, 'কিন্তু আমরা তো সন্ধে-বেলা ছাড়াও এখানে ফুটি।'

তিমির বলেছিল. 'তবু মেইনলি আমরা সন্ধেবেলাতেই ফুটি। ছুটিছাটার দিনে সকালে, কখনো দুপুরেও। আসলে সন্ধ্যাকলি বনই।' তা ছাড়া 'কৃষ্ণকলি' নামটাও উঠেছিল, 'নো ওরিজিন' ভোটে হেরে গিয়েছিল।

আজ রবিবার, সকালবেলা। ওরা বসে আছে সন্ধ্যাকলি বনে। ট্রলির লোহার পাতের ক্ষয়ে যাওয়া ভাঙাচোরা জায়গায় ছেঁড়া চটের থলি আর পচা কাঠের তক্তা পেতে নিয়েছিল। গুদামঘরের আশেপাশেই ওগুলো কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল।

বছর দুয়েক আগে প্রথম থেকে এই ট্রলিতে আড্ডা পেতেছিল তিমির আর তারক। তার আগে এটা যার অধিকারে ছিল. সে এই ট্রলির ওপরেই দেহত্যাগ করে। ভিখিরি হিসাবে সে ছিল খুবই বিশিষ্ট আর মেজাজী। ট্রলির কয়েক হাত দূরেই মাটির তলায় ডুবে যাওয়া রেললাইনের চিহ্ন দেখা যায়। তারপরে ঘাস ছাওয়া বেশ খানিকটা পোড়ো জমি। জমিটা নির্ভেজাল খা খা না। কুল শিমুল বট গাম্বিল ইত্যাদি কয়েকটা গাছ আছে। তারপরে অ্যাসফলটের রাস্তা। রাস্তাটা বেশ চওড়াই। ভারি বড় লরি চলে। রাস্তাটা উত্তর দক্ষিণে লম্বা. দু' ধারেই কয়েকটা দোকান। চায়ের দোকান ছাড়া, তেলেভাজা আর মিষ্টির দোকান আছে। এদের সকলের ভরসা উত্তরদিকের রেল কোয়ার্টারস, দক্ষিণের ঘিঞ্জি পাড়া।

ভিখিরি হিসাবে বিশিষ্ট আর মেজাজী লোকটি রাস্তার ধারে গাম্বিল গাছের নিচে পশ্চিম মুখো হয়ে বসতো। পশ্চিম দিকে যেখানে ছাইগাদা, গুলমোহরের গাছগুলো তার পাশেই রেলের ঠিকাদারদের একতলা খাপরি-

ঘরের একটা লাইন। তার সংগে মিশে গিয়েছে ছোটখাটো একটা বস্তি। তারপরেই বাজার। সন্ধ্যাকলি বন থেকে বাজারের পিছন দিকটা দেখা যায়। পিছনের সবই একতলা দোতলা পাকা ঘর। কোনোরকমে কাজ-সারাগোছের ঢিলে পলেস্তারায় ভাঙন ধরেছে। শ্যাওলাও জমেছে। বারান্দা বা জানলা-দরজা কিছুই নেই। একেবারে সীমানা থেকেই গাঁথনি উঠেছে। আইনত ওসব কিছুই রাখতে পারে না। সবই সামনের দিকে। সামনের দিক থেকে বাজারের ওইসব ঘর-দরজার চেহারা আলাদা। ঝকঝকে, রঙচঙে। ভিক্ষার জায়গা হিসাবে বাজারের পিছনে হলেও রাস্তাটা আদর্শ। ভিখিরিটিকে বিশিষ্ট আর মেজাজী বলার যথেষ্ট কারণ ছিল। নিঃসন্দেহে ভিখিরি হওয়া সত্ত্বেও সে লোকের করুণা উদ্রেক করার মতো ভাব-ভংগি বা কোনো কথা বলতো না। সে সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে দেখতো। বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের ডেকে ডেকে রীতিমতো ভদ্রসূচকভাবে জিজ্ঞেস করতো, 'বাবু, ভালো আছেন তো, ক'দিন দেখিনি মনে হচ্ছে?' হয়তো কিছুটা চাটুকারিতা থাকত। 'বড়বাবু আজকাল আমার দিকে ফিরেও তাকান না।' 'ওমা, শুনুন এত তাড়া কিসের? সব মংগল হবে, একটু এদিকটা হয়ে যান।'...'কী হে কলাওয়ালা, বিক্রীবাটা বুঝি খুব ভালো চলছে, তাই আমার দিকে আর নজর নেই।'...'দিদিমণি যে। অনেকদিন কিন্তু দয়া করেননি।' 'এই যে দাদাবাবু, আজ এক ভাঁড় চায়ের পয়সা দিলে হতো না?' সাইকেল রিকশাওয়ালাদের তো সে সোজা এইভাবে বলতো, 'খেপ্ তো কম মারলি না রে, একবার থামবার নাম নেই?' থামবার নাম না থাকাটা ছিল পয়সা দেবার কথা ভুলে যাওয়া।

এই রকম ছিল তার ভিক্ষা চাইবার ভাষা। দাতারা সকলেই প্রায় তার চেনা ছিল। সে যতক্ষণ ভিক্ষে করতো, ট্রলির ওপর ততক্ষণ তাশের জুয়া খেলা চলতো। রাস্তাটা উত্তরে যেখানে মোড় নিয়েছে, তার পুবদিকে, সুবারবন আর মেইন রেল লাইনের লেবেলক্রসিং পেরিয়ে, একটা বড় রাস্তা ভিতরে গিয়েছে। সেই মোড়ে অনেকগুলো রিকশা থাকে। সেই রিকশাওয়ালারাই ট্রলির ওপরে জুয়া খেলতো। জায়গাটার সুবিধা এই, ওদিকে কারোরই বিশেষ নজরে পড়ে না। পোড়ো মাঠের ওপরে, বাতিল গুদামঘর বলেই হয়তো ওদিকে বিশেষ কারোর নজর পড়ে না। অন্তত পুলিশের চলাফেরা ওদিকটায় প্রায় নেই বললেই চলে। গুদামঘরের চালার নিচে নিশ্চিন্তে জুয়া খেলা যেতো। ভিখিরিটির সংগে রিকশাওয়ালাদের তিনটে চুক্তি ছিল। নিদেন দশ পয়সা রোজ দিতেই হবে। তাছাড়া, সে তাদের ধারও দিতো, অবিশ্যিই সুদে। প্রতি দশ পয়সায় বারো পয়সা নিতো। দু' পয়সা সুদ। সময়ের হিসাবটা এক মিনিট থেকে চব্বিশ ঘণ্টা। সে মারা গেলে, তারা ওর মৃতদেহ সাজিয়ে রেখে পয়সা তুলে মদ ভাঙ যাই খাক বা জুয়া খেলুক,

তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পোড়াতে হবে।

এসব ছাড়াও আশেপাশের ছোটখাটো দোকানীদের সে টাকা ভাঙিয়ে খুচরো দিত। তিমির তারকদের তখন আড্ডা ছিল চায়ের দোকানে। ভিখিরিটিকে তারা চিনত। পকেটে থাকলে পয়সা দিত। ভিখিরি নিজেও অনেক সময় দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে পয়সা দিয়ে চা কিনে খেয়ে যেত। একদিক থেকে বলতে গেলে সে বেশ গম্ভীর আর রাশভারি লোক ছিল।

সে মারা যাবার পরে তিমির আর তারক প্রথম ট্রলিতে এসে বসতো। একটু দূরে, গুদামঘরের আশেপাশে দু'-এক ঘর ভিখিরি পরিবারও আছে। সন্ধ্যাকলি বনের আসরের তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। কারোর দিকেই কারোর নজর দেবার দরকার হয় না। কারোর অস্তিত্ব সম্পর্কেই কেউ সম্যক সচেতন না। রিকশাওয়ালারা ঠিক ঠিক চুক্তি পালন করেছিল। কিন্তু তাদের অসুবিধায় ফেলেছিল তিমির তারকরা।

তিমিরদের কখনোই চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে ভালো লাগতো না। সাবেক মন নিয়ে লোকেরা যেমন পাড়ার ঘর ভাড়া নিয়ে ক্লাব করে, তাশ দাবা খেলে, বারোয়ারি পুজো থিয়েটারের মিটিং রিহার্সেল করে, ওদের সে-সব আরো খারাপ লাগে। তাহলে কোনো ক্লাবেই যেতো। ওরকম অনেক ক্লাব পাড়ায় পাড়ায় আছে। তিন রকম ভাগের ক্লাব। রাজনৈতিক, ধর্মীয়, মিশ্রিত। কোনোটার সঙ্গেই ওদের ঠিক মেলে না। খুঁজলে শিল্পী সাহিত্যিকদের ক্লাবও দেখা যায়। সেগুলো এক কথায় ওদের কাছে, 'আঁতের বাসা'। আঁতেলেকচুয়েল-ইণ্টেলেকচুয়েলদের আড্ডা।

রিকশাওয়ালারা এসে তিমিরের কাছে ট্রলির দাবী জানিয়েছিল। স্বাভাবিক। দিনের বেলা কারোর বিশেষ নজরে পড়ে না। রাত্রে রাস্তার আলোর কিছুটা আসে। দক্ষিণে ঘিঞ্জি পাড়ায় ঢোকবার মুখে গার্লস হাই ইস্কুলের দোতলার বড় আলোটার অনেকখানিই পাওয়া যায়। আলোটা সারা রাত্রিই জ্বলে। সব মিলিয়ে যতটা আলো পাওয়া যায়, তাশের চিহ্ন বেশ ভালোই দেখা যায়। এমন কি, তারক আর কোরক কবিতা পড়তে পারে, তিমির গল্প পড়তে পারে। জহর বই পড়তে পারে। গোগোর ছবি স্পষ্ট দেখা যায়। যদিও এগুলো কোনো আবশ্যিক বিষয় না। কখনো সখনো তারক যদি বলে, 'আজ আমার গর্ভ যাতনা হচ্ছে।' গোগো হয়তো বলে, 'প্রসব করে ফ্যালো।'

এ অবস্থায় তিমিদের পক্ষেও ট্রলি ছেড়ে যাওয়ার বিশেষ অসুবিধা ছিল। রিকশাওয়ালাদের বলেছিল, 'আমরাই বা যাই কোথায় বলো তো?'

রিকশাওয়ালারা স্বভাবতই অবাক হয়েছিল। বলেছিল, 'সে কি বাবু, আপনাদের আবার অসুবিধে কী? পাড়ায় ঘরে আপনাদের কতো জায়গা।'

তিমিরদের পক্ষ থেকে জবাব ছিল, 'ওইখানেই মুশকিল, তোমাদের ঠিক

বোঝাতে পারবো না।'

রিকশাওয়ালারা তবু বলেছিল, 'আপনাদের টাকা আছে, আপনারা ঘর ভাড়া করতে পারেন।'

তিমিরদের জবাব, 'তোমাদের বরং কিছু টাকা দিতে পারি, তোমরা ঘর ভাড়া করো।'

রিকশাওয়ালারা কথাটাকে ঠাট্টা মনে করেছিল। বলেছিল, 'জানেনই তো বাবু, আমরা এখানে একটু ইয়েটিয়ে খেলি, ঘর ভাড়া নিয়ে ওসব চলে না।'

তিমিররা জানতো কথাটা যথার্থ না। শহরে অনেকগুলো বড় বড় জুয়ার আড্ডা আছে। ঘরেই সে-সব জুয়ার আড্ডা বসে। কিন্তু রিকশাওয়ালাদের কথা অবিশ্যিই আলাদা। তাদের জুয়াখেলাটা খুবই দরিদ্র। গাছতলা বা কোনো খুপচি আড়ালেই ঠিক চলে। খেলতে খেলতেই সওয়ারি নিয়ে চলে যাওয়া যায়। আবার ফিরে এসে দান দেওয়া যায়।

তিমিররা জবাব দিয়েছিল রিকশাওয়ালাদের জুয়ার মতোই। ওদের কথা-বার্তা অসামাজিক আর বেআইনী। শেষ পর্যন্ত একটা রফা হয়েছিল। ট্রলিটা সারাদিন রিকশাওয়ালাদের অধিকারে থাকবে। সন্ধ্যায় তিমিরদের। রিকশা-ওয়ালারা রাজী হতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের কাছে সন্ধ্যা এবং রাত্রির আকর্ষণ অনেক বেশি ছিল।

সেই ভিখিরির সাদা কাপড়ে ঢাকা, রাস্তার ধারে শোয়ানো মৃতদেহটি দেখে তিমিরের প্রথম দৃষ্টি পড়েছিল ট্রলিটার ওপরে। তার আগে দূরের কোনো ব্রিজে, কালভার্টের ওপরে, ভাঙা মন্দিরের আশেপাশে,—স্টেশনে আর চায়ের দোকানে তো বটেই, আড্ডা দিত। তিমিরই প্রথম তারককে বলেছিল, 'চল্, ট্রলিটার ওপরে গিয়ে বসি। ফাঁকা আছে, ঝামেলা নেই।'

তারক একটু ইতস্তত করেছিল। একটা কারখানার ডিপার্টমেণ্টাল সুপার-ভাইজার বলে না। একটা ভিখিরি যেখানে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে মারা গিয়েছে, সেখানে বসতে কেমন খারাপ লাগছিল। খানিকটা সংস্কারের বাধাও নিশ্চয়। তিমির বলে উঠেছিল, 'না না আর না/ওরে পতিত হৃদয়/পতিত করে রাখবো না আর তোকে।' তারকেরই কবিতার লাইন। তারকের মুখে অনেক ভাঁজ, ওর অকালে-পাকা চুলের মতোই। হেসে বলেছিল, 'চল্ তবে যাই।' তারপর একে একে ওদের দলের সবাই এসেছিল। জায়গাটার একটা নামকরণের দরকার হয়নি। হঠাৎই মনে হয়েছিল, 'চল্ ট্রলিতে যাই' বলার থেকে একটা নাম রাখা ভালো। জহর একজন অফিসার, তবে নন্-গেজেটেড। সন্ধ্যাকলি নাম রাখার পরের দিন সন্ধ্যাতেই ও একটা জনিওয়াকার রেড লেবেল নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, 'এক সিনিয়ারের কাছ থেকে আপাতত ধারেই নিয়ে এলাম। সস্তাই, আশী টাকা। সন্ধ্যাকলির সেলিব্রেট করা যাবে।

তারপরে তো জগজ্জননীর মন্ত্রপান আছেই।'...সব থেকে কম বয়সী কোরক জহরের গোঁফ-সুদ্ধ ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল। কোরকের বয়স বাইশ তেইশ। গোগো বলেছিল, 'চুমু খাবার আর জায়গা পেলি না, গোঁফ তো কড়া।'... কোরক অবাক সরলভাবে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মানে?' গোগো ঠোঁট টিপে হেসেছিল। তারক বলেছিল, 'ইট'জ হিজ চয়েস, হোয়েদার অন মোস্টেজ, আইদার—।' গোগো বলেছিল 'উহ্, আর পারিনে, সেই ইংরেজি!' তারক আরো রেগে উঠে বলেছিল, 'ইয়েস। আই ক্যান নট আটার ফিল্দি বেঙ্গলি স্ল্যাংস্ অ্যান্ড ফোর লেটার ওয়াডর্স লাইক য়ু।' গোগো যেন খুব সিরিয়াসলি বলেছিল, 'ওহ্, তুই ফোর লেটার ওয়ার্ড বলতে যাচ্ছিলি? বুঝতে পারিনি, স্যোয়েয়ার অন—তা হলে বলে ফ্যাল্।' জহর বলেছিল, 'কারোকে কিছু বলতে হবে না, লেট আস সেলিব্রেট।' বলে বোতলের ছিপি খুলে কোরকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'ইয়ঙেস্ট ফার্স্ট।'

ওরা কয়েকজন এখন ওদের সন্ধ্যাকলি বনে বসে আছে। বেলা একটার আগে পর্যন্ত এখানে ছায়া থাকে। সূর্য যতো পশ্চিমে গড়ায়, ততোই রোদ আক্রমণ করে। তিনটে নাগাদ সবটাই রোদের দখলে চলে যায়। এখন চালের ছায়া, চৈত্রের বাতাসে সন্ধ্যাকলি বনে বেশ আমেজ। তিমির আর গোগো পাশাপাশি। বসেছে গুডস্ শেডের রঙ-চটা টিনের দেওয়ালে হেলান দিয়ে। দু' পা ট্রলির সামনের দিকে ছড়ানো। তারক বসেছে ট্রলির ধারে, এক পা মুড়ে, এক পা নিচে, স্যান্ডেলের ওপর রেখে। জহর জোড়াসন করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। কোরক এখনো আসেনি।

জহর বললো, 'সত্যি, কাল রাত্রের স্বপ্নটা মিনিংলেশ, কিন্তু ভয়াবহ।' কথাটা ও তারকের দিকে তাকিয়ে বলছিল।

গোগো বললো, 'অর্থহীন আর ভয়াবহ একসঙ্গে। তোর তো আবার গযু যন্তোন্না আছে।'

জহর ওর ফর্সা কাটা কাটা তীক্ষ্ণ নাক চোখওয়ালা মুখটা ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মানে?'

'গজু বলিনি কিন্তু, গযু বলেছি।' গোগো বললো।

তিমির হেসে বললো, 'খচ্চর!'

গোগো গম্ভীরভাবেই বললো, 'তা ছাড়া কী বলবো বল্। অতিরিক্ত পড়াশোনা করে, আঁতে হয়ে জহরটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোনো ব্যাপার যদি মিনিংলেশই হয়, তা আবার ভয়াবহ হয় কেমন করে?'

'তা বোঝবার ক্ষমতা তোর নেই। জহর বেশ তেরিয়া ভঙ্গিতে বললো।

দাবির স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু গয়ু মানে কী?'

তিমির হেসে বললে, 'গয়ু যন্তোন্না বুঝলি না?. যুগ যন্ত্রণার কথা বলছে।'

তারক ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসু চোখে সকলের দিকে দেখছিল। বলে উঠলো, 'বীস্ট! আই ন্যু ইট ফ্রম দ্য ভেরি মোমেণ্ট অব হিজ আটারেন্স, দ্যাট হি ইজ গোয়িং টু পিণ্ড জহর উইথ হিজ আগ্‌লি নেলস্।'

'ওহ্, সেই আবার ইংরেজি।' গোগো বললো ক্লান্ত হাই তোলার মতো করে, 'দুশো বছরের ব্রিটিশের গোলামিটা চটকলের বাংরেজ সাহেবদের কাঁধে এখনো চেপে আছে।'

তারক ওর মুড়ে রাখা পা তুলে গোগোর কোমরে বেশ জোরেই লাথি কষাল। বললো, 'চেপে আছে বেশ করেছে। নিজে যখন আর্টের সম্পর্কে গাদা গাদা ইংরেজি বই পড়িস, তখন কী হয়? ইংরেজি ছাড়া তো এক পাও চলতে পারিস না।'

গোগো কোমর বাঁকিয়ে, মুখ বিকৃত করলো। চোট লাগা জায়গায় হাত চেপে শব্দ করলো. 'উহ্!'

তিমির আর জহর হেসে উঠলো। তিমির বললো, 'গোগো, এটা কিন্তু গয়ু যন্তোন্না না, হাড়ে মাংসে যন্তোন্না।'

গোগো বিকৃত স্বরেই বললো, 'তা তারক শালা একটু ভালো ইংরেজি বলতে পারে না? সেই পুরনো ডাণ্ডি মারকা ইংরেজি বলে কেন?'

'দ্যাট'জ নট য়োর লুক আউট হোয়েদার আই স্পিক ইন ডাণ্ডি স্টাইল অর নট।' তারক বললো। ওর ক্ষ্যাপা ভাবটা এখনো আছে, পায়ের ভঙ্গিটাও ভালো না।

গোগো যেন বাধ্য হয়েই রফা করলো. 'বল্ বল্, যতো খুশি বল্. আসলে তো চিন্তা করিস বাংলায়, কবিতাও লিখিস বাংলায়। তুই একটা বি ক্লাস—থুড়ি, এ ক্লাস কবি হয়ে এ-রকম ইংরেজি বললে খারাপ লাগে সেইজন্যেই বলি। ঠিক আছে, আর বলবো না।'

'না, বলবি না।' তারক এবার আগের মতো পা মুড়ে সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে পেট্রলম্যাচ জ্বালিয়ে ধরালো। তারপর কী ভেবে একটা সিগারেট গোগোর কোলে ছুঁড়ে দিল।

তিমির বললো, 'গয়ু যন্তোন্নার কথাটা কিন্তু চাপা পড়ে গেল।'

গোগো কোলের ওপর থেকে সিগারেট হাতে নিয়ে আধবোজা চোখে দূরের দিকে একবার দেখলো। বললো. 'সকালটা সত্যি সুন্দর. আমার ঘুম ঘুম ভাব লাগছে। মধু মাস নামটা সার্থক। জহর।' ডেকে ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে বললো. 'তোর গ্যাস লাইটারটা দে তো। তারপরে তোর সেই টেরিফিক

অ্যান্ড মিনিংলেশ গয়ু যন্তোম্নার স্বপ্নের গল্পটা বল।'

জহর ওর টেরিনের নীল হলুদ ডোরাকাটা শার্টের বুকপকেট থেকে লাইটারটা ছুঁড়ে দিল গোগোর কোলে। বললো, 'ওসব যুগ যন্ত্রণা টুগ যন্ত্রণায় আমি পেচ্ছাব করি, তুই ভালোই জানিস। ওসব উঠতি আঁতে বালকদের বলিস, যাদের এখনো রোঁয়া গজায়নি।'

জহরের চুল ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু ঘাড়ের দিকে মাথার সামনের মতোই সমান। ঘাড় কামানো না, জুলফিও আধ গালপাট্টা, গোঁফজোড়া পুরো কমান্ডারি। ওর খুব ইচ্ছা চুল বড় রাখে। রেখেও ছিল। কিন্তু চাকরিটা বাদ সেধেছে। ওর ওপরের দু' তিনজন প্রৌঢ় অফিসার বলেছে, 'কোনদিন মিনিস্টারের চোখে পড়বে, হিপি স্টাইল দেখে সাসপেন্ড করে দেবে। অফিসার, অফিসারের মতো থাকো। বয়সে চ্যাংড়া হলেও তোমার আর চ্যাংড়ামো করা মানায় না।' জহর বুঝেছিল, মিনিস্টারের কথা বললেও সিনিয়াররাই ওর পিছনে লাগবে। মাথার চুলও ওকে ছোট করতেই হয়েছিল। 'চুলের থেকে চাকরি বড়, এ ঘৃণিত সত্যকে না মেনে উপায় নেই।' এ কথা মনে মনে বলেছিল। জীবনে এরকম ঘৃণিত সত্যের সংখ্যা কিছু কম নেই, জহরের বিশ্বাস। তবে ওর লম্বা হাড়পুষ্ট চেহারা আর কাটা কাটা চোখ মুখের সঙ্গে চুল গোঁফ সবই মোটামুটি মানানসই। অনেকে এটাকে মর্যাদা বলতে পারে। আসলে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

আজ রবিবার। গোগো আর তিমির সকালে গোঁফ-দাড়ি কামায়নি। গোগো রোগা ফরসা লম্বা। টিয়ে পাখির মতো নাক, কালো চোখ দুটো ছোট। মাথায় লম্বা চুল, সিঁথি নেই, উল্টে আঁচড়ানো, পিছনে ঘাড় ছাড়িয়ে গিয়েছে। খাদির মোটা কাপড়ের সবুজ পাঞ্জাবি, বুকের বোতাম খোলা, পায়জামা পরা। তুলনায় তিমিরের চুলও বেশ লম্বা, বাঁ দিকে সিঁথি, কপালের ওপর চুলের গোছা। কিন্তু ওর জুলফি আছে, প্রায় জহরের মতোই। কালো না, ফরসা না মেয়েদের মতো নরম মুখ। টিকল নাক, বড় বড় চোখ। মাঝারি লম্বা। মোটা কাপড়ের বেলবাট-এর সঙ্গে বোতাম খোলা গুরু পাঞ্জাবি। নাকি যুব? গোগো কলকাতার একটা ইস্কুলে ড্রয়িং টিচার। বেতন প্রায় দেড়শো টাকা। 'কুৎসিত!' ওর চাকরির সম্পর্কে মন্তব্য, 'বেকার থাকার থেকেও জঘন্য।' ও সরকারী আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেছে। তিমির আপাতত একটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কেরানী। আপাতত, কারণ এই চাকরিটার বদলে যে-কোনো একটা চাকরির জন্যও চেষ্টা করে যাচ্ছে। চাকরি সম্পর্কে ওর মন্তব্য, 'ইজ্জত গেল, পেটও ভরছে না। তার পরে মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি আর পুরুষ নেই,

মেয়ে হয়ে গেছি। তোরা কোন্ দিন দেখবি হাততালি দিয়ে কোমর দুলিয়ে নাচছি। কলেজের প্রথম বছরে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ভরতি হলেও, দ্বিতীয় বছরেই খতম। পারেনি, পাশ কোর্সে পাশ করেছে। তারকের অকালে চুল পেকেছে। সাধারণ মাপে ছাঁটা। কপাল, নাকের পাশে গভীর রেখা। মোটা ভুরু, সব সময়েই কোঁচকানো। চোখের কোণ দুটোও; তাই বড় চোখ দুটোও ছোট আর চিলের মতো দেখায়। সন্ধ্যাকালি বনের সভ্যদের মধ্যে ওই একমাত্র বিবাহিত। নিজের ইচ্ছায়—নিজেদের ইচ্ছায় বিয়ে, রেজেস্ট্রি। একক সংসার. দুই ছেলেমেয়ে। চটকলে চাকরি করে, ডিপার্টমেণ্টাল সুপারভাইজার। বেতন ছশো। ছিল জেনারেল অফিসের কোরানী। ডিপার্টমেণ্টে সুপারভাইজার হয়ে আসার সময় জুট টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দেবার উৎসাহ ছিল। এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার করার। সবটা আসলে ভুল করেছিল। চাকরিটাই অনিচ্ছা। ওর ভাষায়, 'নিতান্ত শিশ্নোদরপরায় জীবনটাকে টিকিয়ে রাখতে।' সুপারভাইজার হওয়ার পরে. এই আত্মচেতনা নতুন করে আবিষ্কার করেছিল. ও আসলে কেরানী বা সুপারভাইজার বা তার থেকেও সুপার কোনো পোস্টের জন্য বেঁচে নেই। (জন্মায়নি. এ কথা ভাবে না।) অতএব উদ্যম উদ্যোগ সবই গিয়েছে। এখন প্রতি বছরের নিয়মিত ইনক্রিমেণ্টকে ও বলে 'বোল্ডার অব সিসিফাস।' পাহাড়ের চূড়ায় ঠেলে ঠেলে বোল্ডার তোলা, আর বোল্ডার গড়িয়ে পড়া, আবার তোলা। ক্ষ্যাপা হাসির বদলে চিৎকার করে. 'ম্যানস লাইফ ইজ এ চিট অ্যাণ্ড ডিসাপয়েণ্টমেণ্ট : অল থিংস আর আনরিয়্যাল'/(এলিয়ট)। অতীতে একদা বর্ধিষ্ণু, বর্তমানে পতিত আর বিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তান। লেখাপড়ায় মনোযোগ ছিল। বাবার আর্থিক অক্ষমতার দরুন দু' বছরের মধ্যেই কলেজ ছেড়ে এসেছিল। ওর গায়ে কয়েক দিনের ব্যবহৃত বুক খোলা শার্ট, সরু ট্রাউজারের বাঁ হাঁটুর কাছে এক ইঞ্চি সেলাইয়ের দাগ।

গোগো লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো। তিমির বললো. 'জহর, এটা তুই ক্লিন মিথ্যে কথা বললি। তুই আর কোরক কথায় কথায় ম্যাকসিমাম যুগ যন্ত্রণার কথা বলিস। তুই বললি বটে, ও কথাটায় তুই পেচ্ছাব করিস। আসলে এই পচা কথাটা তাই করার মতোই কিন্তু তুই তা করিস না।'

গোগো বললো, 'বল্ তো একটু, তিমির, এই গযুযন্তোয়াওয়ালাদের নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। শালাদের সব কিছুতেই গযু কামড়ায়।'

জহর ঝেঁঝে প্রতিবাদ করলো, 'আমি মোটেই কথায় কথায় ওকথা বলি না। আমি বলি, প্রত্যেক যুগেরই একটা যন্ত্রণা আছে। ছিল, থাকবেও।'

'কিন্তু আদতে জিনিসটা কী?' গোগো বললো, 'বেকারি, খিদে, প্রেম, না পেটখারাপ?'

তারকের নাকের ছিদ্র দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ও বললো, ‘সবই। এভ্রিথিং। তুই খবরের কাগজ পড়িস না কেন? ওটা বুঝি তোর সেই বস্তা পচা অস্তিত্বের যন্ত্রণা? সেটা কী জিনিস বল্ তো? তোর কোথায় সেই যন্ত্রণাটা হয়?’

গোগো নিরীহ ভাবে হাসলো। কিন্তু মতলবী ভঙ্গিটা গোপন করতে পারলো না। বললো, ‘আমি আবার অস্তিত্বের যন্ত্রণার কথা কবে বললাম?’

তিমির গোগোর পাশাপাশি, গায়ে গা ঠেকালো। ও গোগোর কাঁধে নিজের কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বললো, ‘অনেকবার বলেছিস। ভ্যান গখ্-এর কথা বলতে গিয়ে বলিস না, ও'র সব ছবিই ও'র অস্তিত্বের যন্ত্রণা। বলিস না ক্যানভাসের সব রঙই আর্টিস্টের অস্তিত্বের যন্ত্রণা?’

গোগো যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো। কিছুটা অবাক স্বরে বললো, ‘বলি নাকি?’

তারকের মুখের রেখাগুলো নানা ভঙ্গিতে বেঁকে-চুরে উঠলো। বললো, ‘বলিস, কিন্তু তোর অস্তিত্বের যন্ত্রণাটা আসলে চিত্রে, না শরীরের বিশেষ কোথাও?’

তিমির আর জহর হেসে উঠলো। গোগো বললো, ‘তবু যাহোক বাংলায় বললি। সব সময় বাংলা বলবি, দেখবি ভালো কবিতা লিখতে পারবি।’

তারক বললো, ‘তাই বুঝি তুই সব সময় রঙ দিয়ে কথা বলিস? শালা!’ বলেই আবার পা তুলে মারতে উদ্যত হলো।

‘প্লিজ তারক!’ গোগো এবার আগেই দু’ হাত এগিয়ে নিয়ে এলো।

তারক পা গুটিয়ে নিল। গোগো নিশ্চিন্ত হয়ে বললো, ‘খবরের কাগজ আমি পড়ি না, তা অন্য কারণ। সে তোরা ভালোই জানিস। কারণ খবরের কাগজের কোনো খবরই আমার কাছে খবর না।’

‘কেন, আর্ট ক্রিটিকদের লেখাগুলো?’ তিমিরের ভঙ্গিতে মোটেই আক্রমণ নেই, খুব সহজেই কথাটা বললো, কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসি। দৃষ্টি তারকের দিকে।

গোগোর নির্বিকার হাসি হাসি শান্ত আমেজী মুখ এই প্রথম রাগে শক্ত হয়ে উঠলো। বললো, ‘তুই এগুলোকে লেখা বলিস? ওগুলো তো গর্ভস্রাব।’

জহর তৎক্ষণাৎ সন্ধ্যাকলি বনের চট পিজবোর্ড বিছানো মেঝেয় দু’ হাতে তাল দিয়ে গেয়ে উঠলো, ‘তোরা কে নিবি ফুল, তোরা কে নিবি ফুল।’...

তারক বলে উঠলো, ‘না না, ওটা না। ওইটা ধর, “হুল খেতে আর হুলো পাড়ায় যাবো না লো সই।”’ বলে তারক অতি বেসুরো গলায় কলিটা গেয়ে উঠলো।

তিমির আর জহর ইতিমধ্যে হা হা করে হাসতে আরম্ভ করেছিল। তিমির

বললো, 'দেখিস, পরের লাইনটা আর গাস না যেন।'

গোগোর মুখ কেবল শক্ত না। চোখ দুটো জ্বলছে, দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। পাশ ফিরে তিমিরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ সবের মানে? আমি কি কোনো একজিবিশন করেছি, না কোনো আর্ট-ভজাকে তেল দিয়েছি?'

তিমির বললো, 'আমি কি তা বলেছি?'

গোগো তবু বললো, 'তা হলে এসব গানের অর্থ কী? আমার হুলো পাড়া মাদী পাড়া, কোনো পাড়াতেই যাবার দরকার হয়নি।'

'তুই তো খবরের কাগজ পড়িস না, কিন্তু ওই লেখাগুলো যে গর্ভস্রাব তা জানিস।' তিমির শান্তভাবেই বললো।

গোগো ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল, কপাল চুলে ঢেকে গেল। বেশ ঝাঁঝাল স্বরে বললো, 'হ্যাঁ, আগে আগে পড়েছি, দেখেছি, ওগুলো আসলে গর্ভস্রাব। আর ওই লেখাগুলোর জন্যই তবু মাঝে মাঝে খবরের কাগজ দেখতাম. এখন তাও দেখি না। সেটা কি আমি মিথ্যে বলেছি? আর খবর? কোনো খবরেই আমার কোনো দরকার নেই।

গোগোর কথাগুলো প্রায় অক্ষরে অক্ষরেই সত্যি। বন্ধুরা সবাই তা জানে। খবরের কাগজের বিষয়ে. বন্ধুদের মধ্যে ও একমাত্র নিস্পৃহ। এ নিয়ে ইতি-পূর্বে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। ওর বক্তব্য. 'আমার ইস্কুলের চাকরি থেকে. প্রত্যেক দিন বেঁচে থাকার ব্যাপারে, খবরের কাগজের কোনো রোল নেই। জীবনে অনেক খারাপ অভ্যাস করেছি. ওটা আর আমি বাড়াতে চাই না।'

গোগোর কথা শুনে সবাই কয়েক মিনিট চুপ করে রইলো। সন্ধ্যাকলি বনে সিগারেটের ধোঁয়া উড়লো। ছুটির সকালের রাস্তাটা দেখলেই ছুটির দিন বোঝা যায়। গাছতলায় চলে গিয়েছে চায়ের দোকানের বেঞ্চ। বাতাসটা সবাই ভোগ করতে চায়. অতএব অনেকেই গায়ে গায়ে. পথের ধারে পা ছড়িয়ে দিয়েছে। অন্যান্য দিন এ সময়ে রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়।

জহর বললো, 'ওরে যাই বলিস গোগো, অস্তিত্বের যন্ত্রণার কথা তুই বলিস।'

গোগোর শক্ত মুখ এখন নরম। একটু হাসলো। বললো. 'বলার থেকে ওটা আমি ফীল করি বেশি। একটা সিগারেট ছাড় তো, নেশাটা জমলো না।'

তারক বললো, 'তা হলে যুগযন্ত্রণার বেলায় গযু কেন?'

'কারণ যুগযন্ত্রণা বলে কিছু থাকতে পারে না।' গোগো জহরের বাড়ানো হাত থেকে সিগারেট নিয়ে বললো. 'যন্ত্রণা কোনো যুগের না. ওটা ইটারনাল।'

তারক বলে উঠলো. 'আই ডোণ্ট বিলিভ। টাইম ইজ এ গ্রেট ফ্যাকটার, আই মীন দ্য এজ।'

তিমির বললো, 'গোগোর কথাই বোধহয় সত্যি। তারক, তুই যদি আমাকে ইংরেজিতে বলতে দিস, তা হলে বলছি, গযু মানে এগনি অব দ্য এজ বোধহয়, আসলে হেট্রেড। নাকি অ্যাংগার?'

জহর বলে উঠলো, 'ধুত্তোরি তোর নিকুচি করেছে। আগুন জ্বাল এই যুগের মুখে। আই হেট দিস এজ। যখন গপপো লিখবি, তখন ওসব কপচাস।' বলে ও ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজলো।

গোগো বললো, 'যুগটা তো অ্যাসট্রে না। পেঁদিয়ে তোর খাল খিচে দেবে।'

'হু?' তারক জিজ্ঞেস করলো।

গোগো বললো, 'যুগ যারা ক্রিয়েট করে।'

তিমির বললো, 'মাঝখান থেকে জহরের স্বপ্নটাই এতক্ষণে শোনা হলো না। বল্ জহর।'

জহর সিগারেটে টান দিতে দিতে গোগোর দিকে একবার তাকালো। গোগোও তাকিয়েছিল। হেসে বললো, 'ফোড়ন কাটবো না মাইরি বলছি। বল্।'

জহর জোরে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো, তারপরে বললো, 'আমি জানি না, আমার কাল পেট গরম হয়েছিল কি না। তা না-হলে এরকম স্বপ্ন দেখার কোনো মানে হয় না। আমি দেখলাম, কোথায় কোন্ একটা বাড়ির দোতলার বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। সে-রকম কোনো বাড়ি আমি জীবনে কখনো দেখিনি, আমার চেনা নয়। রাস্তাটাও অচেনা। মনে হচ্ছিল, তখন সকাল দুপুর বিকেল, যে-কোনো একটা সময় হতে পারে, মোটের ওপর দিনের বেলা। দেখলাম, আমার বাবা রাস্তার ওপর দিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে ভিক্ষে চাইতে চাইতে চলেছে, বাবু গো, ওগো মা, দুটো পয়সা দিন। দুটো ভাত দিন মা, কতদিন খাইনি। দেখে আমি যে কেবল অবাক হলাম তা-ই না, বাবাকে দেখে কেমন ভয়ও পেয়ে গেলাম।' কথাগুলো বলতে বলতে জহরের চোখে-মুখে সত্যিই একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠলো। স্বপ্নের কথা বলতে ও এমনই তন্ময় যেন ভুলেই গিয়েছে, ও সন্ধ্যাকালি বনে আছে। সামনে বন্ধুরা রয়েছে। এখন যেন ও কথাগুলো নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে। সিগারেট টানতে ভুলে গেল আর খুব তাড়াতাড়ি বলতে লাগলো, 'আমি তাড়াতাড়ি বাবাকে ডাকতে গেলাম। চেঁচিয়ে ডাকতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আশ্চর্য, গলা থেকে কোনো শব্দই বেরোলো না। বাবা ডাইনে-বাঁয়ে, সব বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে ভিক্ষে চাইছিল। আমাকেও চিনতে পারলো না, যেন আমাকে কখনো দেখেই নি, নিজের মনেই চিৎকার করে যাচ্ছিল।' আর আমার ভেতরটা ভয়ে যেন ঠক ঠক করে কাঁপছিল। না না,

বাবাকে ওরকম ভিখিরির বেশে ভিক্ষে করতে দেখে আমার তখন লজ্জা টজ্জা করছিল না। ভয়! ভীষণ ভয় লাগছিল, যেন আমার নিজেরই কোনো সর্বনাশ হতে বসেছে। মনে হচ্ছিল, বাবাকে ডাকবার জন্য আমার গলার শিরাগুলোই ছিঁড়ে যাবে, কিন্তু একটা শব্দও গলা দিয়ে বের হলো না। বাবার কাঁধে ঝোলানো ছিল একটা ঝোলা, কালো আর নোংরা। তারপরেই হঠাৎ দেখি, একদল লোক বাবার পিছনে হই-হই করে তেড়ে ছুটে আসছে আর চিৎকার করছে, ছেলে ধরা! ছেলে ধরা! পাকড়ো পাকড়ো! তাদের হাতে বড় বড় লাঠি ডাণ্ডা। বাবা সেদিকে দেখেই দু' হাতে ঝোলাটা নিয়ে দৌড়ে পালাতে লাগলো। আমি তখন মাকে বলবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে বাড়ির মধ্যে গেলাম। কিন্তু বাড়িটা মোটেই আমাদের বাড়ি না, একটা অচেনা বাড়ি। বিরাট বাড়ি, পুরনো, অন্ধকার আর একদম চুপচাপ। কিন্তু তখন আমি চিৎকার করতে পারছি, আর মা মা বলে মাকে ডাকছি। অথচ মায়ের কোনো সাড়াই নেই। যে-ঘরেই উঁকি দিই সবাই আমার অচেনা আর সবাইকেই কেমন ভিখিরি—মানে ভিখিরিদের ফ্যামিলি মনে হচ্ছিল। যেমন স্টেশনে বা রাস্তায় দেখা যায় না? সেই রকম। আর তারা সবাই আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখছিল, একটা কথাও বলছিল না। তখন আর আমি মাকে ডাকতেও ভুলে গেছি। বেশ বুঝতে পারছিলাম আমি ভুল করে একটা অচেনা পোড়ো বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য যখন রাস্তা খুঁজছি তখন দেখলাম সামনে একটা ডালিম গাছ। আর তার নিচে বসে আছে একটা ভিখিরি মেয়ে। হাঁটুর ওপরে কাপড় তোলা, গোটা গা-টা খোলা আর ডান হাঁটুর কাছে একটা পুঁজ-রক্ত মাখা ঘা, তাতে বিজ্‌বিজ্‌ করছে মাছি। আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটা কালো মাড়ি দেখিয়ে হাসলো। দেখেই আমি মুখ ফেরালাম, আর ফেরাতে গিয়েই খাটের থেকে এক পা মাটিতে পড়ে গেল, ঘুমটা ভেঙে গেল।'...

জহর থামলো। প্রায় মিনিটখানেক কেউ কোনো কথা বললো না। তারক প্রথম বললো, 'ঠিকই, মিনিংলেশ।'

'একটা মিনিং আবিষ্কার করা যেতে পারে।' গোগো বললো, 'হাঁটুতে ঘা ওয়ালা মেয়েটার গা খোলা ছিল। ও বসেছিল একটা ডালিম গাছের তলায়, কেমন? আচ্ছা, ওর বুক কি ডালিমের মতো ছিল?'

জহর ভুরু কুঁচকে চিন্তিত ভঙ্গি করে বললো, 'মেয়েটার বুক?'

তিমিরের ঠোঁটের কোণে হাসি। ও তারকের দিকে তাকালো। কিন্তু তারক জহরের মতোই ভুরু কুঁচকে গোগোর দিকে তাকিয়েছিল। জহর খুবই চিন্তিত আর সরলভাবে বললো, 'না, ডালিমের মতো না, তার থেকে বড়, কেমন যেন ভালগার দেখাচ্ছিল। তার চেয়ে হাসিটা আরো ভালগার লাগছিল।'

গোগো জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

জহর মাথা নেড়ে বললো, 'তা জানি না। হাসিটা আমার কাছে কেমন ভালগার লেগেছিল। একটা বিশেষ ইয়ে—যেন হাসিটা একটা সিগনালিং-এর মতো।'

'কিন্তু এর মধ্যে তুই কি মিনিংটা খুঁজে পাচ্ছিস্?' তিমির ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়েই জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়েটার বুক ডালিমের মতো ছিল কি না-ছিল, তার সঙ্গে স্বপ্নের মিনিংটা কী, আর যোগাযোগটাই কী?'

তারক তৎক্ষণাৎ বললো, 'একজাকট্‌লি, আই ওয়াজ গোয়িং টু আস্ক দ্য সেম কোয়শ্চন।'

গোগো গম্ভীর স্বরে আর মুখে বললো, 'মেয়েটা ডালিম গাছের নিচেই বসেছিল কিনা, তা-ই বলছিলাম। এ বিষয়ে পরে তোদের আমি একটা কথা মনে করিয়ে দেবো. তখন আর এতোটা অবাক হবি না। তবে ভালগার লাগবার কারণটা কী? তোর ভালো লাগেনি. এই তো?'

'কেন ভালো লাগবে? জহর তেমনি ভুরু কুঁচকেই বললো, 'ওরকম দেখলে কারোর ভালো লাগতে পারে?'

গোগো বললো, 'ওটা তোর পার্সনাল টেস্ট। টেরিনের জামায় ঢাকা থাকলে হয়তো ভালো লাগতো। আমার কাছে তো ওটা একটা দারুণ ছবি. ডালিম গাছের নিচে গা খোলা একটা মেয়ে। বুক একটু যা বড়, বোধহয় বেদানার মতো। হাঁটুর ঘায়ের মাছির ঝাঁকও মেজাজ খারাপ করে দেয় ঠিকই, কিন্তু তোদের কি মনে হয় না, একটা দারুণ সুন্দর ছবি?'

জহর কোনো জবাব দিল না। তারক তাকালো তিমিরের দিকে। তিমির বললো, 'গোগো, তুই কিন্তু মিনিংটা বললি না।'

'মেয়েটার খোলা শরীরই বোধহয় ডালিম গাছ মনে করিয়ে দিয়েছিল।' গোগো বললো।

তিমির বললো, 'স্যোয়েয়ার অন—, আমি ঠিক জানতাম, তুই একথা বলবি। মনে করিয়ে আবার দেবে কি. ডালিম গাছের তলাতেই তো মেয়েটা বসেছিল।'

'তা হলে ডালিম গাছের তলায় মেয়েটাকে দেখেই হয়ত জহর মেয়েটার খালি গা দেখেছিল।' গোগো বললো।

তিমির বললো, 'স্যোয়েয়ার অন—, আমি ঠিক জানতাম, তুই একথা বলবি। মনে করিয়ে আবার দেবে কি, ডালিম গাছের তলাতেই তো মেয়েটা বসেছিল।'

'তাহলে ডালিম গাছের তলায় মেয়েটাকে দেখেই হয়তো জহর মেয়েটার খালি গা দেখেছিল,' গোগো বললো।

জহর রীতিমতো বিরক্ত স্বরে বললো, 'আমি কি ইচ্ছে করে মন দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কিছু দেখেছি? আমি যা দেখেছি, তা-ই বললাম। আর আমার

ভালগার লেগেছে। বিশেষ করে হাসিটা।'

'প্রোভোকেটিভ, তাই না?' তিমির বললো, 'আমারও অবিশ্যি ভালগার লাগছে না। তবে গোগো, জহরের সাবকন্সাসই বল আর স্বপ্নতত্ত্বই বল, তোর থিওরিটা স্রেফ খচরামি।'

গোগো বলে উঠলো, 'অন গড।'

'বীস্ট!' তারক বললো, 'বাট হোয়াট অব দ্য ফাদারস বেগিং অ্যান্ড ছেলে ধরা?'

তিমির বললো, 'না, না, দাঁড়া, তার আগে গোগোর আর একটা কথা শোনার আছে। গোগো, তুই মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলি?'

'মেয়েটার কথা।' গোগো বললো, ডালিম গাছের নিচে না, মিউনিসি-প্যালিটির ময়লা ফেলার ডিপোর উল্টোদিকে, কলকে গাছের নিচে মেয়েটাকে তোরা কেউ দেখিসনি? মনে পড়ছে না?'

'ওহ্ ইয়েস ইয়েস।' তারক হাত তুলে প্রায় চিৎকার করে উঠলো, 'আমি বাড়ি যাওয়া আসার পথে রোজ দেখতে পাই।'

তিমির হেসে অবাক স্বরে বললো, 'এটা তুই দারুণ দিয়েছিস গোগো। তুই তো সেই মেয়েটার—।'

'একটা স্কেচ করেছিলাম।' গোগো বললো, 'আর সুমন্তরা টিক্ করে বলেছিল, এ'কে ঘরে নিয়ে যাবি কেন, একদিন বেশি রাত্রে এলে জ্যান্তই পেতিস।'

জহর বললো, 'ওই শুয়োরদের কথা ছেড়ে দে। ওরা নিজেদের মতো সবাইকে ভাবে। কিন্তু কথাটা তো তুই ঠিক বলেছিস? এখন আমার মনে হচ্ছে, স্বপ্নে আমি ওই মেয়েটাকেই দেখেছিলাম।'

'আর এই কথা যদি শালা অলকা শোনে!' তিমির বলে উঠলো, 'তা হলে নির্ঘাৎ গোগোর মতোই ভাববে, জহরের সাবকন্সাস মাইন্ডে মেয়েটা নিশ্চয়ই খেলা করতো।'

জহরের মুখ একটু গম্ভীর হলো। বললো, 'অলকা কি ভাবতো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আসলে ও ভাবতোই না। যাক গে, তবে ভাই সত্যি বলছি, ময়লার ডিপোর ওখানে মেয়েটাকে কিন্তু দেখলেই আমার কেমন ভালগার লাগে।'

গোগো বললো, 'বললাম তো, ওটা তোর টেস্টের ব্যাপার। ভালগার অবসেশন থেকেও ওরকম দেখতে পারিস।'

'বাট শী ইজ এ ম্যাড ওম্যান, নট এ বেগার।' তারক বললো, 'আমি মেয়েটাকে অনেকদিন ওরকম হাসতে দেখেছি। আই বিকাম স্যো মাচ শাই, আই ক্যান্নট লুক অ্যাট হার। জহর ইজ কারেক্ট, মেয়েটার হাসিটা যেন কেমন খারাপ

ইঙ্গিতের মতো।'

জহর বললো, 'কিন্তু বাবার ব্যাপারটা? আমি যা মাইনে পাই, বাবা তার চেয়ে বেশী টাকার পেনসন হোল্ডার। বাবাকে ওরকম ভিক্ষে করতে দেখবো কেন?'

তিমির বললো, 'সেটা তুই বাবাকে খুব ভালবাসিস বলেও হতে পারে।'

জহরের চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠলো। বললো, 'কখনো তো মনে হয়নি, বাবাকে আমি খুব ভালবাসি। বাবা আমাকে ভালবাসে কিনা, তাই তো বুঝতে পারি না। আমার সঙ্গে কথাই তো নেই প্রায়। মেজদার সঙ্গে ছাড়া আমাদের ছ' ভাইয়ের কারোর সঙ্গেই বিশেষ কথা নেই, এমন কি বড়দার সঙ্গেও। শুনি, আমরা নাকি অল ক্যালাস, ইরেসপনসিবল, গো অ্যাজ য়ু লাইকের ক্যারিকেচারিস্ট। তা না হলে মন দিয়ে সংসার করতাম।'

'তা হলে উল্টোটাও হতে পারে।' তিমির বললো, 'তুই হয়তো মনে মনে চাস, তোর বাবা ভিক্ষে করুক, ছেলে-ধরা বলে লোকের হাতে ঠ্যাঙানি খাক।'

জহর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললো, 'যাহ্, কী বাজে কথা বলছিস।'

গোগো পাশ ফিরে তিমিরের চিবুকে হাত দিয়ে বললো, 'গুরু, গোগো একলাই খালি খচ্চর না।'

তিমির যেন খুবই বিরক্ত হয়ে হেসে বললো, 'বিশ্বাস কর, আমি খারাপ ভেবে কিছু বলিনি। স্বপ্নতত্ত্বের কিছুই আমি জানি না।'

জহর বললো, 'সত্যিই জানিস না, কারণ এটা স্বপ্নতত্ত্ব না। তুই যা বললি, ওটা এক ধরনের মানসিক অসুখ—নামটা আমি মনে করতে পারছি না।'

তারক বললো, 'কিন্তু স্বপ্নের সত্যি কোনো মানে আছে?'

গোগো বললো, 'নিশ্চয়ই আছে, তা নইলে আর দোষের কথা বলে কেন?'

'শালা।' তিমির বললো।

জহর বললো, 'কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

তারক যেন রীতিমতো ব্যগ্র গম্ভীরভাবে বললো, 'না না, আমার সত্যি জানতে ইচ্ছা করে, স্বপ্নের কি সত্যি কোনো মানে আছে? কেন লোকে স্বপ্ন দেখে?'

'মানুষ বলে।' গোগো বললো একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, 'স্বপ্নগুলো ছিল তাই রক্ষে। তা নইলে কী হতো বল্ দেখি?'

তিমির বললো, 'কিন্তু আমি স্বপ্ন প্রায় দেখিই না। লাস্ট কবে দেখেছি কিছু মনে করতে পারি না।'

তারক বললো, 'আমি খুব স্বপ্ন দেখি। খারাপ, ভালো, নানারকম দেখি। ইভন্, আই ফাইট ইন মাই ড্রিমস।'

'লড়াই করিস?' তিমির অবাক হয়ে বললো।

তারক বললো, 'বিলীভ মী। বেশ কিছুদিন আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। একজন আমার বুকে চেপে বসে গলা টিপে ধরেছে। তাকে আমি কিছুতেই চিনতে পারিনি। হেভি অ্যান্ড বিগ অ্যান্ড হার্ড-মাসল্ড ফিগার, একটা অসুরের মতো, আমাকে মেরেই ফেলেছিল প্রায়। আমি প্রাণপণে লড়াই করে মূর্তিটাকে যখন বুকের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিলাম তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল। বাতি জ্বালিয়ে দেখলাম কেউ নেই। বুঝতে পারলাম, স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু ভোরবেলা আমি কখনো একটা ভালো স্বপ্ন দেখিনি। তা হলে সত্যি জলের কাছে ছুটে গিয়ে বলে আসতাম।'

'কেন?' জহর জিজ্ঞেস করলো।

তারক বললো. 'ভোরবেলা ভালো স্বপ্ন দেখে জলের কাছে বলে এলে, তা নাকি ফলে যায়।'

তিমির জিজ্ঞেস করলো, তুই তা বিশ্বাস করিস?'

'লাইফ ইজ ইটসেলফ্ অ্যাবসার্ড।' তারক বললো. 'অ্যাবসার্ডিটিতে বিশ্বাস করাই ভালো।'

গোগো বললো, 'ঠিক বলেছিস তারক।'

তিমির বললো, 'আজ রবিবারের সন্ধ্যাকলি বনের আসরটা স্বপ্নের!'

'কিন্তু আমি দেখছি. বেশির ভাগ স্বপ্নই খারাপ।' জহর বললো. 'দুঃস্বপ্ন!'

কেউ হঠাৎ কোনো কথা বললো না। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওদের কথা যেন ফুরিয়ে গেল। চৈত্রের বাতাস মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে যেতে যেতে আবার ঝরঝরিয়ে উড়ে আসতে লাগলো। দূরে চলে যাওয়া আবার ফিরে আসা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো।

তারক দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'ওটা কোরক আসছে না?'

সবাই দক্ষিণ দিকে তাকালো। জহর বললো, 'হ্যাঁ. ও যার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছে প্রতিমা।' বলে ও তিমিরের দিকে তাকালো।

গোগো আর তারকও তিমিরের দিকে তাকালো। তিমির সকলের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো। বললো, 'আমার দিকে তাকিয়ে দেখবার কী আছে? আমি কি কোরক. না প্রতিমা?'

'প্রতিমা।' দুই আঙুলে ভঙ্গি করে. গোগো বললো. 'একটু একটু।'

তারক বললো. 'গোগো. তা হলে লেটেস্ট ব্যাপারটা জানিস না। এক সপ্তাহ ধরে তিমিরের সঙ্গে প্রতিমার দেখাশোনা কথাবার্তা বন্ধ।'

গোগোর সঙ্গে জহরও ভুরু কুঁচকে. অবাক চোখে তিমিরের দিকে তাকালো। তিমিব ঠোঁটের হাসি বজায় রাখতে চেষ্টা করলো। বললো. 'ওর যদি

ইচ্ছা না হয়, আমি কি জোর করে দেখা করবো, কথা বলতে যাবো নাকি?'

'কী নিয়ে ঝগড়াটা হলো?' জহর জিজ্ঞেস করলো।

তারক বললো, 'ব্যাপারটা মামুলি। তবে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলেই ঝামেলা।'

'যেন রমা মোটেই সুন্দরী না।' তিমির বললো, 'বাজে কথা বলিস কেন? রমা তোর বউ বলে সুন্দরী নয়?'

গোগো বললো, 'উইথ অ্যাপোলজি টু তারক, তিমির এটা তুই একদম বাজে কথা বললি। রূপ নিয়েই যদি তুলনা হয়, তা হলে, রমার সঙ্গে প্রতিমার তুলনাই চলে না। কিন্তু ব্যাপারটা কী হয়েছে, আমি তা জানতে চাই। তোদের তো দেখি 'যতো প্রেম, ততো ঝগড়া।'।'

তারক বললো, 'তোর আগে প্রথম কনট্রোভারশিয়াল ব্যাপারটা সুরাহা হোক। ইন্ মাই ওপিনিয়ন, আওয়ার লেডি ফ্রেন্ডস এ্যান্ড ওয়াইভস্—।'

'শালা।' গোগো বলে উঠলো, 'একটু বাংলায় বুঝিয়ে বল্ না। তুই বলতে চাইছিস, আমাদের বান্ধবীদের আর বউদের মধ্যে প্রতিমা সব থেকে সুন্দরী, এই তো?'

তারকের ভুরু কোঁচকানো মুখে একটা মারমুখী ভাব ছিল, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'মোর দ্যান দ্যাট। ইন আওয়ার সাবার্ব, উইদিন টোয়েন্টি মাইলস, শী ইজ—আই মীন, শী ইজ—।'

'সেরা সুন্দরী।' জহর বললো।

তারক ঘাড় ঝাঁকিয়ে কিছু বলার আগেই, গোগো বললো, 'বুঝেছি। সত্যি তারক, সোজা কথাটা এমন জটিল করে তুলিস। জহর কী রকম পরিষ্কার করে দিল।'

'কিন্তু তুই যেন কী বলতে যাচ্ছিলি?' জহর জিজ্ঞেস করলো, তাকালো রাস্তার দিকে।

গোগো একবার তিমিরের দিকে দেখলো। তিমির অন্য দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। ও বললো, 'সুন্দরীদের মধ্যে একটা ভালগারিটি আছে।'

'মানে?' জহর যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমনভাবে ফিরে তাকালো।

তারকের ভঙ্গি রীতিমতো তেরিয়া। তিমির নিজের সিগারেটের আগুনের দিকে এমন নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে আছে, যা প্রমাণ করে ও অন্যমনস্কতার থেকে অন্যত্র বেশি উৎকর্ণ আর মনোযোগী। গোগো বললো, 'আমি প্রতিমার কথা বলছি না, ও তো আমাদের বন্ধু।'

'দ্যাট উইল বী কনসিডার্ড আফটারওয়ারডস, প্রতিমা তোরও বন্ধু কী না।' তারক ঝেঁকে বললো, 'বিফোর দ্যাট, ইউ ক্ল্যারিফাই অব্ য়োর কমেন্ট।'

গোগো তিমিরের দিকে আর একবার দেখলো। তিমির সিগারেটের আগুন

দেখছে। গোগো একটু নড়েচড়ে, সহজ হবার ভাব করে বললো, 'ভালগারাটি বলতে আমি কী বলছি? আমি বলছি, সুন্দরী মেয়েদের বায়নাক্কা একটু বেশি। তার চালচলন ভাবভঙ্গি, সব কিছুতেই ওরা এমন লক্কা পায়রার ভাব করে—করে না?' গোগো হঠাৎ জিজ্ঞেস করে থেমে গেল।

'না, করে না।' তারক বললো, 'যারা সুন্দরী না হয়েও সুন্দরী হবার ভান করে, লক্কা পায়রার ভাব তারাই করে। এ্যান্ড দ্যাট্‌জ ভালগারিটি।'

গোগো মাথা নেড়ে বললো, 'যাহ্‌, ওটা ভালগারিটি না, হাস্যকর আর করুণ। আমি তাই মনে করি।'

'ঠিকই।' তিমির সিগারেটে টান দিয়ে বললো, 'এ কথাটা গোগো মিথ্যা বলেনি।'

জহর ভুরু কুঁচকে বললো, 'তার মানে প্রতিমা ভালগারিটি করে?'

'আমি মোটেই তা বলিনি।' গোগো জোর দিয়ে বললো, 'পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করিস না। আমি একটা কমন থিওরির কথা বলছিলাম। গ্যাদা বলে একটা কথা আছে জানিস তো? সুন্দরীদের বড্ড গ্যাদা, ওটাকেই আমি ভালগারিটি বলেছি।'

তারক বলে উঠলো. 'বাট ইট'জ নট এ্যাট অল্‌ এ কমন থিওরি। শালা, কমন আনকমন এটা কোনো থিওরিই নয়। সুন্দরী হলেই তার গ্যাদা থাকে, আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। অনেক ছুঁচোমুখীরও গ্যাদা দেখেছি, সেই আমাকে ইয়েতে পোছে না, আমারো গ্যাদা ঘোচে না।'

তিমির হেসে উঠলো। জহরের গোঁফের কোণেও হাসি ফুটলো। ও বললো. 'ঠিক বলেছিস তারক।' বলে গোগোর দিকে ফিরে বললো. 'তুই যখন তখন থিওরি দাঁড় করাতে যাস্‌ নে। তোর যদি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে ইচ্ছা না করে, করিস না। তোকে আমরা কেউ মাথার দিব্ব দেবো না।'

তারকের গলার টাকরার কাজ থেকে হাসির শব্দ বেরোল, বললো. 'বল্‌ তো জহর. শালা আর্টিস্টকে একবার বল্‌। আর খচ্চরটাকে জিজ্ঞেস কর প্রতিমাকে দেখেই ও কেন ওর থিওরিটা ঝাড়লো।'

গোগো বেশ একটু ঝিমনো স্বরে বললো, 'আমি প্রেম করবো সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে? তারা আমার মুখে—।'

'ভালগারিটি———' জহর বললো।

তিমির বললো. 'তবে প্রতিমাকে দেখে গোগো যা বললো, আসলে সেটা আমার কথা ভেবে বলেছে। তাই না গোগো?'

গোগো তিমিরের দিকে তাকালো। তিমিরের চোখে হাসি চিক চিক করছে। গোগোর ভুরু কুঁচকে উঠলো। তিমির হাসলো। গোগো যেন অবাক হয়ে বললো, 'সাত দিন ধরে প্রতিমার সঙ্গে তোর কথাবার্তা দেখাসাক্ষাৎ নেই,

সে-কথা তো আমি এখন শুনলাম।'

তিমির বললো, 'ঠিকই তো। সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে ঝামেলা বেশি।'

গোগো হেসে বললো, 'খচ্চর।'

'আমার মতে, সুন্দরী মেয়েদের অনেক জ্বালা।' তারক বললো।

জহর ধমকের সুরে বললো, 'নে, তুই আবার থিওরি দিতে আরম্ভ করিস না। আমি ভাবছি, কোরকটা এতক্ষণ ধরে প্রতিমার সঙ্গে কী কথা বলছে? দেখেছিস, কোরক বারে বারে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, আর হেসে হেসে কী বলছে। প্রতিমা কিন্তু একবারো এদিকে তাকাচ্ছে না।'

'কিন্তু হাসছে।' গোগো বললো, 'জহর আবার জেলাস্ হয়ে উঠছে।'

জহর চোয়াল শক্ত করে ফিরে তাকালো। তিমির তারকও তাকালো। গোগো নরমভাবে বললো, 'জহর একটা সিগারেট দে তো।'

'দেবো, একটা লাত্থি।' জহর শক্ত স্বরে বললো, 'আমি জেলাস্ হয়ে উঠছি মানেটা কী?'

গোগো বললো, 'কোরক তোর বয় ফ্রেন্ড তো, তাই এতক্ষণ ধরে—।'

গোগোর কথা শেষ হবার আগেই, জহরের শক্ত হাতের থাপ্পড় পড়লো ওর ছড়ানো পায়ের ওপরে। গোগো আর্তনাদ করে উঠল। তিমির আর তারক হেসে উঠলো। তারক মুখ ফিরিয়ে বললো, 'কোরক আসছে।'

প্রতিমা সন্ধ্যাকলি বনের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিকের বাঁকে চলে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে চায়ের দোকানের পাশে আর গাছতলার বেঞ্চিতে যারা বসেছিল তারা প্রতিমার দিকে দেখছে। আবার সন্ধ্যাকলি বনের দিকেও। কোরক আসছে প্রায় ছুটতে ছুটতেই। ছোটার জন্য আর বাতাসে ওর চুল উড়ছে। জহর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট গোগোর কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'বয়ফ্রেন্ড! চেনো না তো, তোমাকে রঙ দেখিয়ে দেবে।'

তিমির চেষ্টা করলো সকলের চোখ এড়িয়ে উত্তরের বাঁকের মুখে প্রতিমাকে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে একবার দেখে নিতে। পারলো না। গোগো ওর দিকে তাকিয়েছিল। চিলের ডাকের মতো একটা শিস শোনা গেল। রাস্তার দিক থেকে। কোরক এগিয়ে এসে ওর হাওয়াইয়ান স্যাণ্ডেল পা থেকে ছুঁড়ে দিয়ে জহর আর তারকের মাঝখানে, হাত খানেক ফাঁকে নিজেকে গুঁজে দিল, বললো, 'জহর, একটা সিগারেট দে।'

জহরের দু' আঙুলে একটা সিগারেট ধরাই ছিল। কোরক সেটা নিয়ে নিল। তারক বললো, 'দ্যাখ্ কোরক, অনেকদিন বলেছি, তুই আমাদের সকলের থেকে মিনিমাম চার পাঁচ বছরের ছোট। দাদা বলতে পারিস না?'

কোরক বললো, 'আব্বে যা যা ষোল বছরে বাবা ছেলে বন্ধু হয়ে যায়।

তোদের এখন দাদা বলতে যাবো। দাদা হতে চাও তো, দল করো গিয়ে সবাই দাদা দাদা বলবে। দাদার অভাব আছে নাকি? নে জহর, লাইটারটা জ্বাল্।' সিগারেট ঠোঁটে চেপে জহরের দিকে ঝুঁকে পড়লো।

তিমির বললো, 'ঠিক বলেছিস কোরক। দাদা আজকাল দেয়ালের পোস্টারে আর খবরের কাগজে লেখা হয়।'

জহর নিজে ঠোঁটে একটা সিগারেট চেপে ধরে, লাইটার জেবলে আগে এগিয়ে দিল কোরকের দিকে। নিজেরটা ধরাতে ধরাতে গোগোর দিকে তাকিয়ে গোঁফ বাঁচিয়ে হাসলে, তারপর তারকের দিকে। তারক তা ভ্রূক্ষেপ না করে কোরককে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই আসতে এত দেরি করলি কেন? কবিতা লিখছিলি?'

'ধুস্।' কোরক এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'ফাদার মাদার ঝগড়া, নো টক, বাড়ি থম্‌থম্।'

গোগো বললো, 'প্রায় কবিতার লাইন বলে ফেললি।'

তারক বললো, 'তোর তাতে কী, কবিতা লিখতে পারতিস।'

'ব্রিলিয়ান্ট।' গোগো বললো।

কোরক ওর কচি আর মোলায়েম গোঁফ দাড়ি ভরা মুখে গম্ভীর ভাব ফুটিয়ে বললো, 'তুই ওসব এখন বুঝবি না তারক। তুই আর রমা যখন ঠাণ্ডা লড়াই করবি, আর তোর ছেলে বড় হয়ে যখন কবিতা লিখবে, সে বুঝতে পারবে।'

সকলের সঙ্গে তারকের মুখের ভাঁজ খুশির হাসি, বললো, 'ইয়েস, আই এগ্রি। তা হলে তুই নিশ্চয়ই এতক্ষণ কৃষ্ণাদের বাড়িতে ছিলি?'

'ছিলাম, কিন্তু কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলার চান্স পাইনি।' কোরক বললো, 'ওর দাদাগুলো আমার সঙ্গে কথা বলছিল।'

গোগো বললো, 'স্যাড। এখন বল্ দেখি, প্রতিমার সঙ্গে তোর কী কথা হচ্ছিল?'

কোরক বললো, 'কী আর। আমি প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিমিরও কী ভয়ো?'

'মানে?' জহর জিজ্ঞেস করলো।

সকলের চোখেই জিজ্ঞাসা। প্রায় সকলেরই ভুরু কোঁচকানো। তিমিরেরও। তিমির রাগ রাগ ভাবে বলে উঠলো, 'তুই আবার আমার নামে কী বলতে গেছিস?'

কোরক হেসে, চোখ পিট পিট করে সকলের দিকে দেখে বললো, 'আমি তোমার নামে কী বলবো? আমি প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিমিরো কী ভয়ো? তা দেখলাম প্রতিমাও তোমার মতোই আমাকে বললো, তিমিরের কথা

আবার কী বলছিস? তোমরা সবাই দেখছি. একরকম ভাবছো।' কথা থামিয়ে সিগারেটে টান দিল, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার বললো, 'আমি প্রতিমাকে বললাম, তিমিরের কথা তোকে বলতে যাবো কেন? আমি তো তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম। ও তবু চোখ দুটো ছুরির মতো করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।'

'আমরাও রয়েছি।' জহর বললো, 'ছুরির মত করে না, এবার বিঁধিয়ে দেবো।'

কোরক ওর সমস্ত দাঁতগুলো দেখিয়ে হাসলো। সকলের দিকে একবার দেখে বললো, 'তোমরা জানো না. আমাদের বাড়িতে একজন নেপালী বাহাদুর কাজ করে? আমি ওর কাছে নেপালী ভাষা শিখি।' তিমিরো কী ভয়ো মানে তোমার কী হয়েছে? অবিশ্যি তিমিরো কথাটা আসলে তিমরো হবে আমি ইচ্ছে করে প্রতিমাকে তিমিরো বলেছি।'

'খচ্চর।' তারক বললো।

কোরক বললো. 'প্রতিমাও তাই বলছিল। খচ্চর না. বিচ্ছু।'

তিমির বললো. 'কোরক. তোর গল্প লেখা উচিত।'

'কোরক বলে যা, তারপরে? প্রতিমা কী বলছিল তোকে—' গোগো বললো।

তিমির ছাড়া সকলেই উৎসুক চোখে কোরকের দিকে তাকালো। কোরক বললো, 'প্রতিমা বললো. ওর মেজাজ ভালো নেই। বাড়িতে সকলের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি চলছে। ওর বাবার সঙ্গেও নাকি কথা কাটাকাটি হয়েছে। ভাইয়েরা মেজাজ দেখাচ্ছে। বলছিল. একটা বছর লস্ট. এম এ পরীক্ষা আর দেবে না ওর মাথায় ও-সব নেই। ও বি টি'র কথা ভাবছে। বলছিল বি টি পাশ করে তিমিরদের ইস্কুলে টিচারের চাকরি নেবে।'

তারক বলে উঠলো, 'হোয়াই অন আর্থ ইন দ্যাট স্কুল?'

'তিমিরকে ওই গার্লস ইস্কুল থেকে ভাগাবে বলে,' গোগো বললো।

তিমির ছাড়া সবাই হেসে উঠলো। কোরক বললে, আমি প্রতিমাকে বললাম এত ঝামেলা করছিস কেন. দুগ্‌গা বলে একটা শাঁসালো মালের গলায় ঝুলে পড় না। বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি মেজাজ খারাপ, এসব তো এজন্যই। প্রতিমা বলছিল একটা শাঁসালো মালের সন্ধান দিতে পারি কী না। আমি বললাম এখুনি দিয়ে দিচ্ছি, চলে যা শ্যাম পালের কাছে, পাওয়ার এন্ড মানি, সব ওর আছে. একটু যা বুড়ো হয়েছে, তবু লড়ে তো যাচ্ছে। এখনো নিজের হাতে লেফট হ্যান্ডার গাড়ি চালায়, কোমরে রিভলবার রাখে, যুবকদের সঙ্গে মেলামেশা করে। প্রতিমা অবিশ্যি আমাকে খিস্তি দিল, বললো, শালা, তুই আমাকে শ্যাম পালের রক্ষিতা হতে বলছিস? আমি তোকে পাত্রের সন্ধান

দিতে বলেছি, বাবুর না। বাড়িতে আমার কাছে কেউ টাকা চায় না, চায় আমাকে তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে দিতে। অনেক ভালো ভালো সম্বন্ধও আসছে, কিন্তু সম্বন্ধগুলোকে আমার তেমন শাঁসালো মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ফোঁপরা ঢেঁকি। বাড়িতে যদি টাকা চাইতো, আর আমার যদি খুব টাকার দরকার হতো, তা হলে কলকাতা থেকে দিল্লি, যতো পাওয়ার আর মানি হোল্ডার শ্যাম পাল আছে, সকলের কাছেই আমি যেতাম।' কোরক কথা বলতে বলতে তিমিরের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

তিমির রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু সন্দেহ নেই, ও কোরকের কথাই শুনছে। কোরক জহরের দিকে তাকিয়ে এক চোখ বুজে ইশারা করে বললো, 'একটা ছোট গল্প—মানে, স্টোরি উইদাউট টেল্-এর মতো মনে হচ্ছে না? গোগোর সেই গযু যন্তোন্নার মতো?'

কোরকের কথা শেষ হবার আগেই তিমির ভুরু কুঁচকে তাকালো, তারপরে লাথি মারবার ভঙ্গিতে পা তুলে বললো, 'শালা চামচিকে, আমার পেছনে কেন?'

কোরক নিজেকে বাঁচাবার আগে তিমিরের পা-টা দু'-হাতে ধরে ফেললো। বেশ জোরেই চেপে ধরলো, যাতে তিমির কোনোরকমেই পা নড়াতে না পারে। বললো, 'কেন রাগ করছো গুরু, তোমার কথাটাই তো তোমাকে বলেছি।'

তিমিরের পক্ষে আর একটা পা তোলা সম্ভব না। হাত বাড়াতে গেলে কোরক পায়ে হ্যাঁচকা টান দিতে পারে। জহর হেসে উঠে বললো, 'প্রতিমা ঠিক বলেছে, কোরকটা বিচ্ছু।'

'আমরা বিছে, বয়সটাও কয়েক বছর গড়িয়ে গেছে।' গোগো বললো।

তিমির ঝেঁঝে বললো, 'পা ছাড় বলছি।'

'আগে বলো, মারবে না তো?' কোরক বললো, 'এরকম একটা রোববারের সকাল, শালা দিকে দিকে পোয়েট্রি! পোয়েট্রিতে আমার বুক ভরা। প্যাঁদাতে তোমার একটুও দুঃখ লাগবে না?'

তিমির হেসে উঠলো। ওর সঙ্গে বাকী সকলেই। কোরক তিমিরের পা ছেড়ে দিল। গোগো বললো, 'কোরক, তোর মতো বলতে পারলে আমাকে দুটো লাত্থি খেতে হতো না। যাকগে, তুই আসল কথাটা বল্। প্রতিমা আর তিমিরের ঝগড়ার ব্যাপারটা শুনি।'

কোরক কপাল থেকে চুল সরিয়ে সিগারেটে টান দিয়ে বললো, 'তিমিরের কথা তুলতেই দিল না। যতো বারই আমি তিমিরের কথা বলতে গেলাম, আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলছিল, ও-সব কথা ছাড়। অবুঝ ছেলে-মানুষি আমার মোটেই ভালো লাগে না। কেউ কারোর সমস্যা বুঝতে চায় না—।'

'কিন্তু ও সকলের সমস্যা বুঝতে চায়।' তিমির বলে উঠলো, 'বুঝলি কোরক, তোর বন্ধুকে বলে দিস, সমস্যা নিশ্চয়ই বুঝতে হবে, কিন্তু তার আগে মেনে নিতে হবে, সমস্যা থাকবেই। তার মধ্যেই আমাদের বাঁচতে হবে। প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান করে তারপরে নেকসট্ স্টেপ করতে হবে, এরকম যারা ভাবে, তারা হয় খুব চালাক, না হয় বোকা।'

কোরক ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসার সুরে বললো, 'আমার বন্ধু?' তারপরে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, প্রতিমা আমার বন্ধু, তোমার প্রেমিকা। ও অবিশ্যি তোমার নাম করেনি। আমি বুঝতে পেরেছি, প্রতিমা তোমার কথাই বলছিল, তাই আমি বললাম, তিমির সে-রকম ছেলে না যে তোমার সমস্যা বুঝবে না। আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, ও-সব কথা ছাড়। কে কী বোঝে, আমি সব জানি। তবে ওই যে শ্যাম পালের কথা বললি, আল্‌টিমেটলি ও-সব লাইনই দেখতে হবে। তবে কেন ঘেন্না করে জানিস? লোকগুলো বুড়ো হয়ে গেছে, কোন লাভ নেই। তার চেয়ে এখন যারা মস্তানি করে—মানে যারা পাওয়ার হোল্ড করে, মানিও আছে, তারা বরং ভালো। শ্যাম পালের মতো স্ট্যাটাস্ অবিশ্যি ওদের নেই—ওরা কেউ কেউ আবার শ্যাম পালদের মতো লোকেরই চামচা, তবু যা হোক ওরা জোয়ান আছে। আমি তখন বললাম, তা হলে আমাদের সন্ধ্যাকলি বনেই আয় না, মাস্তানের অভাব কী? ও ঠোঁট উলটে হেসে বললো, তোরা আবার মাস্তান কবে হলি? তোরা তো সব আঁতে। বলে এয়সা একটা খিস্তি দিল, আমারই মাইরি কান ঝাঁঝিয়ে গেল। মেয়েরা আজকাল আমাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

'আজ জানলি?' গোগো বললো, 'তুলনা হয় না। খিস্তিতে ওদের তুলনা ওরাই। ওরা মেয়ে কী না, তাই।'

তারক বললো, 'স্যো হোয়াট? আই ডোণ্ট বিলীভ—।'

'ওহ্, আবার সেই—তুই রমাকেই জিজ্ঞেস করে দেখিস না।' গোগো বললো।

তারক আবার কিছু বলতে যেতেই জহর হাত তুলে বললো, 'কোরককে শেষ করতে দে না। এ সব তর্কের তো কোনো শেষ নেই। পরে আবার তোলা যাবে।'

কোরক বললো, 'বলার আর কী আছে। আমি বললাম প্রতিমাকে, তুই তো আবার পাওয়ারফুল মাস্তানদের ঘেন্না করিস। ওরা তোকে এত ডাকে, খাতির করে, বড়দাদাদের চামচা। ওরা তোকে বড়দাদাদের কাছেও নিয়ে যেতে পারবে। ও বললো, তা হলেই বুঝে দ্যাখ্ আমার অবস্থাটা। বাড়ির কথাও মানতে পারছি না, এ-সবও করতে পারছি না, কোথাও টিকতে পারছি না। আর ইদানীং আমার কেমন খারাপ লাগে বুঝলি কোরক। ঘরে খারাপ লাগে,

বাইরে এলেও খারাপ লাগে। পড়াশোনা করবার মন একটুও নেই। কী হবে পড়ে? এই সবই বলছিল।' কোরক সিগারেটে শেষ টান দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল। আবার বললো, 'তারপরে হেসে বললো, ভালো করে নষ্ট হয়ে যাবো, তেমন একটা সঙ্গীও পাচ্ছি না। বলেই চলে গেল। তবু আমি ডাকলাম আমাদের এখানে, বললো, ওখানে গিয়ে কী করবো? তোদের বাজে কথা শুনতে আর আওয়াজ খেতে? তার চেয়ে তুই আমার জন্য একটা শাঁসালো মাল দ্যাখ্; শ্যাম পাল না, ওদের চামড়া কুঁচকে গেছে, পিঠ বেঁকে গেছে। ভালো মাল, আমাকে যে নষ্ট করতে পারবে। বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।'

'খুব ক্ষেপে আছে।' গোগো বললো, 'এখানে এলে আমাদেরই হয়তো প্যাঁদাতো। তিমির, তুই আর কোল্ডওয়ার চালাস নে, হাত মিলিয়ে ফ্যাল্।'

তিমির বললো, 'আমার হয়ে তুই-ই হাত মিলিয়ে আসিস।'

'সেই সঙ্গে হাতটা কেমন, সেটাও দেখে নিস।'

তারক হাসলো। জহর হেসে বললো, গোগোর তো হাত মেলাবার একজন আছে। মালিনী বউদি, না কী যেন বলি আমরা?'

'ফুরফুরি বউদি।' তারক বললো, 'কিন্তু গোগো কি সেখানে হাত মেলায়?'

কোরক হি-হি করে হেসে উঠলো। গোগো প্রায় ঘৃণা মিশিয়ে হেসে বললো, 'বাহরে ডান্ডিওয়ালা, এ-বেলায় তো বেশ বাংলা বলতে পারিস্? এবার কি লাত্থিটা আমি মারবো নাকি?' বলে ও পা তুললো।

জহর বললো, 'না। এ-রকম একটা সকাল, দিকে দিকে পোয়েট্রি। নো মোর লাত্থি।'

তারক নিজেকে কোনরকম বাঁচাবার চেষ্টা করেনি। ও জানতো গোগো মারবে না, গোগো কারোকেই মারে না। ওর একটাই খারাপ দোষ আছে। রেগে গেলে ছেলেমানুষের মতো দলা দলা থুথু ছিটিয়ে দেয়। বন্ধুদের ধারণা মারার থেকে ও-অভ্যাসটা আরো খারাপ। নোংরা। তিমির কোরকের কথার মাঝখানে একবারই যা একটু কথা বলেছিল। এখন গোগোকে প্রতিমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আসার কথা বললেও ও এখন অন্যমনস্ক। পুরোপুরি অন্যমনস্ক আর গম্ভীর। সামনের রাস্তার দিকে ওর চোখ, কিন্তু কিছুই দেখছে না। কারোর কথাই শুনছে না। কোরক বললো, 'আসবার সময় দেখলাম, ফুরফুরি বউদির বাড়িতে ঠাকুরপোদের হল্লা চলছে।'

গোগোর চোখের সামনে ফুরফুরি বউদির চেহারা ভেসে উঠলো। নাম সুনিলয়া। তেত্রিশ বছর বয়সের একজন রাগী স্ত্রীলোক। এতো রাগী, বিচ্ছিরি রকম সাজে, কথায় কথায় খারাপ খারাপ কথা বলে। যে-কোনো খারাপ কথা, চেঁচিয়ে শুনিয়ে বলে, আর বিচ্ছিরি রকম সেজে, খুব খারাপ ভঙ্গিতে রাস্তা

দিয়ে হেঁটে যায়। যে-হাঁটা দেখলেই খারাপ লাগে, যেন এ জগতে তার মতো পায়ের গোছা, থামের মতো উর্তু জংঘা আর হস্তিনী মাজা আর কারোর নেই। আর তিনটি সন্তানের মা হয়েও পাথর প্রতিমার মতো বুক, অথচ ঝান্ খাওয়া কটি—যেন ওখান থেকে মেপে পাথর কেটে নেওয়া হয়েছে। রীতিমতো ফর্সা রঙ, চোখ মুখ এমনিতে খারাপ না, হাসলে দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু সব সময়েই কেমন ধারালো দেখায়। গোটা শরীরটাকে এমন নাচিয়ে দুলিয়ে রাস্তায় চলে, যে-কেউ আওয়াজ দিতে পারে। দেয়ও তো। রাগ, গোগো জানে সবটাই রাগ, 'লোকে আমাকে দেখে যা খুশি তাই বলুক, ডোণ্ট কেয়ার। বেশ্যা? বলুক।' এইরকম বলে, কিন্তু গোগো জানে সুনিলয়া সত্যি বেশ্যা তো নয়ই, এমন কি 'রূপসীর ভেতরে রাক্ষুসী' সে রকম ভদ্রমহিলা স্বেচ্ছারিণীও না। এক সাবেক কালের ফিউডাল এখন দুস্থ মধ্যবিত্ত বাড়ির বউ। কলেজে পড়তে পড়তে বিয়ে হয়েছিল। রাঁধে বাড়ে, ছেলেমেয়েদের দেখা শোনা করে, খাইয়ে দাইয়ে ইস্কুলে পাঠায়, মোহিতদাকে—মানে, স্বামীকেও অফিসে। বাড়িতে মোটেই সাজগোজ করে না, এমন কি শাড়িও ফিরিয়ে আঁচল টানে না। এমনিতেই জামার ভেতরে কিছু পরে না, বাড়িতে থাকলে জামাও পরে না। অনেক সময় শায়াও না। শাঁখা সিঁদুর আলতাতেও তেমন ঝোঁক নেই। সোনার গহনা বোধ হয় নেই-ই। কিছু গিল্‌টির গহনা আছে, মাঝে মাঝে সেগুলো পরে, এক গাল পান চিবিয়ে ঠোঁটের কষ বেয়ে পিক গড়িয়ে দিয়ে, রাস্তা দিয়ে মাজা মোচড় দিয়ে চলে। যে কোনো লোকের চোখে, এক নজরেই ভালগার। গোগো তার থেকে বেশি ভেবে দেখেছে, আসলে পারভারসান কী না। না, এ বিষয়ে ওর সন্দেহ নেই। রাগ, সবটাই রাগ। গনগনে আগুন আর তলায় ছাই জমছে। নাম সুনিলয়া, গোগোর বিশ্বাস, সার্থক নাম। যদিও ঠাট্টার মতো শোনায়। যে কেউ, অবিশ্যিই তাকে যুবক হতে হবে, চা বা জল চেয়ে বিফল হয় না। বয়স্কদের পাত্তা দেয় না, কারণ, 'ওদের সব শেষ, ভয় আর মানিয়ে চলা ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। ওদের রাগ আর ঘেন্না বলে কিছু নেই।' সেজন্যও ফুরফুরি বউদির অনেক দুর্নাম, যতো রাজ্যের ছোঁড়া ওই মাগীর গায়ের পোকা বাছে।' কিন্তু মোহিতদা কখনো তার বউকে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করে না, লোকেদের মাথা ব্যথা। ভীষণ আত্মসম্মানবোধ, কারোর কোনো রকম সাহায্য নেয় না। করতে চাইলে ঠাট্টা বিদ্রূপ আর খিস্তি শুনতে হয়। যাদের সে সব থেকে বেশি ভালবাসে, তারাও অনেকে তাকে ভুল বোঝে। তার কথা হলো, 'পৃথিবীতে আমাদের কেউ নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসেনি। আমাকে না, মোহিতবাবুকে (স্বামী) না, আমরাও নেমন্তন্ন করে ছেলেমেয়েদের ডেকে আনিনি।' কথাবার্তা মেয়েদের মতো একেবারেই না। 'তৈমুরলঙ্ আর চেঙিস খানদের চেলাদেরই একমাত্র বেঁচে থাকার যুক্তি আছে,

কিন্তু আসলে ওরাও রাগে আর ঘেন্নায় ফুঁসছে। আমরাও ফুঁসছি।'...নিজের বারো বছরের মেয়েকে বলে, 'ছেলেরা কী, আর ছেলেমেয়ে কেমন করে হয়, সবই বুঝিস্। তবে আর বড়দের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার কী আছে? বড়দের কাছে কিছুই জানবার নেই, যা জানবি, নিজের থেকেই জানবি। ন্যাকামি ভালো লাগে না।' মেয়ে হাসে, বলে, 'তুমি এমন করে বলো।' এই রকম করে বলে, ফুরফুরি বউদি। এইরকম করেই গোগোকে বলেছিল, 'তুমি আঁকতে চাও আমাকে? আমার খালি গা? জামা কাপড় খোলা গোটা শরীরটা? আঁকো। কী আঁকবে আঁকো।' ক্যানভাসে অস্তিত্বের যন্ত্রণা, গোগোর মনে পড়েছিল। ওর জীবনে একমাত্র স্ত্রী মডেল ফুরফুরি বউদি। সমস্ত জামা-কাপড় খুলে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল। বসেছিল। শুয়েছিল। গোগো স্বস্তি বোধ করেনি। হাত কেঁপেছিল। একটা নগ্ন শরীরকে মনে হয়েছিল, রাগে দপ্‌দপ্ করছে। গোটা শরীরটাই, প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। চার দিনে সতরোটা তেল রঙের কাজ করেছিল। রঙের শতকরা আশীভাগই বিভিন্ন রকমের লাল ছিল। একটা ছবিতেও ফুরফুরি বউদিকে চেনা যায়নি। কোনো কোনো ছবিতে শরীরের কোনো আকারও ফোটেনি। চাংড়া চাংড়া লাল টকটকে অঙ্গার দাউ দাউ শিখা। কোথাও একটু মুখ। স্তন না বলে বলা যায় জোড়া জোড়া বক্ষপিন্ড কোথাও। নাভি আর বস্তিদেশ, টুকরো টুকরো কটি, কোমর, পিঠ, উৎক্ষিপ্ত হাত জানু জংঘা উরু সব ছড়ানো ছিটানো। গোগোর মনে হয়, ওর মাথার ঠিক ছিল না। প্রথম দিকে কয়েকটা ছবিতে তবু পূর্ণ অবয়ব আর আকার ফুটেছিল। তারপর থেকেই সব অন্যরকম হতে আরম্ভ করেছিল। আর ফুরফুরি বউদির সেই কথা, 'আজকের মতো হয়ে গেছে? ঠিক আছে।' বলে জামা কাপড় পরে নিতো। গোগোর কোনো রিঅ্যাকশান হয়নি? হয়েছিল। নগ্নিকা দেবী মূর্তি যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, আর তাকে আঁকতে হয়, তা হলে যে-রকম হয়, সেইরকম রিঅ্যাকশন হয়েছিল। ভয় একটা গভীর সংস্কারের মতো মন ছেয়ে ছিল। কিন্তু ফুরফুরি বউদি যখন ও কথা বলে জামা কাপড় পরে নিতো, তখনই শরীর আর মন জুড়ে সব ওলট পালট হতে আরম্ভ করতো। যেমন তেমন ওলট পালট না, ধনুকের ছিলায় প্রচন্ড টান লাগা, উদ্যত তীরের মতো। এমন হেলপ্‌লেস ফীল করেছিল, যা একলা আত্মসুখ ভোগ করার মতো সহজ ছিল না। বেশ্যা বাড়ি যাবে কী না ভেবেছিল। কিংবা অন্য কোনো চেনা মেয়েকে এ্যাপ্রোচ? অন্তত এক ডজনের বেশি মেয়েকে ও জানে, যারা টাকা পেলে গার্ল ফ্রেন্ড হিসাবে কম্প্যানি দিয়ে থাকে। জায়গারও অভাব ছিল না। কিন্তু গোগোব টাকা ছিল না। তা ছাড়া ও শেষ পর্যন্ত আবিষ্কারই করেছিল, লক্ষ ফুরফুরি বউদি। ফুরফুরি বউদিই বা কী? সে যে একেবারে উলঙ্গ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

কাটিয়ে দিতো, তার কি কোনো রিঅ্যাকশন হতো না? গোগোর এ কথা মনে হয়েছিল, সুনিলয়া তো পেশাদার মডেল না। সেদিক থেকে আর্টিস্ট হিসাবে ও যখন তাকে এ্যাপ্রোচ করেছিল, ওর কোনো রিঅ্যাকশন হবার কথা ছিল না। এ কথাটাই ও তাকে জিজ্ঞেস করেছিল। ফুরফুরি বউদি জবাব দিয়েছিল, 'হেঁচকি তুলতে তুলতে সাত দিন পরে জল খেতে এলে? তখন তো যা দেখার, চোখেই দেখেছো, যা বলবার মুখে বলেছো, যা করবার রঙ তুলি দিয়ে করেছো, গায়ে একবার হাত দিয়েও দ্যাখোনি। দেখলেই পারতে। তোমার সামনে ল্যাংটো যখন হতেই পেরেছিলাম, নিশ্চয়ই তখন আরো কিছু মনে হতো। আমি তো আর তোমাদের সন্ধ্যাকলি বনের সেই রমণী বৃক্ষ (একটু উত্তরেই একটি গাব গাছ আছে, গোড়ার একটু ওপরেই যার দুটি ডাল ঘন সংবদ্ধ দুই উরু, বাঁকানো কোমর, উপুড় পিঠ হয়ে এলিয়ে পড়ে থাকা রমণী মূর্তির মতো দেখায়। ওরা তার নাম দিয়েছে রমণী বৃক্ষ।) নই। তোমার হয়ে গেছে কী না জিজ্ঞেস করেই জামা কাপড় পরতাম। তখন তো কিছু বলোনি।' গোগো বলেছিল, 'তখন সাহস পাইনি।' সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন কী করে পেলে? থাকতে না পেরে? গোগো বলেছিল, 'হ্যাঁ।' ফুরফুরি বউদি বলেছিল, 'এটা ঠিক না। বউ নিজের হোক আর পরের হোক, একবার তার সঙ্গে শুরু হলেই পুরুষদের একটা দাবী জন্মে যায়। আমি তো তা পারবো না। তখন তখনই কিছু ঘটলে কী হতো আমি বলতে পারি না। এখন আর আমার কিছু মনে হয় না।' গোগো কেমন করে ফুরফুরি বউদির দিকে তাকিয়েছিল, নিজে জানে না। সে হেসে উঠে বলেছিল, 'ওরকম করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে কী হবে?' গোগো বলেছিল, 'তা হলে আমি আবার তোমার কিছু ছবি আঁকবো।' ফুরফুরি বউদি বলে উঠেছিল, 'শখের প্রাণ গড়ের মাঠ? মারবো মুখে লাত্থি। তুমি আমাকে তাই ভেবেছো? ওই ঘেন্নায় আমি রাস্তা চলার ঢঙ করি। এবার তা হলে তোমাকে অন্যভাবে দেখাবো।' গোগো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। হাত জোড় করে বলেছিল, 'অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি আবার আমাকে অন্য দলে ফেলো না।' সুনিলয়া বলেছিল, 'সতী কাদের বলে আমি জানি না। চালাকি আমার দু' চক্ষের বিষ। কাল দুপুরে একবার এসো, কিন্তু দেখো যেন এঁড়ে না লাগে। এখন থেকে বিজুদের (তার বারো বছরের মেয়ে) দিকে মনোযোগ দাও।' পরের দিন দুপুরে ছবি আঁকার মতোই ব্যাপারটা ঘটেছিল। মনে হয়েছিল গোগোর ভিতরটা বন্ধ গুহার মতো অন্ধকার হয়ে আছে। কেন? কোনদিন বুঝতে পারেনি। ফুরফুরি বউদি বলেছিল, 'মানুষ হয়ে জন্মানোর কী যন্ত্রণা বলো তো।' এই কথা বলে সে অলস ভাবে উঠে চলে গিয়েছিল। সেই একবারই কিন্তু গোগোর মনে হয়, সুনিলয়া সেই সময়েও রেগে ছিল। ও বন্ধুদের সব কথাই বলেছিল। ফুরফুরি বউদি দু' তিন বার এই

সন্ধ্যাকলি বনেও এসেছে।

তারক বললো, 'প্রতিমা ইজ ইন সাম্ ট্রাবল—দেয়ার ইজ্ সামথিং রঙ, এ্যান্ড দ্যাট'জ সামথিং ফিলজফিকাল।'

জহর বললো, 'শালা, তার চেয়ে বল্—।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই, তারক প্রায় ওর কবিতার ভাষায় বলে উঠলো, 'অবিশ্বাস্য এই আবির্ভাব!' ওর মুখ উত্তর দিকে ছিল, সেদিকে তাকিয়েই বললো।

সবাই সেদিকে তাকালো। প্রতিমা। শেডের টিনের দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে আসছে। যেন পা টিপে টিপে আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে পশ্চিমের রাস্তার দিকে। ঠোঁট টিপে হাসছে। লাল লতা পাতা ছাপানো শাড়ি, লাল জামা। বুক এগিয়ে, তারপরে উরু স্তম্ভ। ইচ্ছা না থাকলেও চলার ভঙ্গি নাচের মতো না, সতর্ক কবুতরের মতো। কপাল কিঞ্চিৎ ঢাকা, ডান দিকে এক ইঞ্চি সিঁথির আভাস। বাকী চুল পিছনে টেনে এক বিনুনি। ভাসা চোখ, টান ওপরের দিকে, কাজল ছাড়াই। নাক চোখা না, বোঁচাও না। ঠোঁট আঁকা না, মনে হয় আঁকা। ফরসা রঙের নিখুঁত গঠনের জন্যই শরীরকে উদ্ধত দেখায়।

'এ কি রে পিতিমে, আমি যখন তোকে আসতে বললাম, তখন তো এলি না?' কোরক বলে ওঠে।

প্রতিমা ঠোঁটের ওপর বাঁ হাতের তর্জনী রেখে ইশারা করে। তবু ভাঙা আর খোঁচা টিনের দেওয়ালে শাড়ির আঁচল আটকে যায়। টান দিতেই ফ্যাঁস। তবু পা টিপে টিপে জহরের গায়ের ওপর প্রায় ঝুপ করে পড়লো। ডান হাতের নোটবুকটা ছিটকে পড়লো কোরকের হাঁটুর কাছে। প্রায় দম বন্ধ স্বরে বললো, 'সরে যাও জহর, একটু বসতে দাও। রাস্তার দিকে আমাকে আড়াল করে বসো।'

ঘটনাটা খুবই আকস্মিক, তবু জহর তৎক্ষণাৎ ট্রলির একেবারে ধারে গিয়ে, পশ্চিমের রাস্তার দিকে মুখ করে বসলো। ওর চওড়া শরীরে প্রতিমা অনেকখানি আড়াল পড়ে গেল। জহরের সামনা সামনি ছিল তিমির। একে দেখাচ্ছে আকাশ থেকে পড়া বোকার মতো। সব থেকে ও-ই বেশি অবাক হয়েছে। ছড়িয়ে দেওয়া পা দুটো গুটিয়ে নেবার কথা ভুলে গেল। প্রতিমা বসলো ওর পায়ের ওপরেই। হাঁটুর নিচে দু' পায়ের ওপর প্রতিমার ভার রাখা রীতিমতো কঠিন মনে হলো। ও পা গুটোবার চেষ্টা করলো। প্রতিমা টের পেয়ে নিজের পশ্চাদ্দেশ একটু তুলে ধরলো। তিমির পা গুটিয়ে হাঁটু মুড়লো। প্রতিমা ওর হাঁটুতে শাড়ি খানিকটা গুটিয়ে তুললো। বললো, 'শালা, দিনের বেলা

এখানে কখনো আসা যায়? এই কোরক, তুই জহরের দিকে আর একটু সরে আয় না।'

কোরক জহরের আরো কাছ ঘেঁষে বসলো, শেডের দিকে মুখ করে। বললো, 'হয়েছে? আমার ইচ্ছে করছে চিৎকার করে বলি, তুই এখানে এসেছিস? আমাকে মিথ্যে বলেছিলি কেন?'

'সে তুই বুঝবি না কোরক। ওসব হচ্ছে সেকেন্ড সেকস্-এর রহস্য।' গোগো বললো।

প্রতিমা গোগোর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালো, বললো, 'এই গোগো, পেছনে লাগবে না বলে দিচ্ছি।'

তারক হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করলো। শব্দ করে ওর কাসি জড়ানো স্বরে ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে হাসতে লাগলো। কোরক ভুরু কুঁচকে তাকালো। জহর বললো, 'কী হলো রে, হেসে চলছিস কেন?'

তারকের হাসতে হাসতে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, এমনি ভাবে তিমিরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, একবার চেয়ে দ্যাখ্। ঠিক যেন বাপের সাঙা দেখছে। স্টোরি রাইটারের কী অবস্থা।'

তিমিরের দিকে তাকিয়ে সবাই হেসে উঠলো। তিমিরের মুখের অবস্থা তখনো আকাশ থেকে পড়া বোকা বোকা। প্রতিমা তিমিরের দিকে তাকালো না। সবাইকে হাসতে দেখে, তিমির গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো, কিছুটা উদাসও বটে। বললো, 'সবাই আমাকে ক্লাউন ভাবছিল, নাকি?'

'সে তো আমরা সবাই, কে নয়?' গোগো বললো, 'সব সৎ লোকরাই ক্লাউন, তারা কেউ স্পেশাল খেলোয়াড় না। কিন্তু তিমির এবার কিরণ হ। চাঁদের মুখে একটু হাসি ফোটা?'

তিমির গম্ভীর ভাবে বললো, 'বাজে বকিস্ না।'

কোরক গেয়ে উঠলো, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে...।'

প্রতিমা কোরকের হাঁটুতে একটা থাপ্পড় মারলো। কোরক তৎক্ষণাৎ সরে বসার উদ্যোগ করে চিৎকার করে উঠলো, 'এই দেখ, এখানে-এ-এএ...।'

তারক পিছন থেকে হাত বাড়িয়ে কোরকের মুখ চেপে ধরলো। জহর হেসে বললো, 'তুমি ঠিক বলেছো প্রতিমা, কোরক শালা বেজায় বিচ্ছু।'

তিমির পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলো। প্রতিমা বললো, 'তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাকে আবার নেপালী ভাষা শোনাচ্ছিল।'

গোগো বললো, 'সে-সব কাহিনী আমাদের শোনা হয়ে গেছে। তুমি যে এখানে এসে পড়েছো, তাতে আমরা সবাই খুশি।'

প্রতিমা চোখের কোণে একবার পিছনে বসা তিমিরকে দেখবার চেষ্টা করে বললো, 'একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছিলাম। তারপরে কী মনে হলো,

ভাবলাম, তোমাদের সঙ্গে একটু গেঁজিয়ে যাই। দিনটা বেশ সুন্দর।'

'মধুমাস, রবিবার, সকালবেলা।' তারক বলে উঠলো। তিমির কোরককে মারতে যাচ্ছিল, কোরক বললো. 'এমন একটা সকালে, দিকে দিকে পোয়েট্রি, আমাকে মারতে তোমার কষ্ট হবে না?'

প্রতিমা হেসে উঠে কোরকের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সত্যি?'

কোরকের মুখ থেকে তারক ইতিমধ্যে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল। কোরক হাসলো না, অনেকটা পিঠোপিঠি ভাই বোনের ঝগড়ার মতো ভঙ্গিতে বললো, তার আগে বল্, তুই আমাকে মারলি কেন?'

'তুই কি রেগে গেছিস নাকি?' প্রতিমা ঝুঁকে পড়ে কোরকের হাঁটুর ওপরে একটা হাত রাখলো, 'লেগেছে? সরি কোরক, দে একটু হাঁটু ডলে দিই।'

কোরক প্রতিমার হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, 'ওসব চলবে না।'

এক প্যাকেট সিগারেটের দাম দিতে হবে। ষাট পয়সা।'

'কী নচ্ছার ছেলেরে বাবা।' প্রতিমা সোজা হয়ে বললো, 'আচ্ছা দেবো যাবার আগে দিয়ে যাবো।'

কোরক জহরের গা ঘেঁষে, প্রতিমাকে ভালোভাবে আড়াল করে বসে বললো, 'গুড গ্যাল! কিন্তু এবার বল তো, তুই কী করে এদিকে চলে এলি? লেবেল ক্রসিং-এর মোড়ের কাছে রাস্তার অর্ধেক জুড়ে বেঞ্চি পেতে রতনরা বসে আছে, দূর থেকেই দেখেছি। ওদের সামনে দিয়ে—।'

'ওইটাই আসল কথা এখানে আসার।' প্রতিমা হাত তুলে বলে উঠলো। তিমির ছাড়া সকলের উৎসুক মুখের দিকে একবার দেখে নিয়ে বললো, 'রতনদের গ্রুপটাকে আজকাল দেখলেই কেমন লাগে। এদিকে তো রাজনীতি করছে. দাদাদের জন্য মিটিং অ্যারেঞ্জ করছে. ওদিকে ল'পড়া শুরু করেছে. ল' পাশ না করলে নাকি বড় লিডার হতে পারবে না। কিন্তু কী জঘন্য হয়ে উঠেছে। ও-রকম একটা ভদ্র পরিবারের ছেলে—।'

'ভদ্র পরিবার।' গোগো বাধা দিয়ে বলে উঠলো. 'এ-সব কথাগুলো ভুলে যাও। আমাদেরো সবাই ভদ্র পরিবারের সন্তান বলে. বাজে সংস্কার। আসল কথাটা বলো।'

প্রতিমা একটু অপ্রস্তুত হেসে বললো, 'তা ঠিকই বলেছো, ওটা একটা কুসংস্কারের মতো। আমি যখন ওদের কাছাকাছি হচ্ছিলাম, তখন ওদের জোর তর্ক হচ্ছিল। কী ব্যাপারে জানি না, রতন চিৎকার করছিল. লেনিনের ছবির পাশে গান্ধীজীর ছবি কেন রাখা হবে না? রাখলে দু'জনের ছবিই রাখতে হবে, না হলে কারোরই না। ও খুব একসাইটেড ছিল,' আমাকে দেখতেই পায়নি। এর পাশ থেকে জীবন ওকে কনুই দিয়ে খোঁচা দিতেই ও আমার

দিকে তাকালো, তারপরেই একেবারে চুপ। ওয়ারকারস রেস্টুরেণ্টের ভেতরে দেখলাম, দীপ্তি অলকারা দু'তিনজন বসে আছে। রতন প্রথমে ঠিক বুলডগের মতো আমার দিকে তাকালো, তারপরেই হেসে বললো, প্রতিমা কোথায় চললে? ও ভালোই জানে, কলেজে পড়ার সময় থেকেই ওর সঙ্গে আমার বনিবনা নেই—।' প্রতিমা কথা থামিয়ে চোখের কোণে একবার তিমিরকে দেখে নেবার চেষ্টা করে।

'বলে যা, তিমিরের সঙ্গেও রতনের কোনোকালে বনিবনা ছিল না।' কোরক বলে উঠলো।

জহর বললো, 'আমাদের কারোর সঙ্গেই রতনের কোনোদিন বনিবনা ছিল না। সেটা রাজনীতির জন্য না, ওর চরিত্রের জন্য। পারফেকট শয়তানের চরিত্র বলতে যা বোঝায় ও তাই। আমাদের সঙ্গে কথা বলে, যেন আমরা ওর চাকর বাকর। লিডর? ও তো এখনই একটা পাক্কা বুরোক্রাট, আরো বড় লিডর হলে কী চেহারা দাঁড়াবে ভাবাই যায় না। ওর নীতি হচ্ছে, যা দরকার, আর যা খুশি, তা করতেই হবে। তার জন্য ঠ্যাঙাড়ে হতে হলে তা হবে, আবার গু খেতে হলেও খাবে।'

'বাট রতন ইজ নট এ ব্যুরোক্রাট ওনলি, রাসকেল ইজ এ জেরণ্টোক্রাট।' তারক বললো।

প্রতিমা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'জেরণ্টোক্রাট আবার কী?'

'ঘাড়ে রোঁয়া ওঠা বুড়ো শালিক।' তিমির বললো তারকের দিকে তাকিয়ে, 'তাই তো রে তারক, না কী?'

'ইয়েস!' তারক বললো, 'আমার খুব অবাক লাগে, রতনটা এই খাতিয়াল বুড়োমিটা পেলো কোথা থেকে। বুড়োরা জোয়ানদের মাথায় চেপে থাকবে, নিজেদের সব সময় বড় নেতা, সব কিছুতে বড় মনে করবে, এই জেরণ্টোরাসি ওর মধ্যে এলো কী করে? বড় বড় কথা, বড় বড় উপদেশ, সর্দারি। এর পরেও ওভাবে আমরা ওর সঙ্গে মানিয়ে চলবো?'

গোগো বললো, 'কেউ আমাদের মাথার দিব্বি দেয়নি। ও হচ্ছে চেঙিগস-খানের উত্তরসাধক। তবে তারক তোকে ধন্যবাদ। ডাণ্ডিওয়ালাদের থেকে তোর ইংরেজি জ্ঞানটা বেশি।'

'বীস্ট!' তারক ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো।

সকলের হাসির মধ্যে প্রতিমার হাসিটাই বেশি ঝংকার দিল। ও ভয় পেয়েই যেন তৎক্ষণাৎ নিজের মুখে হাত চাপা দিল। জহর বললো, 'তবে জেরণ্টোক্র্যাসি যে কী বস্তু, সেটা আমি রোজ টের পাই আমার অফিসে। আমার ওপরওয়ালা বসরা—।'

'থাম জহর, প্রতিমার কথাটা শুনতে দাও।' কোরক বলে উঠলো, 'বল

পিতিমে, তারপর?'

প্রতিমা জহরের ঘাড়ের পাশ দিয়ে মাথা তুলে একবার পশ্চিমের রাস্তার দিকে দেখে নিয়ে বললো, 'আমি তো জানি রতনের ও কথা জিজ্ঞেস করবার মানে কী। একটু আমার পেছনে লাগা। ও ভালোই জানে, ওর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না। অমনি আমার মাথায়ও একটু বদমাইসি বুদ্ধি খেলে গেল। বললাম, একটু কল্যাণবাবুর কাছে যাচ্ছি। ও আর ওর বন্ধুরা সবাই অবাক হয়ে গেল। রতন কল্যাণবাবুর কাছে ল' পড়া শেখে। জিজ্ঞেস করলো, কল্যাণবাবুর কাছে? কেন? আমি চলে যেতে যেতেই হেসে বললাম ল' পড়বো ভাবছি। রতন বলে উঠলো, ল'? আমি কোনো জবাব দিলাম না। রতন হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, প্রতিমা তাহলে তুমি আর আমি এখন এক পথের পথিক। আমি কোনো কথা বললাম না, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কল্যাণবাবু তো লেবেল ক্রসিং-এর ওপারে থাকেন! মনে পড়তেই আমি ডান দিকে টার্ন নিলাম যাতে ওরা ভাবে আমি সত্যি কল্যাণবাবুর বাড়িতেই যাচ্ছি। রতন পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলো, কিন্তু প্রতিমা মনে রেখো বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। শুনেই আমার মেজাজ গেল বিগড়ে, অমনি আমারো পায়ের গোড়ালি চুলকে উঠলো। আমি পায়ের থেকে শাড়ি একটু তুলে এক পায়ের স্যান্ডেল খুলে পেছন করে আর এক পায়ের গোড়ালি চুলকে নিলাম।'

'টপ! তার মানে লাত্থি দেখালি?' কোরক বলে উঠলো, ঝুঁকে পড়ে বললো, 'পিতিমে, তোর পায়ের ধুলো দে।'

প্রতিমা ওর অলংকারহীন ঘড়ি পরা বাঁ হাত এগিয়ে দিয়ে বললো, পায়ের ধুলো দিতে পারবো না, হাতের পিঠে একটা চুমো খেতে পারিস।'

কোরক বললো, 'তা-ই দে।' বলে প্রতিমার হাত টেনে হাতের পিঠে শব্দ করে চুমো খেল।

গোগো বলল, 'রতন কি লাত্থি দেখানোটা বুঝতে পেরেছিল?'

প্রতিমার ভাষা ভাষা ওপর টানা চোখে হাসির সঙ্গে উত্তেজনার ঝলক, বললো, 'নিশ্চয়ই, তা না হলে আর মজাটা কোথায়? সেইজন্যই চিৎকার করে রতন বললো, ওই পায়ে ঘুঙুর পরাবো।'

'তা হলে আমরা সবাই তোমার হাতে চুমো খাবো।' গোগো বললো।

প্রতিমা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'খাও।'

প্রথমে গোগো, তারপরে তারক, তারপরে খুব তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরিয়ে জহর। প্রতিমা হাতটা ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছন দিকে বাড়িয়ে দিল। তিমির উদাস থাকার চেষ্টা করলো। প্রতিমার হাত না ধরে মুখ নামিয়ে নিয়ে এলো। গোগো বলে উঠলো, 'উঁহুঁহুঁ, এখানে ঠোঁটে হাতে না, ঠোঁটে ঠোঁটে। আমরা না হয় মুখ ঘুরিয়ে রাখছি।'

'তা কেন হবে?' প্রতিমা ভুরু কুঁচকে প্রতিবাদ করলো, 'এখানে পৃথক কিছু হবে না। সকলের সমান।'

কোরক বলে উঠলো, 'ঠিক বলেছিস পিতিমে। এখন আমরা পঞ্চ পাণ্ডব, তুই দ্রৌপদী।' তিমির সব থেকে আলগোছে প্রতিমার হাতের পিঠে ঠোঁট ছোঁয়ালো। গোগো বলে উঠলো, 'আহ, লাগেনি তো প্রতিমা?'

সবাই হেসে উঠলো। প্রতিমা চোখের তারা ঘুরিয়ে, নাক কুঁচকে বললো, 'একটু।' তারপরে কোরকের দিকে ফিরে বললো, 'কোরক, কথাটা তুই মন্দ বলিস নি। কিন্তু এই সন্ধ্যাকালি বনে তোরা পঞ্চপাণ্ডব হতে পারবি না, আমিও দ্রৌপদী হতে পারবো না। হলে বোধ হয় ভালো হতো।' প্রতিমার মুখ গম্ভীর হলো। কিংবা বিষণ্ণ হলো ওর সুন্দর মুখ। বাঁ হাতের কনুই রাখলো তিমিরের হাঁটুর ওপরে।

তিমিরের মুখে অপরাধের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। একটু আবেগও তার সঙ্গে। ও প্রতিমার হাতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। তারপরে সিগারেটে টান দিল। প্রতিমা বললো, 'আমি কিন্তু সত্যি বলছি, ঠাট্টা না।' ওর দৃষ্টি তারকের মুখ থেকে গোগোর মুখে পড়লো, 'দ্রৌপদী হয় তো হওয়া যাবে না। কিন্তু আজকাল আমি দেখছি, লাইফ ইজ্ এ টোটাল এ্যাবসার্ড। আমরা যা নরমাল মনে করি তা কিছুই হবার নয়।'

'নরমাল? হোয়াট ইজ্ দ্যাট? নরম্যাটিভ? দ্যাট ইজ্ এ গ্রেট লাই।' তারক ওর খোঁচা মুখটা যেন শূন্যে ঠুকে বললো।

গোগো বললো, 'কোরক আসার পরে তোমার কথাই হচ্ছিল। ওরকম যেন কী বলছিলি?'

প্রতিমা ইজ্ ইন্ ট্রাবল? 'আর—আর কী যেন?'

'এ্যান্ড দ্যাট'জ সামথিং ফিলজফিকাল।' জহর পশ্চিমে রাস্তার দিকে মুখ রেখেই বললো। প্রতিমা তারকের দিকে তাকালো। তারক হাসলো. বললো, 'হ্যাঁ, আমি তাই বলছিলাম।'

'কিন্তু ওসব ফিলজফি টিলজফি আমি জানি না। প্রতিমা বললো. 'রিয়ালিটির কোনো ফিলজফি আছে কী না. আমি বুঝি না। আমি রতনকে একলা দোষ দিয়ে কী করবো? বাড়ির লোকদের সঙ্গেই বা আমার কী রিলেশন? আমি বাড়ির কথা মেনে চলতে পারছি না। তারা আমাকে অবিশ্বাস করে—মানে খারাপ ভাবে। এম-এ পাশ করার কোনো অর্থ নেই, অলরেডী এক বছর নষ্ট হয়ে গেছে। ত ছাড়া পড়তে আমার ইচ্ছাও করে না।' বলতে বলতে ও হঠাৎ থামলো, তারপরে, কোরকের পায়ের কাছ থেকে ডান হাতে নোট বইটা তুলে নিয়ে বললো. 'যাক্ গে, এ সব বলা, একটু আগেই কোরককে বলছিলাম, একঘেয়ে বাজে কথা। আসলে, আই হেট্ টু লিভ।'

সকলের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তিমির প্রতিমার বাঁ হাতের ওপর নিজের ডান হাত রাখে, আস্তে একটু চাপ দেয়। প্রতিমার নাকের পাটা কাঁপছে। চোখ ছলছল করছে। তিমিরের দিকে না ফিরে বললো, 'তুমি আমাকে আজ ভুল বুঝছো, আমিও তোমাকে কাল ভুল বুঝতে পারি, আবার আমরা সেটা মিটিয়েও নিতে পারি। কিন্তু এটা কী হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। দিনকে দিন আমি ক্যালাস্ হয়ে যাচ্ছি। কী করবো কিছু বুঝতে পারি না। অথচ কেনই বা সব মেনে নিচ্ছি তাও জানি না। রাগে ঘেন্নায় মরে যাচ্ছি। সব থেকে খারাপ, আমি খারাপ হয়ে যেতে পারছি না, একেবারে বয়ে যাওয়া যাকে বলে।'

তিমির ডান হাত প্রতিমার কাঁধে রাখলো, আস্তে একটু চাপ দিল। কেউ-ই ঠিক কারোর দিকে তাকিয়ে নেই। তিমিরের দৃষ্টি প্রতিমার কাঁধের ওপর। প্রতিমা নোটবুকের প্লাস্টিক মলাটের ওপর আঙুল ঘষছে। বাকীরা এক-একজন এক-একদিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রতিমা আবার বললো, 'আজকাল রাস্তায় বেরোলে আমার কেমন গা ছম্‌ছম্ করে।' বলেই হেসে উঠলো, স্বর বদলিয়ে বললো, 'দূর্ ছাই, এসব কথা বলার কোনো মানে হচ্ছে না। তিমির, তুমি আর আমি একতারা নিয়ে বোষ্টম বোষ্টমী হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়?'

প্রতিমার এ-রকম আচমকা হাসি ও কথায় সকলেই চকিত হলো, হাসলো। গোগো বললো, 'কিছুই হয় না. তোমাদের পেছনে পেছনে আমাদের থাকতে হবে। তা না হলে বোষ্টমটাকে মেরে বোষ্টমীটাকে নিয়ে কে কখন হাওয়া দেবে।'

'দিলেই হলো?' প্রতিমা ঘাড় বাঁকিয়ে বললো. 'আমরা কি শহরে থাকবো নাকি? চলে যাবো রিমোট্ ভিলেজে. থাকবো গাছতলায়।'

জহর বললো, 'বোষ্টমী লুট করার আরো সুবিধে। শহরে থাকলে যাও বা একটু হৈচৈ হবে, রিমোট্ ভিলেজে তাও হবে না, কিন্তু ভিলেনরা সেখানেও আছে।'

'তা হলে—।' প্রতিমা একটু ভেবে বললো. 'বেস্ট হচ্ছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। আমার শরীরটাকে নিয়ে যতো ঝামেলা তো? বিলিয়ে দেবো যে চাইবে।'

তারক বললো, 'সত্যি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। দিস ইজ্ দ্য সিম্পটম্‌স্ অব এ্যাংগার।'

'বেঁচে থাক্ তারক।' গোগো বলে উঠলো, 'কিছুক্ষণ আগের থেকে তুই এক একটা দারুণ কথা বলে যাচ্ছিস। জোয়াব নেই মাইরি।'

কোরক বললো. 'দ্যাখ্ পিতিমে, এতক্ষণ তুই যা বললি, রাগ ঘেন্না ভয়,

আসলে এর জবাব হলো, এ তিন থাকতে নয়। এগুলো ত্যাগ করে এখন আমাদের উচিত জামা কাপড় খুলে ফেলে শহরের ওপর দিয়ে দিনের বেলা হেঁটে যাওয়া।'

'ঠিক বলেছিস, হাতে হাত দে।' প্রতিমা কোরকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

কোরক প্রতিমার হাতটা জোরে চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিল। গোগো বললো, 'খবর পেলে ফুরফুরি বউদি সকলের আগে এসে জয়েন করবে।'

সবাই হেসে উঠলো। প্রতিমা বললো, 'ফুরফুরি বউদিই লিড করবে।' বলেই ও তিমিরের দিকে ফিরে বললো, 'বিকালে আমি বেরোবো, সন্ধ্যের অন্ধকার হলে এখানে আসবো।'

'এখানে?' তিমিরের চোখে এতক্ষণে খুশির ঝলক দেখা দিল।

কোরক বললো, 'তোদের অসুবিধে হলে আমরা খানিকক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরে আসব।' 'শালা,' তিমির বললো।

প্রতিমা বললো, 'তার দরকার হবে না। কিন্তু এখানে আমার সত্যি একটা সন্ধ্যাকলি গাছ লাগাতে ইচ্ছে করে।'

'গরুতে খাবে।' গোগো বললো।

প্রতিমা বললো, 'আজ্ঞে না, আর্টিস্ট, সন্ধ্যাকলি গাছ গরুতে খায় না। জহর বললো, 'তা হলে লাগিয়ে দাও এবার। অনেকদিন ধরে তো বলছো।'

তিমির যেন মুগ্ধ চোখে চারদিকে তাকিয়ে বললো, 'দারুণ মনে হচ্ছে। এখানে চারদিকে সন্ধ্যাকলির ঝাড়, বিকেল পড়তে না পড়তেই ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে, সন্ধ্যে নামতেই গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। লাল হলুদ শাদা সন্ধ্যাকলির গন্ধ।'

'সেই সঙ্গে রমণী বৃক্ষের গা থেকেও গন্ধ আসছে।' গোগো বলে: 'তিমির আর প্রতিমা তখন এই বনে শুয়ে থাকবে।'

'অথবা গোগো আর ফুরফুরি বউদি।' জহর বললে।

তারক বলে উঠলো, 'নগ্ন মিছিলের থেকেও অবাস্তব সেই ফুল বাগিচা।'

প্রতিমা বললো, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'এক মত।' কোরক বললো, 'তারকের কথাটা কবিতার মতো। ও লাইনে একটা কবিতা লিখো।'

প্রতিমা ওঠবার উদ্যোগ করে বললো, 'আমি এবার উঠি।'

'দাঁড়াও।' জহর পশ্চিম মুখে সোজা হয়ে বসে বললো, 'রতন শালা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এদিকে দেখছে, সঙ্গে আরো দু'জন।'

কোরক তৎক্ষণাৎ মাঝখানটা আড়াল করে বসলো। তিমির বললো, 'তার মানে ওরা কল্যাণবাবুর বাড়ি গেছলো, সেখান থেকে ঘুরে এদিকে এসেছে।'

প্রতিমা বললো, ‘সন্দেহ করেছে আমি এখানে এসেছি। তাই দেখতে এসেছে।’

‘সো হোয়াট?’ তারক বললো, ‘তোমার কি এখানে আসা বারণ? ওরা দেখলেই বা কী আসে যায়?’

গোগো জবাব দিল, ‘পেছনে লাগার সুবিধে হয়, আওয়াজ দেওয়ারও।’

‘ঠিক বলেছো।’ প্রতিমা বললো, ‘ওরা কি এখনো দেখছে?’

জহর বললো, ‘হ্যাঁ, দেখছে কিন্তু বুঝতে পারছে না। এদিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। আমি একটা সিগারেট ধরাই।’

কোরক বললো, ‘আমাকেও একটা দাও।’

‘চলে যাচ্ছে।’ তারক বললো, ‘ওদের দিয়েই বোঝা যায়. লজ্জা ঘেন্না ভয় তিন থাকতে নয়।’

কোরক বললো, ‘সব কিছুর আগে ওই নয়-টা দরকার।’

প্রতিমা বললো, ‘চলে গেছে?’

জহর বললো, ‘গেছে. কিন্তু তুমি কোন্ দিকে যাবে?’

‘আমি এই শেডের ওপাশে রেললাইন দিয়ে চলে যাবো, ক্রসিং গেটের দিকে আর যাবোই না।’ প্রতিমা বলেই উঠে দাঁড়ালো। যে-ভাবে এসেছিল সেইভাবেই শেডের টিনের দেওয়াল ঘেঁষে উত্তর দিকে গেলো, তারপরে পুব দিকে মোড় নিয়ে আড়ালে চলে গেল। সন্ধ্যাকলি বনের সবাই সেদিকে দেখলো. তারপরে তিমির ছাড়া সকলেই পশ্চিমের রাস্তার দিকে তাকালো। তৎক্ষণাৎ কেউ কোনো কথা বললো না। প্রতিমার আসা এবং চলে যাওয়া যেন কোথায় একটা ছেদ টেনে দিয়ে গেল।

গোগো প্রথম বললো। ‘বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো আরো লাল হয়ে উঠেছে।’

ওপারে. ছাইগাদার দক্ষিণ কোলে, যেখানে পাশাপাশি কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। গাছে একটিও পাতা নেই. সবই ফুল, সবাই তাকালো. কেউ কোনো জবাব দিল না। গোগো আবার বললো. ‘নগ্ন মিছিলের থেকেও অবাস্তব সেই ফুল বাগিচা। কিন্তু কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলোকে দেখে তা মনে হচ্ছে না। ওদের চেহারাও নগ্ন মিছিলের মতো দেখাচ্ছে।’

ঠিক সেই মুহূর্তে, ছাইগাদার পিছনে. বাজারের দোতলা শ্যাওলা ধরা ঘর-গুলোর একটা ছাদের ধারে এসে দাঁড়ালো একটা খালি গা ছেলে। ময়লা হাফ-প্যান্ট পরা। দূর থেকে বোঝা যায় না, প্যান্টটা ছেঁড়া কী না। প্যান্টের মাঝখানটা ফাঁক করে ধরলো। অঙ্গের কিছুই দেখা গেল না। একটু সরু জলের ফোয়ারার মতো প্রস্রাবের ধারা গোল হয়ে নামতে লাগলো। রোদে চিকচিক করছে।

কোরকের প্রথম চোখ পড়লো সেদিকে। বললো, ‘এখন ঝাঁঝরি থেকে জলধারা নামে পৃথিবীর বুকে।’

এবার সকলেরই চোখ পড়লো। দেখা গেল ছাদের এক কোণে একটা বটের ছায়া পড়েছে। সেখানে আরো কয়েকটি খালি গা ছেলে বসে রয়েছে।

‘এবং আমাদের মুখে।’ জহর হেসে বলে উঠলো।

তারক ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, ‘পুঁচকেগুলো ওখানে রোজ কী করে? তাশ খেলে, না?’

‘ওরা পুঁচকে?’ গোগো বলে. ‘ওরা তোকে গর্ভবতী করতে পারে।’

ছেলেগুলো যে-ছাদের কোণে বটের ছায়ায় বসে আছে, তার দুদিকে দুটো দেওয়াল। ইঁট বের করা শ্যাওলা ধরা দেওয়াল দুটো, আরো উঁচু দুটো ঘরের মাথায় এ্যাসবেস্টারের চাল। দেওয়াল দুটো বাজারের দিক থেকে ওদের আড়াল করে রেখেছে। সন্ধ্যাকলি বনের সবাই ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ওদের সকলের বয়স প্রায় দশ থেকে শুরু। সব থেকে যে বড়, সে তেরো। বোদা তার নাম। বাঁ হাতে ছোট তাশের পেটি। ডান হাত দিয়ে নড়বড়ে নরম বাঁকা সিগারেটে টান দিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। যে ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে পিছনের খাল নর্দমায় প্রস্রাব করছিল, সে এসে বোদার ডান পাশের খালি জায়গায় বসলো. হাত বাড়িয়ে বললো, ‘এটা আমার টান্ দে।’

‘শালা লেলো আবার ইংলিশ বলে. আমার টান্।’ বোদা বললো ওর বাঁ দিকের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে।

লেলো বললো. ‘ওই ফাঁকে আর একটা দম দিয়ে নিলি, মাক্খিচুষ.’ বলে সিগারেটটা বোদার হাত থেকে টেনে নিল। দু’ হাতে আলতো করে টেনে. ময়লা ভেজা বাঁকা সিগারেটটা সোজা করলো। দু’ আঙুলে ধরে জোরে টান দিল। ঠোঁট ছুঁচলো করে ধোঁয়া ছেড়ে ওর ডান দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ‘নে চানা। বোদা তাশ বাট।’

চানা সিগারেট নিয়ে গাঁজার টানের মতো শব্দ করে টেনে ঢোঁক গিললো। একটুও ধোঁয়া না ছেড়ে, ওর ডান দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দম বন্ধ স্বরে বললো, ‘লে ধরমিন্দর।’

‘তোর বাবা ধরমিন্দর।’ বলে ডান পাশের ছেলেটি সিগারেটটা নিল। দু’ আঙুলে আস্তে আস্তে টিপে নিয়ে ঠোঁটে চেপে টান দিল।

সবাই হাসলো। বোদা বললো, ‘চানা, তুই শালা পদাকে ধরমিন্দর বলিস কেন?’

পদা সিগারেটটা ওর ডান দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো. ‘ধরমিন্দর ওর

বাবা যে। নে গৌরা।'

চানা বয়স্কদের মতো কাশি জড়ানো স্বরে হেসে বললো, 'আমার বাবা ধরমিন্দর হলে আমার বুকে বকলস্ থাকতো, আর পিঠে বই। গাড়ি চেপে ইস্কুলে যেতাম।' বলে মাথা ঝাঁকিয়ে শব্দ করে তুড়ি মারলো, 'তোদের এই বাবুরবাড়ি আসতাম না।'

ছাদের এই জায়গাটার নাম দিয়েছে ওরা 'বাবুরবাড়ি'। বাইরের লোক-জনের সামনে যখন এখানে আসার কথা বলে, তখন এই নামে বলে, 'আমি এখন বাবুরবাড়ি যাচ্ছি।' ওরা বুঝতে পারে, অন্য লোকে বুঝতে পারে না। এমন ভাবে বলে, শোনায় যেন কোনো বাবুর বাড়িতে কাজে যাচ্ছে। বাবুর-বাড়িতে আসার বা ওঠবার কোনো সিঁড়ি নেই। দক্ষিণের বটগাছের ধারেই টিনের চালের একটা ঘর আছে। সেই চালে উঠে বটগাছে ওঠে। বটগাছ থেকে এ্যাসবেস্টারের উঁচু চালে। সেখান থেকে লাফিয়ে নামে। এ্যাসবেস্টারের চালে ওঠবার সময় দেওয়ালের ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট হাত-পা ঢুকিয়ে বেয়ে বেয়ে ওঠে।

'আর আমি ধরমিন্দর হলে মাকড়ি নিয়ে মজা করতাম।' পদা বাঁ হাতে ঘুঠি পাকিয়ে গুঁজে দেওয়ার ভঙ্গি করে বললো।

বোদা গৌরার হাত থেকে প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা নিয়ে বললো, 'হায় হায়, পদা মাকড়ি নিয়ে মজা করতো। সিনেমাতে যে-রকম বড় বড় মাকড়ি থাকে, সেইরকম?'

পদা ছাড়া সবাই হেসে উঠলো। মাকড়ি মানে মেয়ে। সাইকেল রিকশা-ওয়ালা আর বয়স্ক ভিখারিদের কাছ থেকে কথাটা ওরা শিখেছে। এ-রকম অনেক কথাই ওরা শিখেছে। আবার দরকার হলে নিজেরাও কথা তৈরি করে নেয়। বাবুরবাড়ির মতো।

লেলো বললো. 'রেণুর মতন মাকড়িও তো আছে।'

সবাই হেসে উঠলো। পদা ঝুঁকে পড়ে হাত তুলে লেলোকে মারতে গেল। লেলো চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। পদার চাঁটি পড়লো লেলোর হাঁটুর ওপরে। লেলো শুয়ে শুয়েই হাসতে লাগলো। রেণু একটা আট দশ বছরের মেয়ে। বাজারের আশেপাশে, রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায়। রেণুর মাও ভিক্ষে করে। রাস্তার ধারে একটা গাছতলায় বসে। সেখানেই রেণুদের সংসার। পদা মাঝে মাঝে ভাইবোন সেজে রেণুর সঙ্গে ভিক্ষে করে বেড়ায়। যা পাওয়া যায়, আধাআধি ভাগ হয়। রেণু প্রায় কংকালের মতো রোগা। ভালো কাঁদতে পারে। ওকে নিয়ে বেরোলে একেবারে খালি হাতে কখনো ফিরতে হয় না।

পদা বললো, 'দ্যাখ্ বোদা, মনে করিস না তুই খালি বড় হয়েছিস। সাত দিন আগে শালা তোর মতন আমিও বড় হয়েছি।

সত্যি কথা। বোদার বয়স তেরো। পদার বারোর কম না। ওরা ওদের কৈশোরের যৌবনোদ্গমের কথা বলছে। এই বয়সে যৌবনোদ্গমেই যে বড় হওয়া, এটা ওরা জেনেছে বড়দের কাছেই। বড়রা কেউ রিকশাওয়ালা, কেউ ভিখিরি, বাজারের ফড়িয়া, কুলি, দরোয়ান। যাদের সঙ্গে ওদের মিশতে হয়। যাদের হুকুম পালন করতে হয়, ফাই ফরমায়েস খাটতে হয়। তা না হলে এ এলাকা থেকে মেরে ভাগিয়ে দেবে।

বোদা বললো, 'আমি কি বলছি, তুই বড় হোসনি? তবে যা, মাকড়ি নিয়ে মজা মারতে যা।'

'ধরমিন্দর হলে তাই যেতাম রে শালা।' পদা বললো, 'কিন্তু চানা যদি আমাকে ফের ধরমিন্দর বলে, মেরে ভট্‌টা করে দেবো।'

চানা বললো, 'আর তুই যে শালা আমাকে নিশি পোদ্দার বলিস, তার বেলা?'

পদা প্রায় খয়েরি ছোপ ধরে যাওয়া দাঁতগুলো দেখিয়ে হাসলো। নিশি পোদ্দার একজন বড় ব্যবসায়ী, আড়তদার। ব্যবসায়ী মহলে তার খুব খাতির। সকলেই তাকে বিশেষ রেয়াত করে চলে। চানা মাঝে মাঝে নিশি পোদ্দারের আড়তে খুচরো কাজ করে। ঝাঁটপাট দেয়, দরকার হলে রাতবিরেতের অন্ধকারে চোরাই মাল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে দেয়। কখনো কখনো মাল টানা রিকশা চালিয়েও ভারি ওজনের মাল আনা নেওয়া করে। ও প্রায়ই বলে, 'আমি নিশি পোদ্দারের মতন আড়তদার হতে চাই।'

পদা বললো, 'তুই নিজেই তো বলিস নিশি পোদ্দার হবি।'

'আর তুই যখন পোজ্‌ মেরে বলিস, আমি ধরমিন্দর?' চানা পাল্‌টা জিজ্ঞেস করলো।

গোরা এই প্রথম বেশ ভারিক্কি চালে বললো, 'এই, তোরা মাইরি আপষে লড়ছিস। বোদা তাশ বাট।'

বোদা এক চিমটি কাগজে জড়ানো এক টুকরো অঙ্গারের মতো সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দু' হাতে তাশ ফ্যাটাতে লাগলো। তাকালো চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা লেলোর দিকে। ওর বোতাম খোলা প্যান্টের ফাঁকের দিকে তাকিয়ে; ঝুঁকে পড়ে কনুই দিয়ে খোঁচা মারলো, বললো, 'এই শালা, সব সময় পাম্‌সু দেখাবে। বন্ধ কর না।'

লেলো লাফ দিয়ে উঠে বসলো। ফাঁকটা টেনে বন্ধ করবার চেষ্টা করে বললো, 'বোতাম নেই তো কী করবো? কালী দরজিটাকে এত বলি, বাবু দিন না একটা বোতাম লাগিয়ে, দেয় না। এই দ্যাখ্‌। একটা বোতাম সেদিন রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি, কালী দরজিকে দেখিয়েছি। তবু দিতে চায় না, ভাগিয়ে দেয়। তার চেয়ে একটা সেপ্‌টিপিন কুড়িয়ে পেলে লাভ হত। পাই

না।' ও কোমরের কাছে, প্যান্টের সেলাইয়ের ফাঁক থেকে একটা কালো বড় বোতাম বের করে।

বোদা তাশ বাটতে থাকে। ময়লা, ধারগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া, স্যাঁৎসেতে ছোট মাপের তাশ। গায়ে গায়ে লেপটে থাকে। বোদাকে বারে বারেই আঙুলের ডগায় থুথু মাখিয়ে নিতে হচ্ছে। চানা বললো, 'কালী দরজির দোকানের সামনে একদিন হেগে রাখিস। তারপর নিজেই গিয়ে ধুয়ে দিস, তখন বোতাম লাগিয়ে দেবে।'

'আর দরোয়ান যদি দেখতে পায়, লেলোকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলবে।' গোরা বললো।

তাশ বাটা শেষ। সবাই তাশ উল্‌টো দিক ফিরিয়ে রাখে। তারপরে রঙ মিলিয়ে বলতে থাকে। মনোযোগের থেকেও উত্তেজনাই বেশি। কেউ কথা বলছে না। উলটানো তাশ খুব টিপে আস্তে চেপে ধরে, ঝটকা দিয়ে চিৎ করে দিচ্ছে, বলে উঠছে, 'লাগ্‌ শালা লাগ্‌।'...

ওরা সকলেই খালি গা। কারোর মাথায় বড় চুল, কারুর ছোট। বোদা, গোরা আর পদার মাথায় চুল বড়। ঘাড়ে কপালে বেয়ে পড়েছে। লেলো আর চানার ছোট, মাসখানেক আগে কাটা হয়েছে। তেলের কোনো প্রশ্নই নেই। নিকি তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্য করলে উকুনের চলাফেরাও চোখে পড়ে। সকলেই রোগা, কিন্তু নিতান্ত কংকালসার না। তবুও বসা অবস্থায় প্রায় সকলের পিঠই ডোঙার মতো দেখাচ্ছে। জন্মের পরে, ওদের কার কী রকম চোখ মুখ ছিল, বা গায়ের রঙ, এখন যেন ঠিক বোঝা যায় না। কেউ একটু বেশি মাথা চাড়া দেওয়া, কেউ কম। তাছাড়া ওদের হঠাৎ যেন আলাদা করা যায় না। চোখ নাক মুখ সবই প্রায় একরকম। গায়ের রঙ সকলেরই নর্দমার ধারে শুকিয়ে যাওয়া শ্যাওলার মতো। তার মধ্যে একমাত্র গোরার রঙটা একটু মাজা-মাজা। মরচে ধরা পিতলের মতো। প্রত্যেকের কোমরেই জড়ানো হাফ-প্যান্ট, দড়ি দিয়ে বাঁধা। কোনোটাই নিজেদের মাপের না। কারোর ঢলঢলে, কারো আঁটসাঁট ল্যাপটানো। একদা হয়তো কোনোটা খাকি ছিল, কোনোটা কালো বা সাদা বা ডোরাকাটা। এখন কিছুই বোঝা যায় না। ঘর মোছা ন্যাতার মতো রঙ। প্রত্যেকটাই তলি মারা, কোথাও কোথাও ছেঁড়া, নিচের দিকে সুতো ঝুলছে।

বোদা আর পদা এই শহরের ছেলে। বোদার বাবা একটা শুরকি কলে কাজ করতো। চার বছর আগে মারা গিয়েছে। ওর বাবারই একজন বন্ধু এখন মায়ের কাছে থাকে। সেও শুরকি কলে কাজ করে। সে বোদাকে ঘরে থাকতে দিতে চায়নি। না, ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছোট ভাই বোন দুটো আছে, তাদের তাড়ায়নি। পদা কোনোদিন ওর বাবাকে দেখেনি। মায়ের আরো পাঁচটি

ছেলেমেয়ে আছে। দু' বছর আগে একটি হয়েছে। দু' বছর আগেই ওর মা ওকে শেষবার মারতে মারতে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মা মাঝে মাঝে লোকের বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে। যখন কোনো লোক এসে মায়ের কাছে থাকে, তখন আর কাজ করে না। ছ' মাস, এক বছর অন্তর এইরকম ঘটনা। পদা মায়ের কাছে বরাবরই খুব মার খেতো। কিন্তু পরে যখন ও বুঝতে শিখলো, মায়ের কাছে লোক এসে থাকা মানেই, আর একটা ভাই বা বোনের জন্ম হওয়া, তারপরে লোকটার চলে যাওয়া, আবার ঝিয়ের কাজ ধরা, তখন থেকে মায়ের সঙ্গে ওর ঝগড়া লাগলো। ফলে মারখাওয়া বাড়লো। ফলে পদাও কামড়াতে খামচাতে আর মারতে শুরু করলো। তারপরে একেবারে বিদায়।

লেলো গোরা চানা বাইরে থেকে এসেছে। গোরা আর চানা যখন এ শহরে এসেছে, তখন ওরা পাঁচ ছ' বছরের ছেলে ছিল। মনেই করতে পারে না, কোথা থেকে এসেছে। কোনো স্টেশন বা গাছতলা থেকে, সেটা মনে করতে পারে না। কারণ ওদের বাবা মা ভাই বোন ছিল। এখানে কেমন করে এলো, জানে না। আর কখনো ফিরে যেতেও পারেনি। লেলো ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে এখানে এসেছিল বছর চারেক বয়সে। গ্রাম থেকে এসেছিল। মা মোটর গাড়ি চাপা পড়ে মারা গিয়েছে, শহরে এসে কয়েকদিনের মধ্যে। ওর আরো দুটো বোন ছিল। বাবা পাগলের মতো রাস্তায় ছুটে ছুটে লেলো আর বোন দুটোকে দেখিয়ে, লোকের হাতে-পায়ে ধরে ভিক্ষে করতো। সব থেকে ছোট বোনটা দু' বছর বাদে মারা গিয়েছিল। বছর তিনেক আগে, লেলো ভোর রাত্রে, স্টেশনের কাঠের সিঁড়ির নিচে ঘুম ভেঙে দেখলো, বাবা আর ওর পিঠোপিঠি বোনটা নেই। কোনোদিনই আর আসেনি।

গোরা খেলতে খেলতে, হাতের তাশ রেখে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। প্যান্টটা টেনে খুলে রেখে, দৌড়ে ছাদের পুব দিকের ধারে, পশ্চাদ্দেশ ঝুলিয়ে বসলো। ওর মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত দেখাচ্ছে। ও উপুড় হয়ে শ্যাওলা ধরা ছাদ খামচি কেটে আঁকড়ে ধরতে চাইলো।

বোদা বলে উঠলো, 'যাও শালা, রাত্রে আরো দরোয়ানের কাছে গিয়ে রুটি খাও, মরবি তুই।'

গোরার চোখ বোজা, মুখ তখনো বিকৃত। চানা উঠে এলো। গোরার কাছে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখলো, বললো, 'রক্ত।'

বোদা বললো, 'জানি, আমাকে বলেছে।'

পদা বললো, 'তবু শালা একবেলা পেট ভরে খেয়ে, ঘরের মধ্যে শোয়া যায়।'

বোদা বললো, 'হ্যাঁ, পেট ভরে খাও না যেয়ে, তারপরে ওইরকম হবে।'

চানা সরে এলো। ওরা সকলেই গোরার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওরা কেউ এখন হাসছে না।

আস্তে আস্তে গোরা সোজা হলো, কোঁকড়ানো শরীরটা সহজ হলো। ঘামছে। চোয়াল নরম হলো। চোখ খুললো। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

বোদা বললো, 'শালা, আবার যাস ময়লাখিরটার কাছে।'

গোরার হাসি মুখে লজ্জার ভাব। ঠ্যাং ফাঁক করে উঠে এলো। দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কয়েকটা বটের পাতা ছিঁড়ে নিল।

লেলো প্যাঁচ করে খানিকটা থুথু ফেলে, নাক কুঁচকে বললো, 'শালা গিদ্ধর।'

বাকীরা হাসলো। গোরা ছাদের ধারে গিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করে বললো, 'আমি গিদ্ধর, তুই নিজে বুঝি করিস না? জানিস, সাহেবরা জল দিয়ে ছোঁচায় না, কাগজ দিয়ে মোছে।'

ইতিমধ্যে বোদা আর পদার সঙ্গে চোখের ইশারায় কথা হয়ে গেল। গোরা এগিয়ে আসতেই, পদা ওর ছেড়ে রাখা প্যান্ট নিয়ে লাফ দিয়ে সরে গেল। গোরা রেগে চেঁচিয়ে উঠলো. 'ভালো হবে না বলছি পদা' বলে ও পদার দিকে ছুটে গেল।

পদা প্যান্টটা বলের মতো গুটিয়ে ছুঁড়ে দিল বোদার কাছে। বোদা সেটা লুফে নিল। লেলো আর চানা হাসতে লাগলো। গোরা ছুটে এলো বোদার কাছে। চানা লাফ দিয়ে উঠে একদিকে সরে গেলো। বোদা প্যান্ট ছুঁড়ে দিল চানাকে। চানা সেটা লুফে নিল। গোরা বোদার পিঠে একটা লাথি কষিয়ে বললো, 'তুই শুয়োর মতলব দিয়েছিস, আমি জানি।'

বোদা হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ে বললো, 'চানা. প্যান্টটা পেছনের খাল নর্দমায় ফেলে দে তো।'

গোরা ছাড়া সবাই হাসতে লাগলো। গোরা বললো, 'ফেলুক দেখি, চানার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো।'

'আমি বাপের নামই জানি না, মাইরি।' চানা বললো. আর পেছনের নর্দমার দিকে প্যান্ট ছুঁড়ে ফেলতে উদ্যত হলো।

গোরা চিৎকার করে উঠলো, 'চানা, ভালো হবে না বলছি। আমার আর একটাও প্যান্ট নেই। আমাকে ল্যাংটো হয়ে রাস্তায় নামতে হবে।'

পদা বললো. 'কেন রে গোরা, দরোয়ানের কাছ থেকে একটা চেয়ে নিস।'

গোরা চানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বোদা শুয়ে শুয়েই পুবের রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'গোরা, তোকে ওই রেল ধারের রাস্তার লোকেরা দেখছে।'

'তোর তো তাতে মজাই হচ্ছে, শালা খচ্চর কোথাকার।' গৌরা এই কথা বলে, চানার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে বললো, 'চানা, ভালো চাস তো এখনো দিয়ে দে, নইলে তোকে আমি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবো।'

গৌরা চানার কাছে পেঁছুবার আগেই, চানা প্যান্ট ছুঁড়ে দিল পদার দিকে। পদা লুফে নিল। গৌরা রেগে আগুন হয়ে উঠলো, চেঁচিয়ে চিৎকার করে একরাশ খারাপ গালাগালি দিল। তারপরে ও পদা আর চানা ছুটোছুটি আরম্ভ করলো। গৌরা ছাড়া সবাই হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতেই পদা ধরা পড়ে গেল। ওর হাতেই তখন দলা পাকানো প্যান্ট। ছুঁড়ে দেবার আগেই গৌরা ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুজনেই পড়ে গেল ছাদের ওপরে। পদা এত হাসছিল, জোর পাচ্ছিল না। গৌরা ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে, প্যান্টটা এক হাতে চেপে ধরলো। পদা তবু হাসতে লাগলো। গৌরা প্যান্টটা নিজের হাতে পেয়ে উঠে দাঁড়াতে যেতেই, বোদা ওর পেটে আঙুলের খোঁচা দিয়ে কাতুকুতু দিল। গৌরা দু'হাতে প্যান্টটা বুকের কাছে ধরে, হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করে দিল। এখন সবাই হাসছে। গৌরা হাসতে হাসতেই হাঁফ ধরা স্বরে বললো, 'বোদা, প্যাঁদাবো বলছি।'

বোদাও কাহিল হয়ে পড়লো। সকলেই হাঁফাতে হাঁফাতে হাসছে। গৌরা শুয়ে শুয়েই প্যান্ট দুই পায়ের ভিতর গলিয়ে নিল। বললো, 'আমিও চান্স পাবো, তখন দেখাবো।'

আস্তে আস্তে সকলেরই হাসি থামলো। সকলেই হাঁপাতে লাগলো। লেলো বললো, 'উহ্, আমার শালা তেষ্টা পেয়ে গেছে। যাই একটু জল পেঁদিয়ে আসি।' বলেও তৎক্ষণাৎ উঠলো না। শুয়েই রইলো, আর বোতাম ছাড়া প্যান্টের মাঝখানটা তেমনিই খোলা।

এখন সকলেই শুয়ে আছে। বোদা আর চানার গায়ে রোদ। তবু ওরা সরে গেল না। বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে বটের শুকনো পাতা উড়ছে। বটগাছ কখনো একেবারে ন্যাড়া হয়ে যায় না। তবু এই সময়ে কিছু পাতা শুকায়, ঝরে পড়ে। বটগাছটায় এখনো কিছু ফল আছে। শালিকরা ফলগুলো খাবার জন্য সারাদিন ভিড় করে থাকে। এখনো আছে। রাত্রে বাদুড়েরা এই ফল খেতে আসে। পাখীদের খাওয়া কয়েকটা ফল ছাদে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বাবুরবাড়ির অধিবাসীদের দৌড়ঝাঁপে কিছু থেতলে চটকে গিয়েছে। চানার গায়ে একটা পাতা ঝরে পড়লো, আবার বাতাসে উড়েও গেল। পদা গান ধরলো, 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি—।'

'অই শালা, চুপ।' গৌরা বলে উঠলো, 'এটা বাবুরবাড়ি। এখানে আমরা কেউ ভিখ মাগতে আসি না। যখন রেলগাড়িতে উঠবি, তখন গাইবি।'

চানা বললো, 'আমার তো শালা গাইতে গেলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু কী করবো, ভিখ্ মাগতে হলে গাইতে হবে।'

'তা নইলে লোকেরো মন গলে না, পকেটে হাত ঢোকাতে চায় না।' বোদা বললো।

লেলো বল্লো, 'ভিক্ষে চাইবার সময়, কেউ যখন শালা পকেটে হাত ঢুকিয়ে রোমাল বের করে, নয় তো সিগারেট, তখন কীরকম লাগে?'

পদা বললো, 'হাতটা মুচড়ে দিতে ইচ্ছা করে।'

সবাই হেসে উঠলো। গৌরা বললো, 'তাশ খেলা হবে না?'

বোদা বললো, 'ভাল লাগছে না। বলেই পাশ ফিরে চানার গায়ে হাত দিয়ে বললো, 'চানা, তুই সে গল্পোটা বল্ মাইরি, তোকে সেই বড় অফসর পুলিশের ধরা।'

'ভাগ্। বলেছি তো।' চানা বললো।

গৌরা গড়াগড়ি দিয়ে চলে এলো চানার কাছে, বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মাইরি চানা, সেই গপ্পোটা বল্। দারুণ টান্‌টেস্‌টিং।'

টান্‌টেস্‌টিং মানে ইন্টারেস্টিং। ওরা এইরকম উচ্চারণ করে, কিন্তু অর্থটা এক। যেমন টান্ মানে টারন্। এবার সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ চানা, বল্ মাইরি।'

চানা হেসে বললো, 'শালা, কতবার বলেছি, তবু তোদের মজাক যায় না। কী বলবো? সেই তো সকালবেলা মাল রিকশা চালিয়ে নিশি পোদ্দারের দু' বস্তা নুন নিয়ে যাচ্ছিলাম, হ্যাঁ? তো যেই না শালা ইস্টিসানটা পেরিয়েছি, অমনি একটা জীপগাড়ি আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। দেখি কি পুলিশের দারোগা। ডেরাইভারের পাশ থেকে নেমেই আমার কাছে ছুটে এলো। আমি ভাবলাম, শালা নিশি পোদ্দার বোধহয় নুনের বদলে চোরাই মাল চাপিয়েছে, সব বিলা হয়ে গেল। খেচে রড দেবো, তার উপায় নেই। জীপের পেছুন থেকে আরো তিনজন দারোগা নেমে এলো, একটাও কিন্তু সেপাই না। সবাই তো আমাকে এই মারে তো এই মারে। সব থেকে বড় দারোগাটা ইংলিসে কী সব বলছিল, আমি শালা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভয়ে ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেললাম, ওগো বাবু, আমি কিছু জানি না, সত্যি বলছি। (সবাই হেসে উঠলো।) কে কার কথা শোনে। তখন রাস্তায় লোক জমে গেছে। ইস্টিসানের কাছ থেকে সেপাই ছুটে এসে ঠাস্ করে সেলাম ঠুকলো। দারোগাগুলো কেউ আমাদের এখানকার থানার না। এখানকার সব দারোগা পুলিশকে তো চিনি। তারপর শালা সেপাইটা এসে দাঁড়াতেই, সব থেকে বড় দারোগা খুব চোটপাট করে বাংলায় বললো, এই ছেলেটাকে তুমি কেন মালের গাড়ি চালাতে দিয়েছ? জানো না, এইসব বাচ্চা ছেলের এরকম কাজ করা বেআইনি? সেপাইটা অমনি গুল্ মেরে দিল, ছেলেটা ইস্টিসানের সামনে দিয়ে আসেনি।

শালা দেখি ভয়ে কাঁপছে। (আবার সবাই হেসে উঠলো।) তো বড় অফসরটা গাঁক গাঁক করে বললো, এতটুকু ছেলেকে কে এই মাল গাড়ি চালাতে দিয়েছে, আমি এখুনি তাকে দেখতে চাই। এর তো দশ এগারোর বেশি বয়স না, এটা বেআইনি। বলতে বলতেই আমাদের এখানকার থানার ছোটবাবু এসে পড়লো। আমি তো শালা চোখের জল মুছেই যাচ্ছি। এসেই আমাকে জিগেস করলো, এই ছোঁড়া, এ কার মাল, কোথা থেকে আসছিস? গাড়ির লাইসেন কার? আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, নিশি পোদ্দারবাবুর মাল। ছোটবাবু সেপাইকে হুকুম দিল, যাও, তুমি নিশি পোদ্দারকে থানায় ডেকে নিয়ে যাও, আমি একে নিয়ে থানায় যাচ্ছি। উরে শালা, আমি অমনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম, ওগো দারোগাবাবু, আপনার পায়ে পড়ি। (সবাই হেসে উঠলো।) ছোটবাবু খেঁচিয়ে উঠলো, চুপ কর হারামজাদা, চ তোকে আজ—। অমনি বড় অফসর বললো, না না, ওকে বকবেন না, ওর কী দোষ, ও একটা গরীব ছেলে, পয়সার জন্য ও তো কাজ করতে চাইবেই। কিন্তু আমরা এরকম বেআইনী কাজ চলতে দিতে পারি না। বলে সবাই মিলে ইংলিসে কী সব বলতে লাগলো। তার পরে বড় অফসররা সবাই জীপে চেপে চলে গেল। আর ছোটবাবু একটা রিকশায় চেপে আমাকে হুকুম দিল, এই ছোঁড়া, খবরদার গাড়ি চালাবি না, হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে চল। আমি তো ভাবলাম, আজ পেঁদিয়ে আমার আটা ওড়াবে। আমি হাত জোড় করে কাঁদতে লাগলাম। ছোটবাবু আমাকে এই মারে তো এই মারে, বললো, জলদি থানায় চল। খবরদার রিকশায় উঠে চালাবি না, হাঁটিয়ে নিয়ে চল। (সবাই হেসে উঠলো। বোদা বললো, 'তারপর?') কী করবো, শালা হেঁটে হেঁটে গাড়ি নিয়ে এক মাইল ঠেঙিয়ে থানায় গেলাম। ছোটবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে। থানায় গিয়ে দেখি নিশি পোদ্দার এসে গেছে। যেই না শালা হেসে কপালে হাত ঠুকতে গেছে, ছোট-বাবু খেঁচিয়ে উঠলো, দাঁত ক্যালাচ্ছেন মোসাই? লজ্জা করে না, এই সব বাচ্চা বাচ্চা দিয়ে মাল টানাতে? জানেন, এটা বেআইনী কাজ? কার চোখে পড়েছে জানেন?—বলে ইংলিসে কী একটা বললো। অমনি নিশি পোদ্দার শালা মা কালীর মতন জিভ বের করলো, বললো, ছোটবাবু, কখনো তো এরকম হয়নি। আমাকে দেখিয়ে বললো, আর এই শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে পই পই করে বলি, গলি রাস্তা দিয়ে যাবি। হারামজাদারা কথা শোনে না, খালি বড় রাস্তা দিয়ে যাবে। বলেই শালা আমাকেই তেড়ে এলো। শালা একে তো গুল্ মারলো, গলি দিয়ে কক্খনো যেতে বলেনি, তার উপরে হারামিটা আমাকেই তেড়ে এলো। ছোটবাবু বললো, যান এবারের মতো ছেড়ে দিলাম। বাচ্চাদের দিয়ে এরকম বেআইনী মাল টানাবেন না, কেস্ খারাপ হয়ে যাবে। আমাকে বললো, এই ছোঁড়া হারামজাদা, আঠারো বছর বয়স হলে তারপরে মাল-রিক্সা টানতে

যাবি। আবার যদি কোনোদিন ফের দেখতে পাই, একদম লালবাড়ি পাঠিয়ে দেবো। যা ভাগ। উ র‍্যা শালা, হাতে বালা পরায়নি আমার বাপের ভাগ্যি। আমি বাঁই বাঁই দৌড়।'

সবাই হাসলো। চানাও হাসলো। গোরা বললো, 'সেটা বল্, পরে যখন নিশি পোদ্দারের কাছে পয়সা চাইতে গেছিলি।'

'শালা মাহা হারামি।' চানা বললো, 'আমাকে তেড়ে মারতে এসেছিল। কী খিস্তি মাইরি! বলে দুধের দাঁত পড়েনি, পয়সা চাইতে এসেছে। তোর জন্য আমি বে-আইনী কাজ করেছি, কত গুলা টাকা খসে গেল, আবার টাকা চাইতে এসেছে। আমিও শালা তেমনি, রাস্তার থেকে বললাম, আমার পয়সা দেবে না কেন? তো হারামিটা সিগারেট খাচ্ছিল, সেটাই আমাকে ছুঁড়ে মারলো। শালা নতুন ধরিয়েছিল সিগারেটটা। আমি সেটাই তুলে নিয়ে ফুঁকতে ফুঁকতে দে দৌড়।'

সবাই খ্যাল খ্যাল করে হেসে উঠলো। লেলো আর চানার সত্যি সত্যি এখনো সব সাবালক দাঁতগুলো ওঠেনি। বোদা বললো, 'চানা শালা খুব খচ্চর আছে। কিন্তু এটা যে বেআইনী আমি আগে জানতাম না, মাইরি।'

গোরা বললো, 'পদা, তোর সেদিন কী হয়েছিল, সেটা বল্।'

পদা কিছু বলবার আগেই সবাই হেসে উঠলো। চানা বললো, 'বল্ বল্ পদা, তুই সেই রেণুকে নিয়ে মাগতে গেছিলি।'

'হ্যাঁ।' পদা বললো, 'ইস্টিসানে মাগছিলাম, তো একটা লোক শালা খিঁচিয়ে উঠলো, কাজ করে খেতে পারিস না? আমি বললাম, আমরা তো বাবু বাচ্চা, কাজ করা বেআইনী, পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। উরে বাবা, লোকটা আমার মাথায় চাটি মেরে বললো, আর ভিক্ষে করা বেআইনী না? ওই বলে লোকজনদের ডেকে ডেকে বলতে লাগলো, দেখেছেন মোসাই, বদমাইসটা আবার লেকচার মারছে, আইন দেখাচ্ছে, আমি রেণুকে নিয়ে আস্তে আস্তে কাট।' সবাই আগের মতো হেসে উঠলো। পদা আবার বললো, 'শালা কক্ষনো ও কথা বলবো না। মাইরি। রেণুও আমার উপরে খাপ্পা হয়ে গেছলো।'

সবাই হাসলো, কিন্তু একটু খাপছাড়াভাবে। বাতাস বইছে। পাখীরা ফল খাচ্ছে আর ডাকাডাকি করছে। দু' একটা পাতা ঝরে পড়ছে। পাখীদের খাওয়া বটের ফল ওদের গায়ে এক-আধটা পড়ছে। ওরা খেয়াল করছে না।'

লেলো বললো, 'আমরা তা'লে কাজ করতে পারবো না? লোকে যে ডাকে বাড়িতে কাজ দেবে বলে?'

'সে তো চাকরের কাজ।' বোদা বললো, 'আমার শুনলে খুব রাগ হয়ে যায়। কেন চাকরের কাজ করতে যাবো?'

কেউ কোনো জবাব দিল না। বাতাস বইছে, বটের পাতায় পাতায় শব্দ

হচ্ছে।

গোরা বললো, 'ম্যাটিনীর দেরি আছে।'

'এখন ময়দান ফাঁকা।' চানা বললো, 'বেলা একটা থেকে মাগতে যাব লেলো! লেলো শব্দ ক'রে সাড়া দিল। চানা বলল, 'যা না, মুড়ির আড়তের পেছনের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দু'-চার মুঠো মুড়ি নিয়ে আয়।'

লেলো বললো, 'একলা যাবো না, একজনকে নজর রাখতে হবে। নইলে ধরা পড়ে প্যাঁদানি খেতে হবে।'

গোরা বললো, 'চল্, আমি যাচ্ছি।'

বোদা বললো, 'পোড়া খাকি শাদা যা পাস, কয়েকটা কুড়িয়ে আনিস।'

লেলো আর গোরা দেওয়াল বেয়ে এ্যাসবেস্টারের চালে উঠতে লাগলো। লেলো বললো, 'আমরা শালা মুড়ি আর খাকি শাদা আনবো, তোমরা বাবুর-বাড়িতে মউজ করে খাবে।'

কেউ জবাব দিল না। ওরা এ্যাসবেস্টারের চাল থেকে বটগাছে উঠলো। কয়েকটা শালিক উড়ে পালালো। পোড়া খাকি শাদা, রাস্তায় পড়ে থাকা বিড়ি সিগারেটের টুকরো। লেলো আর গোরা গাছ থেকে বেয়ে নিচের আড়ালে চলে গেল। চানা জিজ্ঞাসার সুরে বললো, 'আইন কী করে হয়?'

বোদা বা পদা কোনো জবাব দিল না। বোদা পুব দিকে কাৎ হয়ে, দূরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'লোকেরা এখনো চায়ের দোকানে চা প্যাঁদাচ্ছে।'

'এই রে, বেলা বারোটায় এখন হোমো স্যাপীয়েনস্ দাদা আসছেন।' কোরক বলে উঠলো।

তিমির বললো, 'আস্তে বল রাসকেল, শুনতে পাবেন।'

'পাবেন নয় ব্রাদারস্, পেয়েছি।' মোটা গম্ভীর স্বরে বলতে বলতে এগিয়ে এলেন একটি লোক। কাছে এসে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি, আমরা, তোমরা, সবাই হোমো স্যাপীয়েনস্, নৃ-তত্ত্বের বিচারে মানুষ। বুদ্ধিমান মানুষ। চিন্তাশীল মানুষ। নট ওন্‌লি বাইপেড ম্যামাল। মানে দু' পেয়ে মায়ের দুধ খাওয়া জীব না। একটু বসতে পারি? আর একটা সিগারেট?' বলে একটু মাথা ঝোঁকালেন।

কোরকই লজ্জা পেয়ে, প্রথম গোগোর গায়ের কাছে ঘেঁষে সরে গেল। তারক আর একটু ধারে গেল। সকলেই নড়েচড়ে বসে, একটু জায়গার সৃষ্টি করলো। তারক বললো, 'বসুন চৈতন্যদা। জহর, চৈতন্যদাকে একটা সিগারেট দে।'

'ট্রিপল সি, এই নামে আমার বন্ধুরা এক সময়ে ডাকতো।' চৈতন্যদা ব্যক্তি

বললেন, 'চৈতন্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু আমরা সবাই নামহীন হোমো স্যাপীয়েনস্।' তিনি হাত বাড়িয়ে জহরের হাত থেকে সিগারেট নিলেন।

জহর ওর লাইটার জ্বালিয়ে হাত তুললো। চৈতন্যদা ঝুঁকে পড়ে সিগারেট ধরিয়ে, ধোঁয়া ভিতরে নিয়ে বললেন, 'বড় আনন্দ হলো।' বলে তিনি জহর আর তারকের মাঝখানে বসলেন।

চৈতন্যদার মাথার চুল ধূসর, কোঁকড়ানো, বড় বড় উলটো দিকে টেনে আঁচড়ানো। গায়ের রঙ এক সময়ে হয়তো উজ্জ্বল শ্যাম ছিল। প্রায় ফরসা যাকে বলা যায়। এখন অনুজ্জ্বল, প্রায় কালো। কপালে কয়েকটি গভীর রেখা। মোটা ভুরুর নিচেই, মোটা লেন্সের চশমা। চোখ বড় না, দৃষ্টি গভীর। উঁচু নাক, গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ, চওড়া চোয়াল। কথা বলার সময় দেখা যায়, কয়েকটা দাঁত নেই। কিন্তু কথার উচ্চারণ স্পষ্ট। গায়ে খাদির গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী। অনতিঘের শাদা পায়জামা। পায়ে হাওয়াই স্যাণ্ডেল। বসে বললেন, 'আমার ছেলেরা দু' একজন তোমাদের থেকে বয়সে বড়। কিন্তু তোমাদের থেকে ছোট ছেলেরাও আমাকে চৈতন্যদা বলে ডাকে। আমার পেছনে যারা ঠাট্টা করে, তারা আমাকে চৈতন্য বলে।' বলে দু' পাশে ও একবার পিছন ফিরে হাসলেন। আবার বললেন, 'কিন্তু তোমাদের মতো কেউ হোমো স্যাপীয়েনস দাদা বলে না।'

কোরক তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'মাফ্ করবেন চৈতন্যদা, আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

'নো নো নো।' চৈতন্যদা মাথা নেড়ে বললেন, পাশ ফিরে কোরকের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'তুমি ভাবছো, আমি রাগ করেছি? মোটেই না। আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি যা বলেছো, দিস্ ইজ সামথিং ওরিজিনাল। তোমাদের এই সন্ধ্যাকালি দ্বীপের—।'

গোগো বলে উঠলো, 'না না চৈতন্যদা, দ্বীপ টীপ না, স্রেফ বন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে গেছলাম।' চৈতন্যদা বললেন, 'এটা দারুচিনি দ্বীপের ইনফ্লুয়েনস। সন্ধ্যাকালি বন। আমার কাছে আসলে স্ট্রিটকর্নার স্পষ্ট। কর্নার বয়েজস আর গ্রুপস অফ মেন হু সেন্টার দেয়ার—সোস্যাল অ্যাকটি-ভিটিজ আপন পারটিকুলার স্ট্রীট কর্নার।

কথাটা অবিশ্যি আমার না, এক সাহেবের। এরকম কর্নার তো শুধু আমাদের দেশেই না, ইউরোপ আমেরিকাতেও প্রচুর। সবগুলোর চরিত্রই প্রায় একরকম। জৌলুসের একটু এদিক ওদিক। কিন্তু পৃথিবীর যেখানেই যাও, স্ট্রিটকর্নার স্যাঙের দেখা পাবে। একষট্টি বছর বয়সে, আমি আর তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবো না। কিন্তু মনে মনে জানি, আমিও একজন স্ট্রিট-কর্নার বয়।'

জহর বললো, 'সেটা আপনার পক্ষেই সম্ভব চৈতন্যদা।'

'আমার মতো অনেকের পক্ষেই।' চৈতন্যদা বললেন, 'যদিও এখন ক্লান্ত, কিন্তু ব্রাদারস, আই ডোন্ট নো হোয়েয়ার ইজ দ্যাট হোম, দ্য সুইট হোম্। যদিও বাড়ি একটা আছে।'

তিমির বললো, 'বাড়ি মানে? আপনার তো পেল্লায় বাড়ি।'

'অস্বীকার করবো না।' চৈতন্যদা বললেন, 'আমি একজন সেলস্ম্যান ছিলাম, সেটা ভুলে যেও না। জেনে রেখো, পৃথিবীতে সেলস্ম্যানরা হচ্ছে সব থেকে বাহাদুর মানুষ। তাদের সোসাইটিই হলো এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি। এরা ক্ষমতাবান তো বটেই। তাদের ভোগের শেষ নেই, লিপ্সার শেষ নেই। শিল্পপতি থেকে একজন ঝকঝকে ক্লিনিকের ডাক্তার, সমাজের সুপার মার্কেটে তারা হাইয়েস্ট প্রাইসে নিজেদের বিক্রী করছে। আত্মবিক্রয় যাকে বলে। দে হ্যাভ নো সেন্স্ অব এ্যালিনিয়েশন, কোনো সেন্সই নেই। ব্যর্থতা বলো নিঃসঙ্গতা বলো. কোনো বালাই নেই। পাপবোধ কথাটার কোনো অর্থই তারা জানে না। আমি ছিলাম সেইরকম একজন সেলস্ম্যান, আমার একটা বড় বাড়ি থাকবে, এ আর আশ্চর্যের কী? কিন্তু কোথা থেকে আমার ভেতরে নিজের সম্পর্কে সেই কথাটা মনে এলো, অল্থিংস বিকাম লেস রিয়্যাল ম্যান পাসেস/ফ্রম আনরিয়্যালিটি টু আনরিয়ালিটি, আমি জানি না।' তিনি সিগারেটে টান দিলেন।

তারক বলে উঠলো, 'এলিয়টর লাইন তো চৈতন্যদা?'

'টি এস. ইয়েস।' চৈতন্যদা বললেন, 'আমাকেই কেন এ কথাগুলো হন্ট করতে আরম্ভ করেছিল, আমি জানি না। একটা কথা জানি, আমার মনে খেদ জমতে আরম্ভ করেছিল, আর তার শিরা-উপশিরাগুলোতে শ্যাওলা ময়লা জমতে আরম্ভ করেছিল। তখনই ভাবলাম, এনাফ, আর না। আর এর দাওয়াই হলো, রিবেল-বিদ্রোহ।'

কোরক বললো, 'মানে আপনি বলছেন, মনের থ্রমবসিস্ হতে যাচ্ছিল আপনার?' ওর চোখে কৌতুকের হাসি।

'ঠিক তাই, যদি তুমি এভাবে বলতে চাও।' চৈতন্যদা বললেন. 'জরদগব। আমার ভাষায়, আমি একটা জরদগব হয়ে যাচ্ছিলাম। আট বছর আগে আমার জীবনে একটা ঘটনা ঘটেছিল, তোমাদের ইচ্ছা হলে শোনাতে পারি।'

'প্রেমের গল্প নয় তো চৈতন্যদা?' গোগো বলে উঠলো।

চৈতন্যদা হাসলেন, তাঁর মুখে অনেকগুলো ভাঁজ পড়লো, বললেন, 'প্রেম গোগো, তোমরা আমাকে এরকম একটা ধ্রুপদী বিষয়ে টেনে নিয়ে যেও না তা হলে আমি আর কথা বলতে পারবো না। ওই ধ্রুবপদটি আমার জানা নেই। যদি জানতাম—একটু গাইতে—।' কথা শেষ না করে তিনি হেসে উঠলেন।

তারক মুখ খোঁচা খোঁচা করে বললো, 'গোগো স্টপ, উইল য়ু? বলুন চৈতন্যদা, আট বছর আগের ঘটনাটা শুনি।'

'আমি আমার গাড়ি নিজে ড্রাইভ করছিলাম।' চৈতন্যদা বললেন, 'কলকাতার কাছাকাছি রাস্তা। সময়টা সকাল, বেলা দশটা তশটা হবে। আকাশটা তেমন পরিষ্কার ছিল না। বেলা দশটার কলকাতা আর সাবার্বে বিশেষ তফাত নেই। তবু বলবো, রাস্তায় তখন ভিড়টা কমই ছিল। আমি একটা বড় লরিকে অনেকক্ষণ থেকেই ওভারটেক করার চেষ্টা করছিলাম। লরিটার সুযোগ কম ছিল, ইচ্ছা করে সে আমার পথ আটকাচ্ছিল না। বোঝাই, তার দায়িত্বও আছে। তা ছাড়া আজকাল ট্র্যাফিক পুলিশরা ওদের কাছ থেকে ঘুষ নেয় না, তবু প্রায়ই এক এক জায়গায় ডেড স্পীড করে দেয়, কারণ অর্ডিনারি বাউন্ডুলে বা লোফার গোছের লোকেরা হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পয়সা নেবার জন্য। একবার সুযোগ পেলাম, আর আমি গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে লরিটাকে ওভারটেক করে বেরিয়ে গেলাম। যেতেই আমার চোখের সামনে দিয়ে কী একটা চলে গেল, আমি অনুভব করলাম, আমার গাড়িটা নরম কোনো কিছুর ওপর দিয়ে চলে গেল। সামনের ডান দিকের চাকাটা একটু ঢেউ খেলে গেল মাত্র। জোরে ব্রেক কষলাম। আমার ফিলিংসটা হয়েছিল, যেন চাকা পাংচার হয়ে গেছে। দরজা খুলে তৎক্ষণাৎ নামলাম। তখন সব শেষ হয়ে গেছে। আমি হাত দিয়ে সাত আট বছরের মেয়েটিকে তুলতে পারলাম না। খুব কাছেই একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়েছিল, রাস্তার অন্য ধারে। একজন সাব-ইনস্পেকটর দু'জন কনেস্টবল সহ নেমে এলো। লোকজন ভিড় করছিল। চিৎকার গোলমাল, হয়তো পাবলিক আমাকে মারধোর করতো, পুলিশ এসে পড়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। সাব-ইনস্পেকটর কিছু বলবার আগেই, একজন লোক বলে উঠলো, অনেকক্ষণ ধরে ছেলেমেয়েগুলো রাস্তার এপারে ওপারে ছুটোছুটি করছিল, বারণ করেছি, শোনেনি, এ রাস্তায় কি খেলা যায়? সাব-ইনস্পেকটর বললো, আমিও দেখেছি, ভদ্রলোককে কোনো দোষ দেওয়া যায় না। কোথায় গেল সেই বলটা, যেটা নিয়ে এরা ছোঁড়াছুঁড়ি করছিল? এ কার মেয়ে? আপনি মশাই গাড়িতে উঠুন, গাড়িটা ব্যাক করুন তাড়াতাড়ি, মেয়েটাকে বের করে নিয়ে এখুনি হসপিটালে যেতে হবে। আমি গাড়িতে উঠে, একটু ব্যাক করলাম। কয়েকজন ধরাধরি করে, একটা রক্তাক্ত বাচ্চার শরীর আমার গাড়ীর পিছনে তুলে দিল। সঙ্গে দু'জন লোক। সাব-ইনসপেকটর আমার পাশে এসে বসলো, কনেস্টবলকে ডেকে, হাসপাতালের নাম করে বললো, মেয়েটার বাবা মা কে আছে, খোঁজ খবর করে সঙ্গে নিয়ে তোমরা হাসপাতালে চলে এসো। আমাকে বললো, চলুন। চালালাম, গাড়ি চালালাম, কিন্তু খানিকটা গিয়েই আমাকে ব্রেক কষতে হলো। আমার মনে হলো, চাকা পাংচার হয়েছে, ঢেউ খেলছে।

তাড়াতাড়ি নেমে, প্রত্যেকটি চাকাই দেখলাম। আশ্চর্য, সবই ঠিক আছে, প্রত্যেকটিই চাকাই বলতে গেলে নতুন। সাব-ইনস্পেকটর জিজ্ঞেস করলো, কী হলো মশাই? বললাম, মনে হলো চাকা পাংচার হয়েছে। উঠে আবার সাবধানে গাড়ি চালালাম। কিন্তু বারে বারেই মনে হতে লাগলো, চাকায় ঢেউ খেলছে. আর বারে বারেই সাব-ইনস্পেকটরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম, যদি সে কিছু বলে। সে নির্বিকার। হাসপাতালে পেঁছে এমারজেন্সিতে মেয়েটিকে নিয়ে যেতেই, ডাক্তার দেখে বললো, শী ইজ ডেড। আমি পারতপক্ষে মেয়েটির ডেডবডির দিকে তাকাচ্ছিলাম না, কিন্তু আমি অনুভব করছিলাম, একটা নরম কিছুর ওপর দিয়ে আমি ঢেউ খেয়ে যাচ্ছি। আর আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠছিল।' চৈতন্যদা হঠাৎ থেমে এ পাশে ও পাশে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে আর একটা সিগারেট কেউ দেবে?'

জহর তাড়াতাড়ি প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, নিন।' বলে লাইটার জ্বালিয়ে ধরলো।

চৈতন্যদা সিগারেট ধরালেন। তাঁর হাত কাঁপছে। কোল বসা চোখের গভীরে একটা আতংকের ছায়া। মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আইনগত ঝামেলা আমাকে তেমন পোয়াতে হয়নি। মেয়েটির বাবা নেই, গরীব মা হাসপাতালে এসে সেই রক্তাক্ত শরীরটাকে বুকে নিয়ে কান্নাকাটি করেছিল। ডেডবডি ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তার পরে থানায়। পুলিশ আমার কোনো ফল্ট খুঁজে পায়নি, কিন্তু কেস্ একটা হবেই, কারণ মেয়েটির মা দাদা বোন সবাই আছে। সাব-ইনস্পেকটর বললো, কেস্ হলেও পুলিশের সাক্ষী আপনার ফরেই যাবে। আর মেয়েটার মাকে বললো, তারা যদি কেস্ চালাতে চায়, চালাতে পারে, পুলিশের যা বলবার. তা পুলিস কোর্টে বলবে। ব্যাপারটা বলতে গেলে, সেখানেই মিটলো। আমি মেয়েটির মাকে তার বাড়ি পেঁছে দিলাম। ঘিঞ্জি বস্তি—আর সেখানেই দেখলাম, মেয়েটির আরো কয়েক দিদিকে। এক দাদা, একটা কারখানায় কাজ করে, তার বউ ছেলেমেয়েও আছে। বস্তির সেই ঘরটার কী ডেসক্রিপশন দেবো? আর গোটা পরিবারের চেহারাটার কথাই বা কী বলবো? তোমরা নিজেরাই বুঝে নিতে পারো। সেখানেই ডিসিশন হয়ে গেল, ওরা কেস্ চালাতে চায় না। আমাকে বারগেন্ করতে হয়নি, ক্যাশ দু' হাজার টাকা, কিছু খাবার আর জামাকাপড় উপহার। কিন্তু আমার গাড়ির চাকা চিরদিনের জন্য পাংচার হয়ে গেছে। সেই এক ফিলিংস. গাড়ি চালালেই, প্রতি পদে পদে, একটা নরম কিছুর ওপর দিয়ে গাড়ি ঢেউ খেলে যায়। নিজের হাতে গাড়ি চালানো ছাড়লাম, ড্রাইভারের হাতে দিলাম। সেম্ সেম্ সেম্ ফিলিংস, গাড়ির চাকা নরম কিছুর ওপর ঢেউ খেলে যায়। ড্রাইভারকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে দেখেছি, টায়ার যেমন

ছিল তেমনি আছে। আমাকে গাড়ি চড়া ছাড়তে হলো। আট বছর আগে, সেটা কি আমার ডিজিজ? সেটাই কি এক অবাস্তব থেকে আর এক অবাস্তবে যাওয়া? না কখনোই না। সেটা অবাস্তব থেকে বাস্তবে ফেরা, সুপার মার্কেটে নিজেকে বিক্রি করে জরদগব জীবন থেকে নতুন জন্ম, কিন্তু কষ্টকর, ভীষণ কষ্টকর। চাকার ওপরে একটা ঢেউ, আর একটা রক্তাক্ত থ্যাঁতলানো বালিকা, কী অসহ্য ভয় আর যন্ত্রণার ব্যাপার, তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তার পরে আমার মনে হতে লাগলো, চারদিকেই চাকার ওপরে ঢেউ, রক্তাক্ত থ্যাঁতলানো শরীর, আর সব কিছুই মিটমাটের ওনলি মিডিয়াম টাকা। ভয়টা রাগে পরিণত হলো, আই বিকেম্ ক্যালাস অব মাই পারফেকট সেলস্‌ম্যান-শিপ, যে সেলস্‌ম্যানদের দেখা পাবে তুমি সব জায়গায়, বৈজ্ঞানিক থেকে বিদ্বজ্জন, শিল্পী সাহিত্যিকরাও বাদ নেই, সিনেমা থিয়েটারের তো কথাই নেই। তার পরে রিবেল—যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রথম আমার ছেলেরা বললো, য়ু আর আনফিট। আয়াম আনফিট। নট এ বয়, আমি হলাম এ ম্যান অব স্ট্রিটকর্নার।' চৈতন্যদা সিগারেটে টান দিলেন, আবার বললেন, 'আমি তোমাদের বিরক্ত করছি, এবার ওঠা যাক।'

'না না না, চৈতন্যদা,' জহর বলে উঠলো, 'আমরা কেউ বিরক্ত হইনি। আপনার এ ঘটনাটা আমরা কেউ জানতাম না।'

চৈতন্যদা বললেন, 'কে জানে? আমার স্ত্রী? আমার ছেলেরা? কেউ না. আজ আমি তোমাদের বললাম, এই সন্ধ্যাকলি দ্বীপের—সরি, বনের অধিবাসীদের।'

'আপনার দুই ছেলে আজকাল বেশ ভালোই চালাচ্ছে।' কোরক বললো. 'চঞ্চলদা আর অরুণদা। প্রচুর টাকা রোজগার করছে, গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে।'

তারক ধমক দিল, 'তুই চুপ কর।'

'না, ওকে চুপ করতে বলার কিছু নেই।' চৈতন্যদা বললেন, 'কোরক ঠিক বলেছে।'

গোগো বললো, 'চঞ্চল আর অরুণকে দেখলে আমাদের হিংসে হয়। রোজ নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে গাড়িতে চেপে হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'হিংসে?' চৈতন্যদা বললেন, 'হতেই পারে, এটা হচ্ছে ডিসাপয়েন্টমেন্ট। জরদ্‌গব না হতে পারার দুঃখ। হতে পারলে. তখন সেটা তোমার আনরিয়্যাল বলে মনে হবে কী না জানি না। তুমি শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে চাও, মার্কেট পেতে চাও, সুপার মার্কেট, তাই না? তখন তোমার চার পাশটা অনেক ছোট হয়ে আসবে, মার্কেটের পেছনে দৌড়বে, আমরা এই স্ট্রিট-কর্ণার থেকে তোমাকে দেখবো। কিন্তু তখন তুমি আর শিল্পী থাকবে না. একজন সেলস্‌ম্যান হয়ে যাবে। আমার ছেলে চঞ্চল আর অরুণের মতো, তখন

তুমি সব বোধফোধের বাইরে থাকবে, বন্ধুত্ব ভালবাসা পাপ পুণ্য সব কিছুর বাইরে। আর আপোষ, জো-মরজি, আর শিরদাঁড়া নুইয়ে ওপরওয়ালাদের কুর্ণিশ করা, আর মন রাখা। কিন্তু মনে রেখো, এই সেলস্‌ম্যানের সংখ্যা খুব বেশি না, তার চেয়ে পৃথিবীতে অনেক বেশি সংখ্যা বেড়ে উঠছে এইরকম স্ট্রিট কর্ণার। লণ্ডন নিউইয়র্ক প্যারী, এমন কি লৌহ যবনিকার আড়ালে। স্ট্রিট কর্ণারগুলো ভেতরে গর্জাচ্ছে, আর দেখছে, তাদের বড়োরা পৃথিবীকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কী তৈরি করছে। কেবল কি অ্যাফ্লুয়েণ্ট সোসাইটির ছেলেমেয়েরাই হিপি বিটনিক হয়ে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে? নট এ্যাট্ অল্। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি তরুণদের খালি উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, বাধ্য হতে বলা হচ্ছে, শৃংখলা মানতে আর শ্রদ্ধাবান হতে। কারা বলছে? কাদের বলছে? শ্রদ্ধা কাকে, কাদের? হাস্যকর। চৈতন্যদা নিজেই হেসে উঠে বললেন, 'গোগো, তোমার হিংসে হওয়া স্বাভাবিক। জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা আর নিরাপত্তা সবাই চায়, কিন্তু কোন্ পথে? কে তোমাকে তা দিচ্ছে? তোমার আসল ক্রাইসিসটা কী? তুমি শিল্পী হতে চাও, দেড়শো টাকা মাইনের বাচ্চাদের ড্রয়িং শিখিয়ে তোমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না। তিমির লেখক হতে চায়, গার্লস ইস্কুলের কেরানীর চাকরিতে ঘেন্না, তারক কবি হতে চায়— কবি সে, কিন্তু চটকলের সুপারভাইজারের চাকরি করতে হচ্ছে। জহর সাহিত্য শিল্পের গবেষণার বদলে নন গেজেটেড অফিসার, আর—।'

'আই হেট টু বী এ মাস্টার অব্ আর্টস।' কোরক বলে উঠলো, 'সত্যি বলছি চৈতন্যদা।'

চৈতন্যদা হেসে, পাশ ফিরে কোরকের কাঁধে হাত দিয়ে চাপ দিলেন, বললেন, 'জানি। তোমাদের সংকট আরো গভীরতর। আসলে তোমরা কেউ জরদ্‌গব হয়ে বাঁচতে চাও না। আর কী আশা আছে তোমাদের সামনে। তোমাদের সংকট আরো গভীরতর কেন বলছি? তোমরা ক্রীতদাস সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। কারা সেই গোলাম? যাদের স্টেটাস আছে, কম্ফর্ট আছে, এমন কি লিবার্টিও আছে, তারা ব্যুরোক্রাট টেকনোক্রাট ম্যানেজার ডিরেকটর সেলসপ্রমোটর, এরাই হচ্ছে আজকের আসল গোলাম, যদিও এদের হাতে পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি নেই। কিন্তু আছে, কুৎসিৎ ভাবে আছে। জেনে রেখো, যে-কোনো তন্ত্রের থেকে এই গোলামতন্ত্র সব থেকে বড়, সব দেশে এই তন্ত্রটি চালু আছে। এরাই কোটি কোটি ইয়ংদের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখাচ্ছে, যা আদ্যন্ত মিথ্যা। তার জন্যই সারা পৃথিবী জুড়ে লাখ লাখ স্ট্রিট কর্ণারস্ আর ড্রেনস্। আমি কি কিছু ভুল বলছি?'

'কিছুমাত্র না।' গোগো বললো, 'আমরা কেবল শুনছি,' ওয়েট ওয়েট। তোমাদের সব স্বপ্ন সার্থক হবে।'

তারক বলে উঠলো, 'তাহলে এই বলতে হয়, উই হ্যাভ হ্যাড এনাফ অব ওয়েটিং ফ্রম ডিসেম্বর টু ডিজম্যাল ডিসেম্বর।'

ব্রিলিয়ান্ট। চৈতন্যদা তারকের ডানায় একটা চাপড় মেরে বললেন, 'দারুণ কথাটা মনে করেছ।'

গোগো বললো, 'তারক, পায়ের ধুলো দে গুরু। আজ তোর মুখ দিয়ে দারুণ দারুণ কথা বেরোচ্ছে।'

সবাই হেসে উঠলো। চৈতন্যদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমরা তবু কিছু জবাব জানো। ওই কর্ণারটিকে লক্ষ্য করেছ, ওই ছাদের কর্ণারে?' তিনি পশ্চিম দিকে, বাজারের বটের তলার ছাদ দেখালেন।

কোরক বললো, 'আমরাও ওদের দেখে ছিলাম।'

আমিও দেখি। ওরা আজকের পৃথিবীর গোলামতন্ত্রের কথাও জানে না। বলে পশ্চিম দিকের পোড়ো জমির দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু ওরা আছে। চলি। সিগারেটের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ দিলে একটু দূরের হয়ে যাবো।'

জহর বললো, 'বরং আর একটা নিয়ে যান চৈতন্যদা।'

চৈতন্যদা ফিরে তাকিয়ে হাসলেন, হাত তুললেন। কিছু বললেন না, মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। মন্থর পায়ে হাঁটছেন, ভঙ্গিটা যেন রোবোটের মতো। তাঁর চুলগুলো বাতাসে উড়ছে।

কোরক বললো, 'চৈতন্যদার হাঁটাটা অদ্ভুত, না? যেন ভেবে চিন্তে পা ফেলছেন। না কি ওঁর কোমরে হাঁটুতে বাতের অসুখ আছে?'

না, বাতের অসুখ না, সব সময়েই ওঁর পায়ের নিচে নরম একটা শরীরের ওপর দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।' তিমির অনেকক্ষণ বাদে মুখ খুলে বললো, 'আমি অনেক দিন ভেবেছি, চৈতন্যদা এভাবে হাঁটেন কেন? ছেলেবেলা থেকে ওঁকে দেখছি, হাঁটা চলা তো বরাবর গ্রেগরি পেগ-এর চালেই ছিল। আস্তে আস্তে হঠাৎ এমন হয়ে গেলেন কেন? আজ প্রথম তা জানলাম। চৈতন্যদা এখন চারদিকেই রক্তাক্ত থ্যাঁতলানো শরীরের ওপরে ঢেউ খেলতে দেখছেন। ভাবলেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

গোগো বললো, 'অথচ এই চৈতন্যদাকে কী টাট্‌টুই না দেখেছি। এমন কি ইদানিংকালেও মনে হতো লোকটা ভেতরে ভেতরে ফেরেব্বাজ।'

'তুই নিজে ফেরেব্বাজ তো।' জহর বললো, 'চৈতন্যদাকে আমরা কোনো দিনই ফেরেব্বাজ মনে করি না।'

কোরক বললো, 'কয়েক দিন আগে চঞ্চলদা আর অরুণদা খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। চৈতন্যদা তখন রাস্তায়। পিছনে জোরে হর্ন শুনেও, খুব আস্তে আস্তে রাস্তার ধারে সরে গেলেন। অরুণদা গাড়ি থামিয়ে কী বললো

জানিস? বললো, এই যে বাবুজী, কোন্ দিন গাড়ি চাপা পড়ে মরবে। রাস্তায় আর বেরিও না।' চৈতন্যদা বললেন, 'থ্যাংকু বয়, গো অ্যাহেড।'

'আচ্ছা, বউদি চৈতন্যদাকে দেখাশোনা করেন না কেন?' তারক উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

তিমির বললো, 'দেখা শোনা? বউদির সে হিম্মত নেই। তিনি চুলে রঙ মেখে, খুকি সেজে ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বউদির ধারণা, চৈতন্যদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাড়িতে তো শুধু রাত্রে শুতে যান, সকাল হলেই বেরিয়ে পড়েন। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়াও করেন না। গৌরাঙ্গঠাকুরের হোটেলে খান। ভাবা যায় না, লাঞ্চ ডিনারের লোক বাজারের ফড়েদের সঙ্গে মাটিতে বসে খাচ্ছেন।'

'খরচ যোগান কী করে?' তারক জিজ্ঞেস করলো, 'নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কে কিছু রেখেছেন?'

জহর বললো, 'না, চৈতন্যদা নিজের জন্য কিছুই রাখেননি। উনি যখন সবই আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে লাগলেন, তখন চঞ্চল আর অরুণদারা সব নিজেদের নামে ট্রান্সফার করিয়ে নিয়েছে। তবে শুনেছি, চৈতন্যদা প্রথম যে প্লাস্টিকের ছিপির ছোট কারখানা করেছিলেন, সেটা ওয়ার্কারদের কো-অপারেটিভ করে দিয়েছেন। তিনি তার একজন মেম্বার, মাঝে মাঝে সেখানে যান, কিছু কাজকর্মও করেন। সেখান থেকেই মাসে মাসে কিছু পান।'

তিমির বললো, 'ভাবিস না যেন, চৈতন্যদার পয়সা নেই বলে আমাদের কাছে সিগারেট চেয়ে খান। আসলে আমাদের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে খেতে ওঁর ভালো লাগে।'

চৈতন্যদা পশ্চিমের রাস্তায়, উত্তর দিকের মোড়ে ঘুরে গেলেন। সন্ধ্যাকলি বনের সবাই চুপ চাপ। বাতাস যেন ক্রমে বাড়ছে, তার সঙ্গে তাপও বাড়ছে। ধুলো উড়তে শুরু করেছে। পশ্চিমের উঁচু ছাইগাদা থেকে ছাই উড়ছে। ছাইগাদার দক্ষিণ ঘেঁষে কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুলগুলো যেন আরো বেশি লাল হয়ে উঠছে। রোদপোড়া আকাশের গায়ে দগদগে ঘায়ের মতো দেখাচ্ছে। কোথা থেকে একটা পাখি ডেকেই চলেছে। চৈত্র মাসের চেনা পাখি। সন্ধ্যাকলি বনের কেউ তা শুনছে না। প্রত্যেকেই কেমন অন্যমনস্ক।

'স্ট্রীট কর্ণার বয়।' তারক ভুরু কোঁচকানো চিলের মতো দূরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাট হিজ বেস্ট ভারসান ইজ গোলামতন্ত্র। যে কোনো তন্ত্রের থেকে গোলামতন্ত্র সব থেকে বড়। অ্যান্ড ইট ইজ ইন এভরি কান্ট্রি, অ্যান্ড ইটারনাল।'

গোগো ট্রলি থেকে নেমে বললো, 'আয় সবাই মিলে এই নয়া গোলাম-তন্ত্রের নামে থুথু দিই।'

'না, থুথু না।' কোরক বললো, 'আয়, আমরা সবাই এই নয়া গোলামতন্ত্রের মুখে মুতি।'

সবাই হাত তুললো। সবাই ট্রলি থেকে নেমে, কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে প্রস্রাব করলো। তারপরে সবাই রাস্তার দিকে এগিয়ে চললো। বাতাস গরম হচ্ছে। ধুলো উড়ছে। পাখিটা ডাকছে।

কোরক বললো, পশ্চিমের বাজারের ছাদের দিকে তাকিয়ে, 'ছাদের কর্ণারটা ফাঁকা।'

সবাই চলতে চলতে ছাদের দিকে তাকালো। বটগাছের ছায়া সরে গিয়ে সমস্ত ছাদটা এখন রোদে আক্রান্ত।

তিমির দক্ষিণ থেকে, তারক উত্তর থেকে, পশ্চিমের রাস্তায় মুখোমুখি দাঁড়ালো। রাস্তার ধারের তিনটি চায়ের দোকানেই আড্ডা জমে উঠেছে। পশ্চিমের আকাশ লাল। সূর্য যদি এখনো আকাশে থেকে থাকে, তবে তা বাজারের ওপারে। দুপুরের কয়েক ঘণ্টা, বাতাস একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছিল। এখন আবার বইতে শুরু করেছে। বাতাসের উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। শিমুল ফুল ফেটে, তুলা উড়ছে। রাস্তার ধারে বেঞ্চি পাতা হয়ে গিয়েছে!

'আই অ্যাশিউমড ইট, তুই সবার আগে আসবি।' তারক হেসে বললো।

তিমির বললো, 'কেন?'

'প্রতিমা।' তারক বললো, 'একটু চা খাওয়াবি?'

তিমির আশেপাশে একবার দেখে নিল, কেউ ওদের কথা শুনছে কী না। বললো, 'প্রতিমা তো সন্ধ্যের পর আসবে বলেছে। এখনো দেরি আছে।'

তারক বললো, 'কেন শালা আমাকে ওসব বলছিস? ছোঁকছোঁকানি ধরেছে তো সেই সকাল থেকে। সাত দিন পরে মানভঞ্জন, সন্ধ্যাকলি বনের অন্ধকারে। আজ নির্ঘাত ফুলের গন্ধ বেরোবে।'

'খচ্চর।' তিমির বললো, 'চল, বেচুদাকে বলে যাই, ওর দোকানের ছেলেটাকে দিয়ে যেন সন্ধ্যাকলিতে দুটো চা পাঠিয়ে দেয়।'

তারক বললো. 'না, এখান থেকেই খেয়ে যাই। দুটো নিমকি প্যাঁদাবো।'

তিমির ভুরু কুঁচকে তারকের দিকে তাকালো। কিছু না বলে দুজনেই চায়ের দোকানের ভিতরে গিয়ে বসলো। দোকানের ভিতরটাই ফাঁকা, বাইরে ভিড়। তিমির বললো, 'বেচুদা, দুটো নিমকি আর দুটো চা।' তারকের দিকে ফিরে বললো, 'দুপুরে খাসনি নাকি?'

'খেয়েছি।' তারক মাথা ঝাঁকিয়ে বললো. 'মাসের শেষ তো, ভাত রুটি মিলিয়েও পুরোটা হয়নি। রমাকে ওবেলা বলে বেরিয়েছিলাম, যোগাড় যন্তর করতে পারলে কিছু বাজার করে নিয়ে যাবো। উঠলামই তো বেলা একটায়। যোগাড়-যন্তরও কিছু হয়নি—মানে. বাজার থেকে ধার। রমার মেজাজটা

ভালো ছিল না।'

তিমির বললো, 'তা হলে তোর আজ সানডে হয়নি?'

'তা হয়েছে।' তারক ঠোঁট ছ্ুঁচলো করলো, তারপরে হাসলো, বললো, 'অন্য সান-ডে-র থেকে ভালো।

তিমির ভুরু কুঁচকে, জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলো। তারক নড়বড়ে টেবিলের ওপরে দু' হাতের আঙুল দিয়ে ঢাকের বোল্ বাজালো। হাসলো. কিন্তু কিছুই বললো না। তিমির তবু তাকিয়ে রইলো। তারক হেসে বললো, 'ঘরে দিনের আলো আসে বলে ও এমনিতেই রাজী হতো না আগে। জামা কাপড় সবটা কোনোদিনই খোলে না। আজ তো এমনিতেই ওর মেজাজটা খারাপ ছিল। পেট না ভরলে কারই বা মেজাজ ভালো থাকে। খোলা ছাদের দিকের ঘরের দরজা বন্ধ করতেই রমা কী বললো জানিস? বললো, দ্যাখো ভালো করে পেট ভরেনি, মেজাজ ঠিক নেই। পেটের খিদেটা ভুলিয়ে দেওয়া চাই।'

'রমার জবাব নেই মাইরি।' তিমির হেসে বলে উঠলো।

তারক বললো. 'আগের থেকে ওসব কথা শুনলে, আমি যেন কেমন দুর্বল হয়ে পড়ি। আমি বললাম, তবে এসো আগে দুহুঁ দোহাঁ অবলোকন হোক।' বলে আবার টেবিলের বুকে ঢাকের বোল্ বাজালো।

তারক বললো. 'কিন্তু তার আগেই রমা বললো, এবার থেকে যেদিন ভালো খাওয়া জুটবে না, সেদিন মদ খাবো।' আমি বললাম. 'তুমি খাবে মদ? গন্ধে যে নাকে চাপা দেয়। তা ছাড়া খাবারই জোটে না, মদের পয়সা কোথায় পাবো? রমা বললো, মাইনে পেয়ে আগেই কিনে রাখবে, দিশী সস্তা মদ। আর এখন তুমি যা চাইছো, মদ খেলে তা পারতাম। মাতাল হয়ে জামা কাপড় সব খুলে ফেলতাম। আমার মাথায় এসে গেল কবিতার কথা। ওই একটা জায়গাতেই তো দাঁড়িয়ে আছি। লোকেই জানলো না, আমি কতো বড় কবি।' বলে হেসে উঠলো. আবার বললো, 'আমি রমাকে বললাম. একটা কবিতা শুনবে? সাত দিন আগে লিখেছি। রমা বললো, শোনাও, কিন্তু মেজাজ না আনতে পারলে হবে না। বোঝ শালা আমার কপাল! কবিতাটা নিয়ে ওর পাশে শুলাম. ওর বুকের ওপর রেখে কবিতাটা পড়লাম।'

'কোন্ কবিতাটা রে? শোনাসনি তো?' তিমির জিজ্ঞেস করলো।

তারক বললো. 'না, তোদের শোনানো হয়নি। কবিতাটার নাম দিয়েছি— শব্দে আছো।'

'দু' একটা লাইন বল্ না।' তিমির বললো।

তারক সামনের বেড়ার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক মুখে বললো, 'তোমার কলস গড়িয়েই আছে/ন্যাড়া পাথরের কলস/নিরলস সেই জলের ধারা/কোথায়

ধা তার উৎস/বরফ গলা জলের ধারা নাকি কুণ্ড প্রসবিনী/কলস তোমার গড়িয়েই আছে/ন্যাড়া পাথরের কলস/শব্দে পাহাড় কাঁপছে, নিচে মাটি/ফাটছে বুকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছাতি ফাটছে বুকের/ছাতি ফাটছে কাঁকর বালির/কোথায় না মেলে/কোথায় বা তার উৎস/কলকলিয়ে খলখলিয়ে শব্দে ছুটে যাও/দগ্ধ চোখে, দেখি না প্রবাহ/ছাতি ফাটছে বুকের/তোমার কলস গড়িয়েই আছে/ কোথায় তুমি/আমি গাছপালাহীন দাঁতাল পাহাড় ভেঙে/পুড়ে এলাম সিংহশ্বাসের তাপে/গায়ে রক্তে ঘেমে/কোথায় তুমি, কোথায়/গড়াও এমন প্রবল জলোচ্ছ্বাসে/শব্দে ছাতি ফাটে/তৃষ্ণা বাড়ে শেষ ঘণ্টার পরে/তুমি কোথায়/দগ্ধ চোখে দেখি না প্রবাহ/শব্দে ছুটে যাও...।' তারক থেমে গেল। কিন্তু তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে।

তিমির রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর?'

'মনে করতে পারছি না।' তারক বললো, নিচু স্বরে। ওর চোখ দুটো চিকচিক করছে।

তিমির আবার বললো, 'তারপরে? রমা?'

তারক বললো, 'রমা কাঁদছিল, আর জামা কাপড় খুলে ফেলে আমার বুকের কাছে নিজেকে গুঁজে দিয়েছিল, আর—।' তারক মাথা নিচু করে হাসলো।

তিমির পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকালো। লাল আকাশটা ছায়ায় ভরে উঠছে। দোকানের ছেলেটা ওদের সামনে, ডিস ছাড়া দু' কাপ চা রাখলো। আর একটা ডিসে দুটো নিমকি। তারক একটা নিমকি তুলে পুরোটা মুখে পুরে দিল। তিমির ওর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠে চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিল।

রতন এলো, কয়েকজনের সঙ্গে, বললো, 'বেচুদা, একটা বেঞ্চি বাইরে পেতে দিতে বলো তো।' কথাটা শেষ করেই, ভিতরে তিমির আর তারকদের দিকে দেখে বললো, 'থাক, ভেতরেই বসি। তিমির আর তারক আছে।' বলে দোকানের ভিতর ঢুকলো, বললো, 'কী রে তিমির, সন্ধ্যাকালি বন ছেড়ে এখানে যে?'

রতনের কথার মধ্যেই, তিমির তারক একবার চোখাচোখি করেছিল। তিমির বললো, 'কেন, আমাদের এখানে বসা নিষেধ নাকি?'

'নিষেধ কে করবে?' রতন তিমিরের প্রায় কাছাকাছি বসে বললো, 'তোরা তো আবার আঁতের দল, তোরা নাকি আজকাল চায়ের দোকানে বা রেস্টুরেণ্টে বসিস না।'

তিমির ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বললো, 'তোরা যারা দাঁতাত করিস, তোদেরও তো অনেক আলাদা জায়গা আছে।'

দাঁতাত? সেটা কী?' রতন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

তিমির হেসে বললো, 'সে কি, রাজনীতি করিস, আর দাঁতাত কথার মানে জানিস না? বেচুদা, কতো হয়েছে?' এক চুমুকে চায়ের কাপ শেষ করে দিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখলো।

তারক ওর দ্বিতীয় নিমকি মুখের ভিতর পুরে সামনের দিকে মুখ করে চিবোচ্ছে। গাল আর চোয়াল দেখে মনে হচ্ছে, শক্ত মাংসের হাড় চিবোচ্ছে। রতন হেসে বললো, 'ও, হ্যাঁ বুঝেছি। রাজনীতির ওপর তুই বরাবর চটেই রইলি।'

'চটে থাকবো কেন? রাজনীতি করে ফায়দা তুলতে ঘেন্না করে।' তিমির উঠে দাঁড়ালো।

রতন হেসেই বললো, 'তা হলে বলতে চাস, লেনিন গান্ধী মতিলাল নেতাজী—।'

'দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া।' তিমির হাসতে হাসতে বলে উঠলো, 'ওইসবের সঙ্গে তোর নাম জুড়ে দিস না। এখন তো তুই নেতা, কাল হবি জনতার প্রতিনিধি। তোর উপদেশ আর বক্তৃতা শুনতে হবে। এর পরেও রাজনীতিতে ভক্তি থাকবে বলছিস?' বলে টেবিলের পাশ থেকে সরে গিয়ে পকেট থেকে পয়সা বের করলো।

রতন ওর সঙ্গীদের দিকে একবার তাকালো। সকলের খুব শক্ত, কঠিন দৃষ্টি তিমিরের দিকে। রতনের চোখে রক্তের ছটা লাগলো, কিন্তু হাসলো চোয়াল কঠিন করে। বললো, 'কিন্তু ভক্তি তোকে করতে হবে তিমির। যদি না করিস, করিয়ে ছাড়া হবে।'

'পুরনো কথা বললি রতন। একটু পড়াশুনো করলে জানতে পারতিস, তোর ওই কথাটা, তোর আমার জন্মের আগেই বলা হয়ে গেছে।' তিমির বেচুদার হাতে পয়সা দিয়ে বললো, 'এক প্যাকেট সিগারেট দাও।'

রতন বললো, 'আমাদের জন্মের আগের কথা ছেড়ে দে, এখনকার কথা মনে রাখিস।'

'সুপ্রিমিটি অব দ্য পলেটিকস-এর কথা বলছিস তো?' তিমির বললো, 'টোটাল মানুষটা রাজনীতির গ্রাসে, এই কথা তো?'

রতন বললো, এমন কি তোদের ওই সব শিল্প সাহিত্যও—।'

'হ্যাঁরে, হ্যাঁ, একটা টোটাল মানুষ মানে তাই।' তিমির তারকের নির্বিকার মুখের দিকে একবার দেখে নিয়ে বললো, 'তোর কি ধারণা পৃথিবীটাকে তুই একলা দেখছিস, আমরা সব উটপাখী? কোথায় কি ঘটছে, কিছুই দেখছি না, বুঝি না? এই নিউক্লিয়ার এজ-এর একটা কথা হলো, পাওয়ার ইজ থিকার দ্যান পিপলস ব্লাড। সেইজন্যেই তো তুই বলতে পারিস, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।'

বলে ও আবার তারকের দিকে তাকিয়ে বললো—'কীরে, তুই উঠবি না?'

তারক বললো, 'উঠবো তো। তুই শালা যে-রকম বক্তৃতা দিচ্ছিস, আমার পায়ে পেরেক গেঁথে গেছে।'

'শালা।' তিমির হেসে উঠলো। বাইরের দিকে পা বাড়ালো।

রতন গলা তুলে বললো, 'বীরের একটা কোয়ালিটেটিভ ব্যাপার আছে, বুঝলি তিমির? তবে কথাটা মিথ্যা বলিনি।'

তিমির বললো, 'জানি।'

তারক ধীরে ধীরে উঠলো, ধীরে ধীরেই বাইরে বেরিয়ে গেল। রতনদের দিকে তাকালো না। ও বেরোবার মুখে, দুটি অপরিচিত মেয়ে দোকানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলো, 'এই রতনদা, তুমি এখানে এসে বসে আছো? যাবে না?'

তারক রতনের জবাব না শুনে বাইরে তিমিরের কাছে এগিয়ে গেল। তিমির প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা তারককে দিয়ে আর একটা নিজে নিল। দেশলাই জেবলে সিগারেট ধরিয়ে পড়ো মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, তারক বললো, 'তুই এতো কথা বললি কী করে? আর কাকে?'

'জানি। অল বোগাস।' তিমির বললো, 'খোঁচায় যে।'

'খোঁচাবেই তো, তুই কেন প্রোভোকড হোস?' তারক বিরক্তির স্বরে বললো।

তিমির জবাব দিল না। বাতাস এখন ঠাণ্ডা। পাখীরা গাছে আকাশে, সর্বত্রই ব্যস্ত। ঘরে ফেরার সময় হয়ে এলো। রাস্তায় লোকের ভিড় বাড়ছে। রবিবারের বিকাল। সপ্তাহান্তে একটি দামী সন্ধ্যা, যেন বাতাসের আগে শেষ হতে চলেছে।

তিমির বললো, 'জানিস তারক, আজ দুপুরে একটা কথা বারে বারেই মনে হচ্ছিল—প্রতিমাকে নিয়ে। প্রতিমার একটা ভালো বিয়ে হওয়া দরকার। কোনো ভালো ছেলের সঙ্গে। আমার মতো এ রকম গার্লস ইস্কুলের কেরাণীর সঙ্গে কতোদিন আর কত চলতে পারে! আমার কী ভবিষ্যৎ? আমার সঙ্গে প্রতিমারই বা কী ফিউচার?'

'তার মানে?' তারক মুখটাকে অতিরিক্ত খোঁচা খোঁচা করে তুললো. 'তোদের কি এর মধ্যে আবার ঝগড়া হয়েছে নাকি?'

তিমির শুকনো হেসে বললো, 'না। কিন্তু আমি তো কিছু ভেবে পাই না।'

'ভেবে প্রেম করেছিলি নাকি?' তারক বললো. 'তুই ভেবে না পেলেই প্রতিমা একটা মাখো মাখো বিয়ে করে প্রেমানন্দে চলে যাবে, তাই বা তোকে কে বললে? প্রতিমা?'

তিমির বললো, 'না, ও কিছু বলেনি। কিন্তু কী করা যাবে?'

'কিছুই না, দু'জনে এক সঙ্গে বাস করবি।' তারক বললো, 'তুই কি ভেবেছিস একটা ফুলবাগান তৈরি করে, তারপরে সেখানে গিয়ে দোলনা খাটিয়ে দোল খাবি দু'জনে? শ্মশানে বাস করেছিস, মড়া পুড়িয়ে খাবি।'

তিমির হেসে বললো, 'তবু কলস তোমার গড়িয়েই আছে, তার উৎসের সন্ধান কোনোদিন পাওয়া যাবে না। শুধু শব্দেই থাকবে।'

তারক ভুরু কুঁচকে তাকালো, তারপরে হেসে বললো, 'শালা।'

দু'জনে ট্রলির ওপরে গিয়ে বসলো।

রাত্রি ন'টা। সন্ধ্যাকলি বন। দক্ষিণের মোড় নেওয়া গলির মুখের আলোর একটি সামান্য রেখা পড়েছে। সেই আলোয় কিছুই দেখা যায় না। সবাইকে অন্ধকারে প্রেতমূর্তির মতো দেখায়। এখন কয়েকটি সিগারেটের আগুন, অন্ধকারে শ্বাপদ চক্ষুর মতো দেখাচ্ছে। এ সময়ে গল্প কবিতা পড়তে হলে মোমবাতি জ্বালানো হয়। আজ হয়নি। আজ সকলেই প্রতিমার জন্য অপেক্ষা করছে। রাত্রি ন'টায় এখন আর অপেক্ষাও করছে না। কারণ, বৃথা অপেক্ষা ও আশা। সময় চলে গিয়েছে।

সুনিলয়া (ফুরফুরি বউদি) উঠলো, বললো, 'প্রতিমাটা তাহলে এলো না। আমি আর বসবো না, ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে হবে। কিন্তু প্রতিমা তো এরকম করে না?'

গোগো আজ ফুরফুরি বউদিকে সন্ধ্যাকলি বনে আসতে বলেছিল। ও জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসবো?'

'দরকার হবে না। তবে গাঁজাটা একটু কম টানো।' সুনিলয়া চলতে আরম্ভ করলো। কোরক বললো, 'ফুরফুরি বউদি ছাড়া কেউ-ই এলো না। কৃষ্ণা কথা দিয়েছিল আসবে। বোধ হয় আর কারোর সঙ্গে জমে গেছে। জহর তো অলকাকে আসতে বলেছিলো, এলো না।'

কেউ কোনো কথা বললো না। রাত্রি আটটার পর থেকেই, হতাশা এসেছিল। তখন থেকেই সিগারেটের তামাক ফেলে দিয়ে গাঁজা পুরে টানা শুরু হয়েছিল। সুনিলয়া দু'-এক টান দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, বলেছিল, 'বাজে।' এখনো গাঁজা পোরা সিগারেট হাতে হাতে ঘুরছে। বাতাসে এখন সমুদ্রের ঝাপটা। গাছের পাতায় পাতায় ঝরঝর শব্দ। সুনিলয়া দক্ষিণের রাস্তায় মিলিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় লোক চলাচল কমে আসছে। রবিবার শেষ হয়ে আসছে।

রাস্তা থেকে তীব্র টর্চের আলো এসে পড়লো সন্ধ্যাকলি বনে। নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সকলের চোখগুলো একবার ধাঁধিয়ে গেল। গোগো বললো, 'এ আবার কোন্ শালা?'

কেউ কোনো কথা বললো না। টর্চের আলো আবার জ্বললো। ওদের

গায়ের ওপরে না, রাস্তা থেকে পোড়ো জমির ওপরে। তারপর এদিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। একজন না, একাধিক ব্যক্তি টর্চের আলোর সঙ্গে।

'এদিকেই আসছে মনে হচ্ছে।' জহর বললো, 'শান্তিভঙ্গ করতে আসছে মনে হচ্ছে।'

জহরের কথা শেষ হবার আগেই, টর্চের তীব্র আলো আবার সকলের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে গেল। এবার অনেক সামনের থেকে। তিমির ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার উঠলো, 'হু দ্য হেল্ য়্ আর? মুখের ওপর কেন?'

টর্চের আলো এগিয়ে এলো সন্ধ্যাকলি বনের নিচে। দু' জোড়া পা দেখা গেল। জহর আর কোরকের। যার হাতে টর্চ আর তার সঙ্গীকে স্পষ্ট দেখা গেল না, সন্দিগ্ধ রুষ্ট জিজ্ঞাসা শোনা গেল, 'এখানে প্রতিমা এসেছে?'

'কে হীরেনদা?' তিমির অবাক ব্যগ্র স্বরে বলে উঠলো।

টর্চের আলো নিভে গেল। জবাব শোনা গেল, 'হ্যাঁ। প্রতিমা এখানে এসেছে?'

কেউ জবাব দেবার আগেই, বিরক্তি মেশানো ধিক্কারের স্বর শোনা গেল, 'উম্‌হ্‌! গাঁজার গন্ধ বেরোচ্ছে।'

কোরক বললো, 'না হীরেনদা, প্রতিমা তো এখানে আসেনি।'

সকলেই নড়ে চড়ে বসলো। অন্ধকারে সকলের চোখগুলো সিগারেটের অঙ্গারবিন্দুর মতো ব্যগ্র জিজ্ঞাসায় জ্বলজ্বলিয়ে উঠলো। হীরেন প্রতিমার দাদা, বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। তাঁর সঙ্গীকেও চিনতে পারলো সবাই, ক্লাবের বন্ধু, বকু—বকুদা। হীরেনদার কঠিন স্বর শোনা গেল, 'কোরক বুঝি? পিপুল না পাকতেই—।'

'ও-সব কথা ছাড়ুন হীরেনদা।' তিমির বলে উঠলো, 'আপনি প্রতিমার কথা কী বলতে এসেছেন বলুন। ও কি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে নাকি?'

হীরেনদার ঝাঁজালো স্বর শোনা গেল, 'বেরিয়েছে মানে? ও তো বিকাল চারটে নাগাদ বেরিয়েছে। এখনো বাড়ি ফেরেনি।'

'সে কী!' তারকের অবাক জিজ্ঞাসা শোনা গেল। ও অন্ধকারে তিমিরের দিকে তাকালো।

তিমির বললো, 'আমি তো পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা থেকেই এখানে আছি। প্রতিমা আসেনি। প্রতিমার আসবার কথা ছিল। রাত্রি ন'টা বেজে গেল দেখে ভাবলাম, ও আর আসবে না।'

'কী বলেছিলাম বকু?' হীরেনদা ধারালো স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

বকুদার স্বর শোনা গেল, 'প্রতিমা এখানে আসতে পারে।'

কোরক বলে উঠলো, 'কিন্তু আসেনি, কেউই আসেনি, ফুরফুরি বউদি ছাড়া।' ওর গলার স্বর অস্বাভাবিক মোটা শোনালো।

হীরেনদা বলে উঠলেন, 'ওই শোন! মোহিতদা বেচারির কথা একবার ভাবো।'

'আমার বউ এ রকম করলে, চুলের মুঠি ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিতাম।' বকুদা বলে উঠলেন।

গোগো ঝেঁজে বলে উঠলো, 'ঢের হয়েছে, ওসব বীরপুরুষের কথা পরে বলবেন। এখন বোনের খোঁজ করতে এসেছেন, তাই করুন, পরের বউ নিয়ে ভাবতে হবে না।'

তিমির জিজ্ঞেস করলো, 'প্রতিমার সব বন্ধুদের বাড়ি খোঁজ করেছেন? ও যাদের বাড়ি প্রায়ই যাওয়া আসা করে?'

'করেছি।' হীরেনদা বললেন, 'তাহলে প্রতিমা এখানে আসেনি?'

কোরক বললো, 'টর্চটা জেবলে ভালো করে দেখুন না।'

'কোরক, বেশি বাড়াবাড়ি করো না।' হীরেনদা ধমকের সুরে বলে উঠলেন, 'এমনিতেই তো অধঃপাতে গেছ, বাজে কথা বলতে লজ্জা করে না?'

তিমির বললো, 'হীরেনদা, আমরা আপনাকে মিথ্যা কথা বলিনি। আমরা সন্ধ্যে থেকে প্রতিমার জন্য অপেক্ষা করছি। এখন আপনার মুখে শুনছি ও বিকাল চারটে নাগাদ বেরিয়েছে, এখনো বাড়ি ফেরেনি। ও বাড়ি থেকে কী বলে বেরিয়েছিল?'

'ও-সব আমি জানিটানি না।' হীরেনদা ঝাঁজালো বিরূপ স্বরে বললেন, 'বাড়ি থেকে কে কী বলে বেরোচ্ছে না বেরোচ্ছে, আমি তার খোঁজ খবর রাখি না। সাড়ে আটটায় বাড়ি গিয়ে শুনলাম, বাড়ির মেয়ে এখনো বাড়ি ফেরেনি। একবার খোঁজ করতে বললো, তাই বেরিয়েছি। যে যা খুশি করবে, তার জন্য আমার কী করার আছে? আর দু'-এক জায়গায় দেখে, সোজা থানায় গিয়ে একটা খবর দিয়ে, বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমোব। রাত পোহালে ছেলেমেয়েকে পড়ানো আছে, বউয়ের জন্য ওষুধ আনা আছে, তারপরে চাকরি। কথাগুলো এমনভাবে বললেন, যেন বিশেষভাবে তিমিরকেই শোনাবার জন্য। মাটির দিকে টর্চ লাইটটা জেবলে মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, 'চল বকু যাই।'

টর্চের আলো উত্তরের অন্ধকার গাছপালার দিকে একবার ঘুরে এলো। বকুদা বললেন, 'একবার বাড়ি হয়ে যাবে নাকি? এতক্ষণে যদি ফিরে এসে থাকে?'

'বলছিস?' হীরেনদার স্বরে দ্বিধা।

কোরক বলে উঠলো, 'আমি না হয় দৌড়ে বাড়ি গিয়ে দেখে আসছি, প্রতিমা ফিরেছে কী না।'

'তুমি?' হীরেনদা অবাক ধমকের সুরে বললেন।

গোগো বললো, 'তুই কথা না বাড়িয়ে চলে যা। তিমির ওঠ, আমরাও

দেখি।'

তিমির বললো, 'আপনি যান হীরেনদা। কোরক ঠিক খোঁজ নিয়ে আসবে। বাড়িতে ফিরে থাকলে, আপনারা যেখানেই থাকুন, খবর পাবেন।'

সন্ধ্যাকালি বনের আসর মুহূর্তেই ভাঙলো। সবাই ট্রলি থেকে নেমে দাঁড়ালো। হীরেনদা বললেন, 'ঠিক আছে। চল বকু। শালা যতো ঝামেলা।' টর্চের আলো জ্বালিয়ে বকুকে নিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

'তোমরা আশেপাশেই থেকো, আমি এখুনি দেখে আসছি।' কোরক দক্ষিণ দিকে দৌড় দিল।

জহর বললো, 'আছাড় খেয়ে না পড়ে। মাথা তো ভারি হয়ে আছে?'

'ও ঠিক ম্যানেজ করবে?' গোগো বললো, 'কিন্তু প্রতিমা—?' ও কথা শেষ করলো না।

তিমির বললো, 'তার মানে, আমি বাড়ি থেকে বেরোবার আগেই প্রতিমা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। সিনেমা টিনেমা গেল নাকি?'

'নাইট শোতে?' তারক বললো, 'অসম্ভব! সিনেমায় গেলে সাড়ে চারটের ইভনিং শোতেই যেতো।'

সকলেই পোড়ো জমির ওপর দিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে চললো। জহর বললো, 'সিনেমায় যায়নি। নাইট শো ভাঙার পরে রাত সাড়ে দশটা এগারোটায় কার সঙ্গে বাড়ি ফিরবে?'

'সেটা কোনো কথা না।' তিমির বললো, 'যাবার ইচ্ছে হলে যেতে পারে, চেনাশোনা লোকের কিছু অভাব নেই। কিন্তু সিনেমায় যাবার ইচ্ছে থাকলে, ও নিজে থেকে কখনো এখানে আসার কথা বলতো না।'

সকলেই রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালো। এপাশে ওপাশে তিনটি চায়ের দোকান। কোনোটাই ঠিক রেস্টুরেন্ট না। আবার পুরোপুরি খাবারের দোকানও না। রাস্তার ধার থেকে কিছু বেঞ্চি দোকানগুলোর ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। চায়ের আসরও নেই। আবছায়া অন্ধকারে এখন হাতে হাতে বোতল ঘুরছে। হাসাহাসি আর খিস্তি চলছে। মত্ততা শুরু হতে আরো কিছু দেরি আছে, যখন রণহুঙ্কার শোনা যাবে। কোমরেব বেল্ট খোলাখুলি, চ্যালেঞ্জ, আর তার থেকেও বেশি এগিয়ে গেলে ছুরি অথবা পাইপগান বা ক্র্যাকার। সে রকম পরিণতি রোজ হয় না, মাঝে মধ্যে। কিন্তু সব ব্যাপারটাই, একটার সঙ্গে আর একটা বিরুদ্ধ গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য কারোর সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ নেই। অন্যেরা দর্শক মাত্র। কারোর কিছু যায় আসে না। অবস্থা চরমে উঠলে, যখন পুলিশ আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন যে যার নিজেদের রাস্তায় চলে যায়। একটা অলিখিত নিয়মের মতো।

জহর বললো, 'কিন্তু একটা খটকা লেগে গেল। সিনেমা হল থেকে একবার

ঘুরে আসবো নাকি?'

'সিনেমা হলে গিয়ে কী করবি?' গোগো বললো, 'অন্ধকার হলে গিয়ে হাতড়ে খুঁজবি নাকি?'

'নো স্যার।' জহর মুখ বিকৃত করলো, 'যার চোখ ফাঁকি দিয়ে একটা মেয়েও সিনেমায় ঢুকতে পারে না, তার নাম চণ্ডী কর্মকার, সিনেমার বুকিং ক্লার্ক। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই বলে দিতে পারবে, প্রতিমা সিনেমায় ঢুকেছে কী না। ইভনিং হোক আর নাইট শোতেই হোক।'

গোগো বললো, 'ওহ্, সে মালের কথা তো ভুলেই গেছলাম।'

'তোরা এ রাস্তার ওপরেই থাকিস। আমি যাবো আর আসবো।' জহর উত্তর দিকে চলে গেল।

তারক বললো, 'হীরেনদার কথাগুলো শুনলি। বোনকে খুঁজতে বেরোতে হয়েছে বলে মেজাজ খুব খারাপ।'

গোগো বললো, 'হবেই তো। রোববারের রাত, খেয়ে দেয়ে বউদিকে নিয়ে শোবে, তা না এখন বোনকে খুঁজতে যাও।'

তিমির কোনো কথা বললো না। আশেপাশে যারা দোকানের ভিতরে বা বেঞ্চিতে বসেছিল, তাদের দিকে দেখতে লাগলো। বাতাস যেন অল্প ঝিমিয়ে আসছে। কাছাকাছি এমন কোনো ফুলের গাছ নেই, যা হালকা মিষ্টি গন্ধ ছড়াতে পারে। কিন্তু একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ মাঝে মাঝে বাতাসে ভেসে আসছে। কোনো রাতের ফুলের গন্ধ। এ শহরের আশেপাশে কোথাও কোনো বনস্থলী নেই। হয় তো কোনো বাড়ির বাগান থেকে এ গন্ধ ভেসে আসছে।

কোথায় যেতে পারে প্রতিমা? তিমিরের ভিতরে হঠাৎ যেন একটা ঘুমভাঙা ধড়ফড়ানো ভাবে জিজ্ঞাসাটা জেগে উঠলো। ও খুব নিয়ম মেনে চলা শান্ত মেয়ে না। বাড়ির নিয়মকানুন ভেঙে দিয়ে, যেমন খুশি ছুটে বেড়ায়। বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে। কিন্তু তিমিরের সঙ্গে প্রতিমা কলেজ পালিয়ে য়ুনিভারসিটি পালিয়ে সারাদিন অনেক জায়গায় ঘুরেছে। কখনো কলকাতায়, কখনো দূর গ্রামে। অনেকটা বেপরোয়াভাবে। কুন্তী আর সরস্বতী নদীটা সেইভাবেই ওদের চেনা। শরৎচন্দ্রের গ্রাম দেবানন্দপুরে গিয়ে, শরৎচন্দ্রের পৈতৃকভিটা কখনো ওরা দেখতে যায়নি। কোনো উৎসাহ বোধ করেনি। সরস্বতী নদীর নির্জন তীরে, বাঁশঝাড়ের ছায়ায় কেটে গিয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নদীতে কাপড় কাচতে আর স্নান করতে এসে, গ্রামের মেয়ে বউরা থমকে গিয়েছে। অবাক হয়ে ওদের তাকিয়ে দেখেছে। নদীর পারে কৃষক কাজ করতে করতে ওদের দেখেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আশপাশের ঝোপ থেকে ওদের দিকে উঁকি দিয়ে দেখেছে। তিমিরকে প্রতিমা সব সময় সাবধান করেছে, 'ডোণ্ট ট্রাই। অনেক চোখ কিন্তু আমাদের দেখছে।' কারণ নির্জনতার

অবকাশে তিমির বারেবারেই প্রতিমাকে চুমো খাবার চেষ্টা করেছে। একটা সুযোগও নষ্ট হতে দেয়নি।

'না, প্রতিমা এখনো বাড়ি ফেরেনি।' কোরক এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'আমি ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছলাম। ভাগ্যিস শালা গাঁজার গন্ধ মদের মতো বেরোয় না, তা হলে নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যেতাম। প্রতিমার বাবা মা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। ওর বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে জানলে প্রতিমা বাড়ি আসেনি? আমি অমনি বলে দিলাম, হীরেনদা যে প্রতিমাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। আমাকে বললেন, একবার বাড়িতে দেখে যেতে, প্রতিমা এর মধ্যে বাড়ি এসেছে কি না। হীরেনদার নামটা বলেছিলাম তাই রক্ষে।' কোরক দম নেবার জন্য এক মুহূর্ত থামলো, তারপরে আবার বললো, 'প্রতিমার মা জিজ্ঞেস করলেন, হীরেনদা আর বকুদা এখন কোথায়? আমি বললাম, ও'রা এখন অন্য দু'-এক জায়গায় খুঁজতে গেছেন, না পেলে থানায় খবর দিতে যাবেন। তারপরেই প্রতিমার মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিমির কোথায়?' কোরক দম নেবার জন্য আর একবার থামলো, বললো, 'আমরা তো সব এক জায়গাতেই বসেছিলাম। হীরেনদা আমাদের সংবাদ দিলেন, প্রতিমা বিকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখনো বাড়ি আসেনি। তিমিরও প্রতিমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। উহ্ মাইরি, একথা যখন বলছিলাম, প্রতিমার মা আমার দিকে এমন করে তাকিয়েছিলেন, যেন আমার ভেতরটা সব দেখে নিতে চাইছিলেন। তারপরে যেন বিশ্বাস হয়নি, এমনভাবে বললেন, তিমিরও খুঁজে বেড়াচ্ছে? আমি তো ভেবেছিলাম, দু'জনে একসঙ্গে কোথাও গেছে, আর ফিরবে না। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, তিমির তো হীরেনদার কথা শুনেই প্রতিমাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। তিমির ওর সব বন্ধুদের নিয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে।' কোরক আবার একটু থেমে বললো, প্রতিমার বাবা বললেন, আমার বিশ্বাস হয় না। ওই উড়নচণ্ডে মাতালটার সঙ্গেই প্রতিমা কোনো কারসাজি করেছে, কোথাও লুকিয়ে আছে। হীরুটা আবার এসব নিয়ে থানা পুলিশ করতে গেল কেন? কাঠ খাবে, আংরা হাগবে। ও মেয়ের বারোটা বেজে গেছে। বলেই হঠাৎ আমাকে বললেন, তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন? চোখগুলো টকটকে লাল, চুলগুলো উসকো খুসকো? আমি মাইরি খুবই ঘাবড়ে গেছলাম, ভাবলাম, বুড়ো বোধহয় গাঁজার গন্ধ পেয়েছেন আমার মুখ থেকে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, প্রতিমাকে খুঁজছি কি না, তা-ই।'

গোগো হেসে উঠলো, বললো, 'এটা ভালো বলেছিস, প্রতিমাকে খুঁজতে খুঁজতে তোর মন বিগড়ে গেছে।'

কোরক হঠাৎ চোখ বুজলো, আর যেন বাতাসে দুলতে লাগলো। ওর কপালে, গলায় ঘাম চিকচিক করছে। প্রায় গোঙানো স্বরে বললো, 'কিন্তু সত্যি বলছি, পিতিমের জন্য আমার মনটা এখন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হীরেনদা কোথায় গেল?'

তারক বললো, 'জানি না, বোধহয় প্রতিমার আরো কোনো বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু প্রতিমার বাবা তিমিরকে মাতাল বললেন কেন?'

'কারণ, জানেন, তিমির চান্স পেলে মদ খায়।' গোগো বললো।

সকলেই হঠাৎ দেখলো, তিমির উত্তর দিকে চলতে আরম্ভ করেছে। তারক চেঁচিয়ে ডেকে উঠলো, 'এই তিমির, কোথায় যাচ্ছিস?'

তিমির কোনো জবাব না দিয়ে কেবল হাত তুললো। তারক গোগো আর কোরক তাড়াতাড়ি হেঁটে ওর কাছে গেল। তিমির বললো, 'চল, ক্রসিং-এর মোড়টায় দাঁড়াই। আমার কেবলি প্রতিমার ওবেলার কথাগুলো মনে পড়ছে।'

কেউ কোনো কথা বললো না, একসঙ্গে চলতে আরম্ভ করলো। সকলেই প্রতিমার সকালবেলার কথাগুলো ভাবছে। গোগো বললো, 'তারক, এখন কি মনে হচ্ছে, প্রতিমার এখনো বাড়ি না আসাটা সামথিং ফিলজফিকাল।'

'আই নেভার টোল্ড দ্যাট।' তারক খিঁচিয়ে উঠলো, 'অ্যাবাউট হার প্রেজেন্ট কনডিশন অ্যান্ড মেণ্টাল ডিসটারবেন্স, ইয়েস, দ্যাট ইজ সামথিং ফিলজফিকাল।'

ওরা লেবেল ক্রশিং-এর মোড়ে এসে দাঁড়ালো। এখানে রাস্তার ধারে অনেকগুলো দোকানপাট, বড় রেস্টুরেণ্ট, আলোর ছড়াছড়ি, রিকশার লম্বা লাইন রাস্তার ধারে। অনেক দোকানপাটই এখন বন্ধ। চায়ের দোকান আর রেস্টুরেণ্টে কিছু চেনা মুখের ভিড়, কিন্তু আসরগুলো ভাঙা। রবিবারের সন্ধ্যা শেষ, সবই বন্ধ হবার মুখে। দু'জন সেপাই গল্প করছে। দূরের একটা দেওয়ালের ধারে গাছতলায় রিকশাওয়ালারা জুয়া খেলছে। আশেপাশে খুপরিতে বেশ কয়েকটা ছোটখাটো মদের আসর বসেছে। কোনোটাই ঠিক বসে নেই। খাওয়া চলছে, ঘোরাফেরা চলছে।

'প্রতিমা সিনেমায় যায়নি।' জহর ফিরে এসে বললো, 'চণ্ডী কর্মকারকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রথমে বললো, কোন্ প্রতিমা? হীরেনদার বোন বলতেই বললো, ওহ, আর বলতে হবে না। সে এলে আমার চোখে পড়তোই, সুন্দর মুখের জয় ভাই সবখানেই। হীরেনবাবুর বোন আমার খুব চেনা। শালা কতো হেঁজিপেঁজি ছুঁড়ির মুখ আমার মনে থাকে, আর ওই মুখ আমাকে কখনো ফাঁকি দিতে পারে? লেডিস ক্লাসে এখন যতোগুলো মেয়েছেলে ছবি দেখছে, সব মুখ আমার মনে আছে।' জহর একটু থেমে বললো, 'নাইট শো শুরু হয়ে গেছে তো, এখন চণ্ডীর পেটে মাল পড়েছে। তারপরে বললো, তবে

বাবা কোনো দিলদারের সঙ্গে যদি এসে থাকে, আর দোতলায় ব্যালকনিতে লুকিয়ে উঠে থাকে, তাহলে বলতে পারি না। কিন্তু নাইট শোতে হলে তো এখন খালি ইঁদুর ঘুরছে, লোকই তেমন নেই। তুমি ভাই যদি চাও তো একবার ব্যালকনিতে দেখে আসতে পারো। চলে যাও, কেউ কিছু বলবে না, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।' জহর আবার একটু থেমে বললো, 'তাই গেলাম। এসেছি যখন দেখেই যাই। ধুর শালা, ব্যালকনিতে অন্ধকারে দু' জোড়া বসে আছে, আর একটিও লোক নেই। তারা ছবিটবি কিছুই দেখছে না, দিব্যি গায়ে গায়ে লেগে আছে। আমাকে দেখে দুই পার্টিই একটু থমকে গেল, তাড়াতাড়ি আঁচলটাঁচল ঠিক করতে লাগলো। আমি চলে এলাম।'

গোগো বললো, 'দুই জোড়ার মধ্যে প্রতিমা নেই, কি করে বুঝলি?'

'বীস্ট!' তারক দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললো।

কোরক বললো, 'না না, তারক। ওরকম বলো না। প্রতিমা ওখানে থাকতেও তো পারে। তিমিরই বলুক।'

তিমির বললো, 'আমি কিছুই অসম্ভব মনে করি না। প্রতিমা ছাড়াও অন্য মেয়ের সঙ্গে আমিও তো কখনো কখনো মিশেছি। কে-ই বা না মেশে? কিন্তু আজকের কথা আলাদা। আজ প্রতিমা আমাকে কথা দিয়েছিল, তোদেরও। আজ এক সপ্তাহ বাদে, আমার সঙ্গে প্রতিমার—।' তিমির চুপ করে গেল। তারপরে হঠাৎ বললো, 'কিন্তু আমি জানি, প্রতিমা আজ কারোর সঙ্গে সিনেমায় যায়নি। গেলে ওর বাড়ির লোকেরা জানতো। ওর বাড়ির লোকেরা কারোর সঙ্গে সিনেমায় যেতে চাপ দিলে ও যেতো, গত সপ্তাহে যা ঘটেছিল। ও আমাকে খবর দিতে পারেনি, কলকাতা থেকে ওদের বড়লোক আত্মীয় এসেছিল। আসলে ঝুল। ওর বাবা মা সেই ছেলেটির সঙ্গে ওকে মেলামেশার সুযোগ দিতে চেয়েছিল, জোর করে সিনেমায় পাঠিয়েছিল। ছেলেটা কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে এসেছিল, ওপরতলার সঙ্গে খুব মাখামাখি। কিন্তু সেটা ওরা ইভনিং শোতে গিয়েছিল, সিনেমা থেকে বেরিয়ে গান্ধীঘাটে বেড়াতেও গিয়েছিল। আমি সব জানি। প্রতিমা গেলেও অত কাছাকাছি হওয়া কারোর পক্ষে সম্ভব না।' তিমির থেমে চারদিকে তাকালো। যেন কারোকে খুঁজছে।

তিমিরের কথা শুনতে শুনতে সবাই চুপচাপ, গম্ভীর। গোগো জিজ্ঞেস করলো, 'তিমির, তুই কি কারোকে খুঁজছিস?'

তিমির বললো, 'হীরেনদারা কোথায় গেল, তাই ভাবছি। আজ ক্রশিং-এর মোড়ে রতনদের গ্রুপটা নেই।'

সকলেই চায়ের দোকান, রেস্টুরেন্ট আর অন্ধকারের কোণে কোণে ছোট ছোট গুচ্ছের আড্ডাগুলোর দিকে তাকালো। রতনদের দলটা নেই।

'ওরা রোজ থাকে না।' কোরক বললো, 'এখন হয়তো কোথাও ওদের

পারশনাল বৈঠক হচ্ছে। আর হীরেনদারা কি থানায় চলে গেল?'

কেউ কোনো জবাব দিল না। বাতাস ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছে। দ্রুত পতন ঘটছে বাতাসের। আকাশ ভরা তারা। সেই হালকা মিষ্টি গন্ধ এখন আর ভেসে আসছে না।

'আচ্ছা, তোর আর প্রতিমার ক্লাস ফ্রেন্ড—চন্দ্রার বাড়িতে কি প্রতিমা যেতে পারে?' তিমির বললো, 'চন্দ্রা অবিশ্যি আমারও খুব বন্ধু।'

কোরক বলে উঠলো, 'ঠিক বলেছ, চন্দ্রা আর প্রতিমাও খুব বন্ধু। চলো তো একবার কদমতলায় চন্দ্রাদের বাড়ি যাই।'

'কিন্তু এতো রাত্রে কি প্রতিমা চন্দ্রাদের বাড়ি থাকবে?' জহর জিজ্ঞেস করলো।

তিমির বললো. 'তার জন্যে না, চন্দ্রার কাছে হয়তো কোনো খবর পাওয়া যেতে পারে। বিকেল চারটে নাগাদ বেরিয়ে, প্রতিমা কোথায় যেতে পারে?' বলে ও উত্তর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো।

কেউ কোনো কথা বললো না, সবাই হাঁটতে আরম্ভ করলো। উত্তর দিকে কিছুটা গিয়ে, বাঁ দিকের পশ্চিমে মোড় নিয়ে একটা চওড়া রাস্তা ধরে এগোল। দোকান পাট অধিকাংশই বন্ধ হয়ে গিয়েছে. এখনো কিছু কিছু বন্ধ হচ্ছে। এই সময়টা গ্রামের গরীব মেয়েরা রাস্তার ধারে তরিতরকারি নিয়ে বসে। দোকান খোলা থাকলে, ওরা রাস্তার ধারে বসতে পায় না। বাজারেও ওদের জায়গা নেই। রাত্রের শেষ ঘরে ফেরার লোকদের জন্য ওরা বসে থাকে। রাস্তার আলোতে ওরা কাজ করে। অধিকাংশই শাক সবজী, ডুমুর, মোচা, থোড় ইত্যাদি। এখনো কিছু লোক কেনাকাটা করছে। কেউ কেউ অল্পবয়সী পশারিণীর সঙ্গে গল্পও করছে। আরো খানিকটা এগিয়ে ওরা ডানদিকের একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় ঢুকলো। অন্ধকার। গলির আলোগুলো জ্বলেনি। কোন কোন বাড়ির জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। রেডিওতে সরোদ বাজছে। দ্রুত সুর আর লয়ের সঙ্গে, বাজনায় কেমন একটা উত্তেজনা।

'এইটা চন্দ্রাদের বাড়ি।' কোরক বললো।

সকলেই দাঁড়ালো। তিমির বললো, 'কোরক তুই ভেতরে যা. চন্দ্রাকে জিজ্ঞেস করে আয়।'

'আমি একলা যাবো?'

'কেন? চন্দ্রাদের বাড়িতে কি তুই নতুন যাচ্ছিস নাকি?' গোগো বললো।

কোরক বললো, 'কালও এসেছিলাম। কিন্তু এতো রাত্রে কোনো দিন আসিনি। বাড়ির লোকেরা আবার কে কি মনে করবে। করুক শালা, ঢুকি তো।' বলেই বারান্দায় উঠে বন্ধ দরজার চৌকাটের মাথায় কলিং বেল টিপলো।

একটু পরে দোতলা থেকে কোনো মেয়ের জিজ্ঞাসা শোনা গেল, 'কে?

কাকে চাই?'

রাস্তা থেকে সবাই ওপর দিকে তাকালো। তিমির বললো, 'চন্দ্রা নাকি? তোমার কাছেই একটু দরকারে এসেছি।'

ওপর থেকে জবাব এলো, 'যাচ্ছি।'

দরজাটা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক, মধ্যবয়স্ক, পায়-জামা পরা, গায়ে পাঞ্জাবি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কে, কাকে চাই।'

'আমি কোরক, চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'এখন?' ভদ্রলোক বললেন, রাস্তার দিকে তাকিয়ে সবাইকে দেখলেন, 'ব্যাপার কি?'

কোরক জবাবে বললো, 'চন্দ্রা আসছে।'

'কিন্তু ব্যাপার কি? কিছু ঘটেছে নাকি?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

চন্দ্রা এসে পড়লো, বললো, 'সরো তো কাকা, তুমি ভেতরে যাও।'

কোরক মদের গন্ধ পেলো। ভদ্রলোক ঈষৎ টলতে টলতে ভিতরে চলে গেলেন। চন্দ্রা ডাকলো, 'আয় কোরক। তোমরা এসো।'

সবাই বারান্দায় উঠে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। সাজানো বাইরের ঘর। সেণ্টার টেবলের ওপরে একটা হুইস্কির বোতল, অর্ধেক অবশিষ্ট। জলের জাগ আর প্রায় পূর্ণ গেলাস, জলে হুইস্কি মেশানো। চন্দ্রা বললো, 'কাকা এ সময়ে বাইরের ঘরে বসেন। বসো তোমরা। কি ব্যাপার, সবাই দল বেঁধে?'

চন্দ্রা স্বাস্থ্যবতী, শ্যামলা রঙ। চোখ মুখ ভালো, মুখে কিছু বসন্তের দাগ। দেখতে ভালোই লাগে। কোরক জিজ্ঞেস করলো, 'প্রতিমা আজ এসেছিল তোমার কাছে?'

'এসেছিল তো।' চন্দ্রা বললো, 'চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ। কেন বলো তো?'

তিমির জিজ্ঞেস করলো, 'এখান থেকে কখন গেছে?'

'তা প্রায় ছ'টা নাগাদ। আমাদের বাড়িতে তখন শাঁখ বাজছিল।' চন্দ্রা হেসে উঠলো, বললো, 'জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছিস, বোস না। বললো, না বসবো না, আমি এখন অভিসারে যাচ্ছি।'

সকলেই নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করলো। জহর বললো, 'প্রতিমা এখনো বাড়ি ফেরেনি। বাড়ির লোকেরা ওকে খুঁজছে। আমরাও খুঁজছি।'

'সে কি!' চন্দ্রা ভুরু কুঁচকে বললো, 'ও তো আমাকে বলে গেছে, সন্ধ্যাকালি বনে যাচ্ছে।' বলে তিমিরের দিকে তাকালো। একটু হাসি হাসি মুখ করে বললো, 'এমন কি এ-কথাও বললো, আমার প্রেমিক অনেক দিন উপবাসী, আমিও। বলে হাসতে হাসতেই চলে গেল। ওখানে যায়নি?'

কেউ কোনো জবাব দিল না, সকলেই সকলের মুখের দিকে তাকালো।

কোরক বললো, 'না। সন্ধ্যাকলি বনে যায়নি, বাড়িতে ফেরেনি, সিনেমা হলে নেই।'

'তা হলে?' চন্দ্রা জিজ্ঞাসার সুরে বললো, সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

কোরক হাত বাড়িয়ে হুইস্কির বোতলটা নিয়ে ছিপি খুলেই খানিকটা গলায় ঢেলে দিল। চন্দ্রা ধমকে উঠলো, 'এই শালা, কী করছিস? কাকা এখুনি এসে পড়বেন।'

ততোক্ষণে কোরকের হাত থেকে বোতলটা গোগো নিয়ে হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল। আবার কোরক নিয়ে গলায় ঢাললো। চন্দ্রা বোতলটা ছিনিয়ে নিল, বললো, 'ছোটলোক।' হাসলো।

তিমির প্রথম দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পিছনে সবাই। চন্দ্রা দরজা বন্ধ করার আগে বললো, 'সে-রকম কোনো খবর থাকলে কাল সকালে যেন পাই।'

কেউ কোনো জবাব দিল না। সকলেই অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এলো।

গোগো, 'কোথাও আটকে পড়লো না তো?'

জহর, 'মানে?'

তারক, 'দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন অব আটকে পড়া।'

কোরক, 'তা হলে প্রতিমা একটা কোনো খবর পাঠাতো।'

তিমির, 'আমার চিন্তা ভাবনা ঘুলিয়ে যাচ্ছে।'

'প্রতিমা আর যাই হোক, অলকা না।' জহর বললো।

'ও কৃষ্ণার মতো মিথ্যা কথা বলবে না।' কোরক বললো।

'তা ছাড়া প্রতিমার যাবার জায়গা তো আনলিমিটেড না।' গোগো বললো।

'শী ইজ নাইদার ইরেসপনসিবল, নর এ ফেইণ্ট হারটেড গার্ল।' তারক বললো।

তিমির বললো, 'আর একবার কি ওদের বাড়ি যাবো?'

'আমরা সবাই মিলেই যাই।' কোরক বললো।

তিমিরের সঙ্গে সবাই বড় রাস্তার পূর্বদিকে হাঁটতে লাগলো। এখনো গ্রামের বউ মেয়েরা পশরা সাজিয়ে বসে আছে। গরু তাড়াচ্ছে। বাতাসের আশ্চর্য রকম পতন ঘটেছে। গাছের পাতা নড়ছে না। আকাশে ছায়াপথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তারা ভরা। ডান দিকে মোড় নিয়ে সবাই ডান দিকে চললো। চায়ের দোকানের ঝাঁপগুলো আধা বন্ধ হয়েছে। কোণে খুপচিতে মদের বোতল ঘুরছে। ওরা চলতে চলতে সবাই একবার সন্ধ্যাকলি বনের দিকে দেখলো। এগিয়ে যেতে লাগলো। আবার বাঁ দিকে মোড় নিয়ে খানিকটা হাঁটতেই প্রতিমাদের বাড়ির সামনে এসে পড়লো। কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল, চেনা গেল,

প্রতিমার বাবা, দুই দাদা আর বোকাদা।

'কিছু খবর পাওয়া গেছে নাকি?' হীরেনদা জিজ্ঞেস করলেন।

ওরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়লো। কারোরই আর কিছু জিজ্ঞেস করার রইলো না। কোরক বললো, 'না। থানায় খবর দিয়েছেন?'

'দিয়ে এলাম তো।' হীরেনদা বললেন, 'সব আজে বাজে কথা জিজ্ঞেস করছিল। বাড়িতে ঝগড়া হয়েছে কি না, কোনো ছেলের সঙ্গে ইয়ে ছিল কি না, তা নিয়ে বাড়িতে কোনো রকম ঝামেলা হয়েছে কি না। পালিয়ে যেতে পারে কি না, সুইসাইড করার মোটিভ থাকতে পারে কি না, রাজ্যের কথা।'

প্রতিমার বাবা বলে উঠলেন, 'পালিয়ে যাবার প্ল্যান থাকতেও পারে। কিছু কি বলা যায়?' তাঁর দৃষ্টি তিমিরের দিকে।

তিমির তা দেখতে পেলো, রাস্তার আলোয়। তারক বলে উঠলো, 'বাট তিমির ওয়াজ ওয়েটিং ফর হার, অ্যান্ড উই অল।'

'শালা বাঙলায় বল না।' গোগো ফিসফিস করে বললো।

প্রতিমার বাবা বলে উঠলেন, 'কে কার জন্য অপেক্ষা করছিল তা আমাদের শোনার দরকার নেই।'

তিমিরের মনে, চন্দ্রাকে বলা প্রতিমার শেষ কথাগুলো বাজতে লাগলো। ও সবাইকে ডেকে বললো, 'চল্।'

'রাত সাড়ে দশটা বাজে।' জহর বললো।

রবিবার শেষ। পৃথিবী স্তব্ধ।

বাবুরবাড়ির সকাল। পদা ছাড়া সবাই উপস্থিত। সকালের রোদে ছাদ ভরা, কোথাও ছায়া পড়েনি। আরো বেলায় বটের ছায়া পড়বে। চৈত্রের বাতাসের অবিরল মধ্যগতি, মাঝে মাঝে যেন ধাক্কা লেগে ঝাপটা খাচ্ছে। বটের দু'-একটা পাতা ঝরছে। শালিকের দল গাছে বট ফল খাচ্ছে। ছাদে ছড়িয়ে পড়ছে কিছু কিছু। পাশের অ্যাসবেস্টারের চালের দেওয়ালে, ওরা সবাই পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। লেলোর হাঁটুর কাছে ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো রক্তের দাগ লেগে আছে। গালে আর চিবুকে কাটা দাগে শুকনো রক্ত।

চানা জিজ্ঞেস করলো, 'পদা শালাকে ওরা দেখলো কি করে?'

লেলো বললো, 'আমি আর পদা তো ঝপাং করে গিয়ে ওখেনে পড়েছি। সাইটিংয়ের পেছুনে বাগানটার সেই ভাঙা বাড়িটার ধারে একবার দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছিলাম না? সেই থেংগে আমি আর পদা রোজ একবার ওখেনে পাক মেরে আসি। আমরা কি শালা জানতাম, ওখানে তখন কেউ চামু গিলে, ছাম্ নিয়ে কারবার করছে?'

'ছাম্‌টাকে দেখতে পেইছিলি?' গোরা জিজ্ঞেস করলো।

লেলো বললো, 'ভাল করে পাইনি, তবে ছাম্‌টা কুঁই কুঁই করছিল, দাপাদাপি করছিল। চাম্বর গন্ধ পেইছিলাম। চাম্বর বোতলও দেখেছি। পদাকে চাম্বর বোতল ছুঁড়ে মেরেছিল, তাইতেই শালা পড়ে গেল। ঠাং করে মাথায় লেগেছিল।'

বোদার মুখ শক্ত, জিজ্ঞেস করলো, 'কটা মাসুক ছিল?'

'মাসুক না শালা ভোগমান।' লেলো বললো, 'সব শালা বোইঠিবালা, মাগী লিয়ে বোইঠি দিচ্ছিল। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস? ওরা ছাম্‌টাকে কোথাও থেংগে তুলে লিয়ে এসেছে। না তো, আমাদের ওরম তেড়ে এল কেন? বোতলের বাড়ি খেয়ে যেই পদা পড়ে গেল, দৌড়ে এসে ওকে শালা ঠিক ধোপার কাপড় কাচার মতো আছড়ে মেরে ফেলেছে। আর আমি বড় নর্দমার মধ্যে পড়ে গেছলাম।'

চানা বললো, 'বেঁচে গেছিস। কিন্তু পদা মরে গেছে, কি করে জানলি?'

লেলোর প্যান্টের বোতাম খোলা। ওখান থেকেই কোঁথ দিয়ে প্রস্রাব ছুঁড়ে দিল। গৌরা ওকে কনুই দিয়ে ধাক্কা দিল। লেলো বললো, 'আমার মনে হলো, পদাকে ওরা মেরে ফেলেছে। আর আমাকেও বোধহয় চিনতে পেরেছে। আমি আর এখন ক'দিন বাবুরবাড়ি থেংগে নামবো না, মাইরি।'

বোদা জিজ্ঞেস করলো, 'মাসুকগুলোন কি বাবু ভদ্দরলোকের মতন?'

'তবে না তো কী? লেলো বললো, 'আন্ধার হলে কি হবে, ঠিক দেখেছি। চেনা চেনা লাগছিল। আমি আর শালা এখন নামছি না, দেখতে পেলে পেঁদিয়ে মেরে ফেলবে।'

বোদা আবার জিজ্ঞেস করলো, 'মাসুকগুলোকে দেখলে চিনতে পারবি?'

'কেন?' লেলো চিলের মতো তাকিয়ে বললো।

বোদা বললো, 'তা হলে খোচরকে বলে দিতিস।'

লেলো ঝাঁজিয়ে বললো, 'আর খোচর আমাকে ফাটকে পুরে দিক না? আমি কারুক্কে কিছু বলবো না। খোচর পেঁদিয়ে মারবে, মাসুকরাও পেঁদিয়ে খাল খিচবে। ও সবের মধ্যে আমি নেই।'

'রেণু এবার থেংগে কার সঙ্গে ভিখ মাগবে?' গৌরা বললো।

বোদা ছাড়া সবাই হেসে উঠলো। বোদা মারের উদ্যত হাত তুলে বললো, 'চুপ কর সব। পদার জন্য তোদের কারুর শালা মন পুড়ছে না?'

সকলেই চুপ হয়ে গেল। বাতাসের বেগ বাড়ছে। মোটা ভারি বট পাতায় শব্দ হচ্ছে। দু'-একটা ঝরছে। পাখিরা ফল খাচ্ছে। কিচির মিচির করছে। গৌরা পকেট থেকে এক গোছা পোড়া সিগারেট বের করলো। চানা বের করলো একটা দেশলাই। বোদা ছাড়া সবাই একটা করে ধরালো। কাঠি খরচ একটাই।

গৌরা বললো, 'আমাদের সবাইকে একদিন কেউ খালাস করে দেবে।'

'শালা কারোর বয়ে গেছে আমাদের খালাস করবার জন্য।' বোদা বললো, 'আমরা এমনিতেই না খেতে পেয়ে ফরসা হয়ে যাবো। কত শালা মানুষ না খেতে পেয়ে এমনিতেই ফরসা হয়ে যাচ্ছে।' বলে ও উঠে দাঁড়ালো, আবার বললো, 'লেলো, তুই এখেনে থাক, আমরা দেখে আসি পদাকে কোথাও দেখা যায় নাকি।'

লেলো ছাড়া সবাই উঠলো। দেওয়াল বেয়ে অ্যাসবেস্টারের চালের ওপর দিয়ে গাছে উঠলো। শালিকগুলো হৈ চৈ করে উঠলো। কিছু উড়ে পালালো। ওরা গাছ বেয়ে সবজি বাজারের পিছনে নেমে, বাজারের ভিতর দিয়ে রাস্তায় গেল। সকলেই আলাদা আলাদা চললো। ওরা কখনো এক সঙ্গে দল বেঁধে চলে না। ওরা জানে, এক সঙ্গে দল বাঁধা অবস্থায় দেখলে, লোকেরা ওদের দিকে খারাপ চোখে তাকায়। সন্দেহ করে। বোদার দিকে লক্ষ্য রেখে সবাই চলতে লাগলো। রাস্তার চারদিকে দেখতে দেখতে ওরা রেল স্টেশনে গেল। ছড়িয়ে পড়লো নানা দিকে।

বোদা গেল রেল পুলিশের ফাটক ঘরের কাছে। সেখানে কিছু লোক ভিড় করে আছে। ও বড়দের কোমরের মাঝখানে মুখ গলিয়ে দেখলো। পদা। শানের ওপর মরা পড়ে আছে। মাথা মুখ সব রক্তে মাখামাখি। ও হাঁ করে আছে। প্যান্টটা পেটের নিচে জড়ো করা। বোদার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। একজন সেপাই তাড়া দিল, 'যান না আপনারা, দেখা হয়ে গেছে তো। যান যান, চলে যান সবাই, ভিড় করবেন না।'

লোকজন সরতে লাগলো। একজন বললো, 'এখানে যখন এনেছে, রেলেরই অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে। বোধ হয় চলন্ত গাড়ি থেকে নামতে গেছলো।'

'তবে যে শুনলাম, রেল লাইনের ধারে পড়েছিল?' আর একজন বললো।

ভিড় থেকে অন্য কেউ মন্তব্য করলো, 'ইলেকট্রিকের পোস্টে বোধহয় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছলো। দেখছেন না, মাথাটা ফেটে কেমন চৌচির হয়ে গেছে।'

'কে-ই বা আর আমরা চিরকাল থাকতে এসেছি। হয় এভাবে, নয় অন্য-ভাবে মরবো।' একজন মাথায় চিরুনি চালাতে চালাতে বললো।

গৌরা আর চানা বোদার থেকে অন্য দিকে গিয়ে দাঁড়ালো। ওরা সকলেই পদাকে দেখছে। মরা পদাকে মাছি ধরছে। চোকে, নাকে, ঠোঁটে, মাথায়, সারা গায়ে। বোদা হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে হাত নাড়া দিল। মাছি উড়ে পালালো। সেপাই তেড়ে এলো, 'এই হারামজাদা, ওটা কি হচ্ছে অ্যাঁ?'

'মাছি বসছে।' বোদা বললো।

সেপাই হাতের মার তুলে বললে· 'তোকে শুয়ার মাছি তাড়াতে কে

বলেছে? তোকে মাছি করে ছেড়ে দেবো। পালা, পালা এখান থেকে।'

বন্দুক হাতে পাথরের মূর্তির মতো দরজায় দাঁড়ানো সশস্ত্র পুলিসটির গালে ভাঁজ খেলো। হাসছে। বোদা পিছন ফিরে চলতে লাগলো। অন্য দিক দিয়ে গৌরা আর চানা। বোদার শরীর কাঁপছে, চোখের কোণে জল। হঠাৎ দৌড়তে আরম্ভ করলো। গৌরা আর চানা অবাক চোখে দেখলো। বোদা দৌড়চ্ছে। লোকের গায়ের ওপর দিয়ে ধাক্কা দিয়ে, হোঁচট খেয়ে দৌড়চ্ছে।...

সন্ধ্যাকলি বনের সভ্যরা সকলেই থানার অফিস ঘরে, অফিসার-ইন-চার্জের সামনে বসে আছে। দুটো চেয়ার ছেড়ে একজন এস আই বসে আছে। অন্য পাশের দুটি চেয়ারে হীরেনদা আর প্রতিমার বাবা। অফিসার-ইন-চার্জ তিরিশ বত্রিশের একজন যুবক। সরু গোঁফ, ওলটানো চুল, বলিষ্ঠ শরীর। উনিফরম পরা। মুখ গম্ভীর, দৃষ্টি শক্ত। বললেন, 'আমি এখনো কিছু সন্ধান পাইনি। আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি, প্রতিমার বাবা দাদার কথা শুনে।' বলে সে একবার প্রতিমার বাবা দাদার দিকে দেখে বললো, 'ওঁরা বলেছেন, আপনাদের সঙ্গে প্রতিমার মেলামেশা ছিল। আপনাদের মধ্যে—আপনি, আপনার নাম তিমির?'

তিমির মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো, কোনো কথা বললো না। ইনচার্জ তার শক্ত স্থির দৃষ্টিতে তিমিরকে যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেপে নিল, বললো, 'অভিভাবকদের ধারণা—ধারণা মানে বিশ্বাস, আপনার সঙ্গে প্রতিমার অ্যাফেয়ার ছিল—মানে, আছে।' বলে সে যেন জবাবের অপেক্ষায় তাকিয়ে রইলো।

তিমির কোনো জবাব দিল না, ইনচার্জের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ইনচার্জ ঠোঁটের কোণ টিপলো, বললো, 'আপনি গার্লস ইস্কুলে ক্লার্কের কাজ করেন?'

'করি।' তিমির বললো, 'আর ঘন্টা খানেক বাদেই আমাকে কাজে যেতে হবে।'

ইনচার্জ কিছু বলবার উদ্যোগ করতেই গামছা পরে খালি পায়ে একজন ঢুকলো। ফরসা খালি পা, নাদুস নুদুস চেহারা, গলায় মোটা পৈতা। মাথায় ছোট চুল, মস্ত বড় একটি টিকি। হাতে একটি ফুলের সাজি। তার ঠোঁট নড়ছে, মন্ত্র আওড়াচ্ছে বোঝা যায়। সবাই তাকে চেনে, সে এই থানার একজন সেপাই। সে ইনচার্জের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, আর তর্জনীর ডগায় গঙ্গা মাটি নিয়ে হাত বাড়ালো। ইনচার্জ তার মাথাটা এগিয়ে দিল। লোকটি তার কপালে একটি গঙ্গামাটির ফোঁটা পরিয়ে দিল, কপালে হাত দিয়ে নমস্কার করলো। ইনচার্জও কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। তার মুখে একটা ভক্তির ভাব। ভক্ত সেপাইটি সকলের মুখের দিকে একবার দেখে আপিস থেকে

বেরিয়ে গেল। তিমিরের মনে পড়ে গেল বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। কেন, নিজেই বুঝতে পারলো না। ইনচার্জ একটু নড়ে চড়ে বসে বললো, 'হ্যাঁ। ঘণ্টাখানেক বাদে আপনাকে ইস্কুলে যেতে হবে, যাবেন। আমি আপনাদের কারোকেই এখানে আটকে রাখবার জন্য ডেকে পাঠাইনি। প্রতিমার অভিভাবক, মানে ওঁদের কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, ওঁরা কারোকে সন্দেহ করেন কী না? ওঁরাই বললেন, প্রতিমা আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা করতো। মেলা-মেশা হয়তো সে অনেক মেয়ের সঙ্গেও করতো, কিন্তু আমি ছেলেদের খোঁজই চেয়েছিলাম। তাতে ওঁরাই আপনাদের নামগুলো বললেন। বিশেষ করে আপনার কথা।' তিমিরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো সে। চোখে তার জিজ্ঞাসা।

তিমির কোনো কথা বললো না। ইনচার্জ বাকী সকলের দিকে একবার দেখলো, আবার তিমিরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ঘটনাটা আপনারা সব শুনেছেন তো, কী ঘটেছে?'

'ভেরি লিটল।' তারক বললো, 'উই হ্যাভ হার্ড দ্যাট প্রতিমা হ্যাজ বীন রেপড্।'

ইনচার্জ তারকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায়, কার কাছে শুনলেন?'

'প্রতিমাদের পাড়ার লোকের কাছে।' গোগো বললো, 'এখন শহরের প্রায় সব লোকই জেনে গেছে, প্রতিমাকে রেপ্ করা হয়েছে, তারপর তাকে সিনেমা হলের কাছে ফেলে রেখে গেছে।'

' ইনচার্জ তৎক্ষণাৎ বললো, 'হ্যাঁ, কিন্তু কারা বা কে করেছে, তা শোনেননি?'

'সেটা শোনার জন্যই অপেক্ষা করছি।' জহর বললো, 'আপনারা হয়তো জানেন, আমাদের ধারণা।'

ইনচার্জ শক্ত মুখে ভুরু কোঁচকালো। কঠিন চোখে জহরের দিকে তাকালো। তারপর হঠাৎ হেসে বললো, 'আমরা যা জানি, তা হলো প্রতিমার সঙ্গে আপনাদের বিশেষ মেলামেশা ছিল। সেইজন্যই আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি। এটাই আমার তদন্তের শুরু। কালপ্রিটদের বা কালপ্রিটকে খুঁজে বের করার জন্য। আপনারা গতকাল রাত্রে কে কোথায় ছিলেন, কখন কার কাছে প্রতিমার বাড়ি না ফেরার কথা শুনেছেন, তারপরে প্রতিমাকে খোঁজবার জন্য কোথায় কোথায় গেছেন, সবই আপনাদের মুখ থেকে শুনেছি। প্রতিমার বন্ধু চন্দ্রাকেও আমি ডেকে পাঠাবো, কারণ আপনাদের মুখেই শুনলাম, কাল সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত প্রতিমা তার ওখানে ছিল, আর ওখান থেকে আপনাদের—আপনাদের কী যেন ওটা—পুরনো রেলের গুড্‌স শেডের সেই জায়গাটার নাম?'

'সন্ধ্যাকলি বন।' কোরক বললো।

ইনচার্জ হেসে উঠে বললো, 'সন্ধ্যাকলি বন। অদ্ভুত। এরকম কথা আমি আর কখনো শুনিনি। আমরাও তো অনেক আড্ডাটাড্ডা দিয়েছি, কলেজের আশেপাশে, রকে, মাঠে, কিন্তু এরকম কোনো নাম কোনো জায়গার দিইনি।'

'আপনাদের আসলে ও-সব মাথায় আসেনি।' কোরক আবার বললো।

ইনচার্জ ভুরু কুঁচকে শব্দ করলো, 'অ্যাঁ?' তারপরেই হেসে বললো, 'ঠিক ঠিক, আমাদের ওরকম কিছু মাথায় আসেনি। তুমি—মানে, আপনি কী করেন?'

'এম-এ পড়ি।' কোরক বললো, 'ইংরেজিতে অনার্স ছিল। এক বছর লস্ট, ইউনিভারসিটির কল্যাণে। গত বছরই পাশ করে বেরোবার কথা। কী করা যায় বলুন তো?'

ইনচার্জ কোরকের চোখের দিকে অপলক কঠিন চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। তারপরে হেসে বললো, 'এর জবাবটা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। যাই হোক, আপনারা শুনেছেন, প্রতিমাকে কেউ বা কেউ কেউ রেপ্ করে সিনেমা হলের পাশে ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রাটা বোধহয় শোনেননি?' বলে সে সকলের মুখের দিকে একবার দেখলো।

'এখনো পর্যন্ত তা শোনা হয়নি।' জহর বললো, 'মনে হয় খুব সাঙ্ঘাতিক অত্যাচার করা হয়েছে।'

ইনচার্জ বললো, 'হ্যাঁ, তার চেয়েও মারাত্মক যদি কিছু হয়, তবে তা-ই হয়েছে। মরে যাওয়াও কিছু আশ্চর্যের ছিল না। ভেরি ব্যাডলি শী হ্যাজ বীন ড্যামেজড্। শী হ্যাজ লস্ট কার মেমারিজ্। জ্ঞান ফিরে এসেছে, আর ভুল বকছে। কারোকেই চিনতে পারছে না।'

'ও এখন কোথায় আছে?' তিমির জিজ্ঞেস করলো। ওর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

ইনচার্জ বললো, 'হাসপাতালে। কিন্তু কোন্ হাসপাতালে, এখন তা আমরা কারোকেই বলবো না। ওঁরা (হীরেনদা আর প্রতিমার বাবাকে দেখিয়ে) কাল রাত্রে সেখানে গেছলেন, আর যেতে দেওয়া হবে না। এখন প্রতিমাকে পুলিশের পাহারায় রাখা হয়েছে। ওকে ভালো করে, ওর মেমারি ফেরাতে পারলে, ওর মুখ থেকেই আমরা শুনতে চাই, কে বা কারা এ কাজ করেছে। সেইজন্য এখন আমরা কারোকেই প্রতিমার কাছে যেতে এ্যালাও করবো না। কিন্তু তদন্ত আমরা চালিয়ে যাবো।' বলে সকলের মুখের দিকে একবার তাকালো, আবার বললো, 'আপনাদের সব কথা আমি শুনলাম, স্টেটমেণ্ট লেখাও হয়েছে। হয়নি?' সে পাশের এস আই-এর দিকে তাকালো।

এস আই বললো, 'হ্যাঁ হয়েছে।'

ইনচার্জ বললো, 'আপনারা যা বলেছেন, সবই শুনলাম, কিন্তু সবই

চ্যালেঞ্জের বিষয়। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার আছে। আপনারা যে সত্যি কথা বলেছেন, সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ।'

'তার মানে আপনি বলছেন, আমরা প্রতিমাকে রেপ্ করেছি?' কোরক বলে উঠলো।

ইনচার্জ কোরকের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বললো, 'এখনো তা বলিনি। প্রতিমার অভিভাবকদের সন্দেহভাজন লোকদের আমরা এক কথায় বিশ্বাসও করি না। আপনার সঙ্গে প্রতিমার পরিচয় কী ভাবে?'

'ল্যাংটো বয়েস থেকেই বলতে পারেন?' কোরক বললো, 'আমরা কাছাকাছি পাড়ায় থাকি, ও আমার সহপাঠিনী।'

ইনচার্জের শক্ত মুখ কিঞ্চিৎ নরম হলো, বললো, 'হুঁ, বুঝেছি। ঠিক আছে, আমি আপনাদের ইচ্ছা করলে লক-আপে ঢুকিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তা দেবো না। আপনাদের আমি এখন ছেড়ে দিচ্ছি।'

'আমি চটকলে কাজ করি, টিফিনে বেরিয়ে এসেছি।' তারক বললো।

ইনচার্জ বললো, 'তাই বুঝি? আপনারা দেখছি কেউই-বেকার নন, সকলেই কাজের লোক। আচ্ছা, একটা কথা আপনাদের জিজ্ঞেস করি। প্রতিমার এ ব্যাপারে আপনারা কারোকে সন্দেহ করেন?'

কোরক কিছু বলে ওঠবার উদ্যোগ করতেই তিমির হাত তুলে নেড়ে বললো, 'না, আমরা কারোকে সন্দেহ করি না। প্রতিমার মুখ থেকেই কথাটা শোনা দরকার।'

ইনচার্জের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। তীক্ষ্ম চোখে তিমিরকে দেখে, কোরকের দিকে ফিরে বললো, 'বলুন তো, আপনি কার কথা বলতে যাচ্ছিলেন।' বলেই আবার তিমিরের দিকে ফিরে বললো, 'মনে রাখবেন, তদন্তের ব্যাপারে ইনটারাপট্ করাটা একটা অপরাধ। ও'কে থামিয়ে দিতে গেলেন কেন?'

'ওকে আমি থামাইনি।' তিমির বললো, 'আপনি আগেই বলেছেন, আমাদের স্টেটমেণ্ট চ্যালেঞ্জের বিষয়, তার মানে বিশ্বাস করছেন না। তা হলে প্রতিমার মুখ থেকেই আসল খবরটা নেওয়া উচিত।'

ইনচার্জ বললো, 'সেটা আমি বিবেচনা করবো। আপনি কারোকে বাধা দিতে পারেন না। আর কখনো এরকম করবেন না।' বলে কোরকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁ, বলুন, আপনি কাকে সন্দেহ করেন?'

সে এমন একজন শয়তান, যে ভেবেছে, তার গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না।' কোরক বললো।

ইনচার্জ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে সে?'

'তা আমি জানি না।' কোরক বললো, 'আমার সন্দেহ, সে একজন জঘন্য শয়তান, বেপোরোয়া, কারোকে ভয় পায় না।'

ইনচার্জ আচমকা ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠলো, 'দ্যাট আই নো, কিন্তু কে সে? কাকে সন্দেহ করছেন আপনি?'

ইনচার্জের এরকম আচমকা ক্রুদ্ধ চিৎকারে, সমস্ত ঘরটাই যেন থমথমিয়ে উঠলো। কোরকের দিকে ওর বন্ধুরা সবাই তাকালো। কোরক কি বলবে, সেই ভাবনায় সকলেই উৎকণ্ঠিত। কিন্তু কোরকের হাসি খুশি কোমল মুখটা, ইনচার্জের থেকেও যেন বেশি রাগে দপদপ করে উঠলো। ইনচার্জের চোখের ওপর চোখ রেখে ঠাণ্ডা স্বরে বললো, 'লোকটা এই রকম চরিত্রেরই কেউ হবে, কিন্তু কে তা আমি জানি না। আপনি আমাকে এরকম ধমকাচ্ছেন কেন? আমার বাবাও আমাকে এরকম ধমকান না।'

ইনচার্জের ক্রুদ্ধ মুখে বিস্ময়, সে পাশের এস আই-এর দিকে তাকালো। এস আই ঠোঁট টিপে হেসে বললো, 'লক-আপে ঢুকিয়ে দিন।'

ইনচার্জ আবার কোরকের দিকে তাকালো, বললো, 'আয়াম নট য়োর ফাদার, আয়াম অফিসার-ইন-চার্জ অব দিস পি এস, ড্যু য়ু ফলো মী?'

'ফলোয়িং, ইয়েস।' কোরক বললো, 'আপনি কখনোই আমার বাবা হতে পারেন না, দাদা হলেও হতে পারতেন। কিন্তু আমি যেন একটা ক্রিমিনাল, এভাবে আপনি আমাকে ধমকে উঠলেন।'

ইনচার্জ বললো, 'তার দরকার আছে। আপনি কিছু কনসিল করছেন, আমার বিশ্বাস।'

'করছি না।' কোরক বললো।

ইনচার্জ সকলের দিকে দেখে, তিমিরের দিকে চোখ রাখলো, বললো, 'আপনারা ওসব বনটনে বসা ছাড়ুন, ও ধরনের আড্ডাগুলো কেউ ভালো চোখে দেখে না।'

'কোথায় বসবো?' তিমির জিজ্ঞেস করলো।

ইনচার্জ বললো, 'তা আমি জানি না। ওখানে গাঁজা মদের আসর বসে, আমি খবর পেয়েছি।'

'মাঝে মধ্যে, কিন্তু আসর বলতে রাস্তায় রাস্তায় যা হয়, সে-রকম না।' গোগো বললো।

ইনচার্জ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো. 'রাস্তায় মানে?'

'মানে রাস্তার ধারে ওপনলি অনেক আসর বসে, আপনি হয়তো জানেন না।' তারক বললো।

ইনচার্জ ঝেঁজে বললো, 'না, আমি জানি না। আমি আপনাদেরটা জানি, খবর পেয়েছি, তাই সাবধান করে দিলাম, ওসব আমি বরদাস্ত করবো না। শহরের বুকে আমি এসব চলতে দেবো না। গাঁজা মদ খেতে হয়, বাড়িতে বসে খাবেন. খোলা জায়গায় ওসব চলবে না। আর আপনাদের কয়েকজনেরই

দেখছি লম্বা লম্বা চুল রেখেছেন। এতো বড় চুল রাখার কারণ কি?'

'এটা অন্যায় নাকি?' গোগো জিজ্ঞেস করলো।

ইনচার্জ বললো, 'অন্যায় কি না জানি না, ইমেজটা খারাপ হয়ে যায়।'

'এগুলো রুচির ব্যাপার?' জহর বললো।

ইনচার্জ বললো, 'আপনি একথা বলছেন? কই, আপনার চুল তো ঘাড়ে লতিয়ে পড়েনি।'

'বললাম তো রুচির ব্যাপার।' জহর বললো, 'আমি নেহাত দায়ে পড়ে চুল ছোট করেছি।'

ইনচার্জ এই প্রথম হাসলো, বললো, 'দায় দায়িত্ব সকলকেই কিছু মেনে চলতে হয়। আপনি একজন সরকারী অফিসার, আপনার ভালো করেই তা বোঝা উচিত।'

জহর মুখ বিকৃত করে বললো, 'দায় দায়িত্ব? সকলের? ঠিকই বলেছেন।' হেসে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। আবার বললো, 'তবে আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, কোথাও বসা আর চুল টুল নিয়ে কথা তুলবেন্ না। ভেবে দেখবেন, ন্যায় অন্যায়ের ব্যাপারে, এগুলো খুবই ইনসিগনি-ফিক্যান্ট। অপরাধ করলে, প্রমাণিত হলে অপরাধীদের সাজা দিন, এসবের বহির্ভূত বিষয় নিয়ে ঝামেলা করাটা বোধহয় ঠিক হবে না।'

ইনচার্জ তারকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো, কিন্তু মুখটা শক্ত হয়ে উঠলো, বললো, 'আপনার কথাগুলো আমি মনে রাখবার চেষ্টা করবো। অপরাধীদের খুঁজে বের করাই আমার কাজ। আমার তদন্ত আমি তাড়াতাড়ি শেষ করবো। তার মধ্যে প্রতিমার মেমারি ফিরে না এলেও, আমরা মামলা রুজু করবো। আমি আরো তদন্ত সাপেক্ষে আপনাদের অ্যারেস্ট করছি না, বেল্ দেবারও কোনো প্রশ্ন নেই। আপনারা এবার বাড়ি যেতে পারেন। তবে স্টেটমেণ্টগুলো পড়ে সবাই একটা সই দিয়ে যান।'

এস আই স্টেটমেন্টের কাগজ এগিয়ে দিল। তিমির সেটা নিয়ে জহরের হাতে দিল। জহর পড়তে লাগলো। ইনচার্জ প্রতিমার বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনাদের এখন কিছু বলার আছে?'

প্রতিমার বাবা ঘরঘরে স্বরে বললেন, 'ও মেয়ে যেন হাসপাতাল থেকে আর না ফেরে, ওখানেই মরে, এই বলার আছে।'

হীরেনদা মুখ নামিয়ে নিলেন। ইনচার্জ বললো, 'দেখুন, আপনার এসব কথা শুনে, আমাদের কোনো লাভ নেই। ডাক্তাররা আপনার মেয়েকে সুস্থ করে তোলবার চেষ্টা করবে, আমরা সত্যি কথা জানতে চাইবো। আপনার আর কিছু বলার আছে?'

'মদ গাঁজা খাওয়ার কথা যদি বলেন, তা হলে বলবো, এ ছেলেরা তো সেই

তুলনায় নস্যি।' প্রতিমার বাবা বললেন, 'দুধের ছেলেরা পর্যন্ত বাড়ির আশে-পাশে বসে কি র‍্যালাটাই না করছে। বেঁচে থেকে যে এসব দেখতে হচ্ছে—।'

'আরে ধুত্ মশাই, আপনার কাছে এসব কথা কে শুনতে চাইছে।' ইন-চার্জ বিরক্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠলো, 'দুধের ছেলেরা কি করছে না করছে, সে সব আমি অন্য সময়ে দেখবো। আপনার আর কি বলার আছে? এদের বিষয়ে আপনাদের আর কিছু বলার আছে? হীরেনবাবু, আপনার?'

হীরেনদা মাথা তুলে বললেন, 'না।'

'এদের বিষয়ে আর বলার কি থাকবে।' প্রতিমার বাবা বললেন, 'প্রতিমা এদের সঙ্গে মেলামেশা করতো, সে কথাই আমরা বলেছি। ওরাই যে প্রতিমার এই দশা করেছে, তা বলিনি।'

ইনচার্জ ভুরু কুঁচকে অবাক বিভ্রান্ত চোখে তাকালো, বললো, 'তার মানে কি? আপনিই তো বলেছেন, এরা বেহেড বদমাইশ ছেলে, বিশেষ করে তিমিরই নাকি আপনার মেয়ের মাথাটা খেয়েছে।'

'হ্যাঁ, ওসব প্রেম ট্রেম করা আমি পছন্দ করি না।' প্রতিমার বাবা বললেন, 'কিন্তু আটকেই বা রাখবো কি করে? যা সব মেয়েদের কান্ড কারখানা দেখছি, ছেলেদের সঙ্গে মদ খেয়ে, র‍্যালা করে—।'

'আবার আপনি এসব কথা বলছেন?' ইনচার্জ প্রায় ধমক দিয়ে উঠলো, 'কোন্ সব মেয়েরা কি করছে, ওসব আমি আপনার কাছে শুনতে চাইনি।'

প্রতিমার বাবা বললেন, 'এর থেকে প্রতিমা যদি তিমিরের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতো—।'

'বাবা, তুমি চুপ করো।' হীরেনদা বলে উঠলেন, 'আজেবাজে কথা বলছো কেন?'

তিমির ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে প্রতিমার বাবার দিকে তাকালো। ওর সঙ্গে সকলেই মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

হীরেনদা উঠে বললেন, 'চলো বাড়ি যাওয়া যাক।'

প্রতিমার বাবা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হাতের পিঠ দিয়ে চোখ ঘষলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, চলো।'

ইনচার্জ বললো, 'আপনাদের যা বলেছি, কথাগুলো মনে রাখবেন। হাসপাতালের কথা এখন কারোকে বলবেন না, বিকালবেলা একবার দেখতে যাবেন। থানার থেকে যে চিঠি পেয়েছেন, হাসপাতালের পুলিশকে তা দেখাবেন, তা না হলে কাছে যেতে দেবে না।'

'নে তিমির, সই কর। পড়ে দেখেছি, সব ঠিক আছে।' জহর বললো।

হীরেনদা তাঁর বাবাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তিমির সেদিকেই তাকিয়ে-ছিল। চমকিয়ে মুখ ফেরালো। কলম কারোর কাছেই নেই। এস আই তার

কলমটা এগিয়ে দিল। তিমির প্রথম, তারপরে সবাই সই করে দিল।

পরবর্তী রবিবার। বেলা প্রায় দশটা। সন্ধ্যাকলি বনে সবাই বসে আছে। চৈত্রের বাতাস ঝিরঝিরিয়ে বইছে। দক্ষিণ পশ্চিমে কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুল কিছু ঝরে গিয়েছে, ফাঁকে ফাঁকে সবুজ পাতা দেখা যাচ্ছে। শিমুলের সব ফল ফেটে গিয়েছে। তুলা উড়ছে না। ছাইগাদা থেকে মাঝে মাঝে ছাই উড়ছে। কিন্তু সন্ধ্যাকলি বনের মুখগুলো যেন পুড়ছে। জ্বলছে। শুকিয়ে উঠেছে।

'ডোণ্ট টক লাইক এ গাড়ল।' তারক বললো, 'তদন্তের কি ফল হলো, একথা জিজ্ঞেস করে কি লাভ? তদন্ত চলছে, কেউ এখনো ধরা পড়েনি।'

গোগো বললো, 'সেটাই জিজ্ঞেস করছি, তুই মেজাজ দেখাস নে। আমি বলছি, এ তদন্তের মানেটা কি?'

'মানে অপরাধীকে খুঁজে বের করা।' জহর বললো, 'কিন্তু খুঁজেই বা কি হবে? প্রতিমার জ্ঞান ফিরেছে, মেমারিও ফিরে এসেছে, ও নাকি কিছুই বলতে পারছে না। বাড়ির লোকজন সবাইকে চিনতে পারছে, কিন্তু আসল কথাটাই মনে করতে পারছে না।'

কোরক বলে উঠল, 'এটা আমার কাছে একটা ধাঁধার মতো লাগছে। আসল কথাটা মনে করতে পারছে না মানেটা কি? ওর ওপর দিয়ে যে অত্যাচার হয়েছে, সেটা তো এখন শরীর দিয়েই বুঝতে পারছে। না কি তাও পারছে না।'

তিমির কোনো কথা বললো না। জহর বললো, 'নিশ্চয়ই পারছে না। শরীরে কষ্ট হতে পারে, কিন্তু মন থেকে রিকলেক্ট করতে পারছে না, কেন শরীরে এই কষ্ট।'

'বোগাস।' গোগো বললো, 'এসব থিওরি তোর মাথায় কোথা থেকে আসছে? আজগুবি কথা বলছিস, যার কোনো মাথা মুণ্ডু নেই। হয়তো এমন হতে পারে, যারা ওর ওপর অত্যাচার করেছে, তাদের ও চিনতে পারেনি। অথবা, ভীষণ শকড্ হয়েছে, তখন হয়তো ও পাগলের মতো হয়ে গেছলো, মাথার ঠিক ছিল না, তাদের চেহারা নাম কিছুই মনে করতে পারছে না। কিন্তু ওর জ্ঞান হয়েছে, সবাইকে চিনতে পারছে, ফুরফুরি বউদির মুখে শুনলাম, দু' একটা কথাও নাকি বলছে, কিন্তু বাড়ির লোকেদের সঙ্গে না। এটাই তো একটা সিগনিফিক্যান্ট ব্যাপার, প্রতিমা ওর বাবা মা দাদা, কারোর সঙ্গে একটা কথাও বলছে না।'

কোরক বললো, 'এটা খুব আশ্চর্যের কথা, ও বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথা বলছে না।'

'চন্দ্রা কাল গেছলো।' তিমির প্রথম কথা বললো, 'হাসপাতালে। থানা থেকেই ওকে রিকোয়েস্ট করেছিল যাবার জন্য, যদি প্রতিমা ওকে অন্তত কিছু

বলে—মানে, কালপ্রিটের নাম। চন্দ্রা কাল রাত্রে আমাদের বাড়ি এসেছিল, আমাকে পায়নি। আমার ছোট বোনের কাছে একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছিল।'

সকলেই এক সঙ্গে ব্যগ্র চোখে তিমিরের দিকে তাকালো। তারক বললো, 'বলবি তো সে-কথা। কি লিখেছে চন্দ্রা?'

তিমির পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করলো। কোরকের হাতে দিয়ে বললো, 'পড়, সবাই শুনবে।'

কোরক চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে লাগলো, 'তিমির, তোমাকে এসে বাড়িতে পেলাম না। ভাবলাম, তুমি আমার আসার কথা শুনে হয় তো আমাদের বাড়ি যাবে। সেটা এখন ঠিক হবে না। বাড়ির লোকেরা তোমাকে কে কি বলবে, কে জানে। তাই চিঠিই লিখে রেখে গেলাম। চিঠিটা পড়েই আবার ছিঁড়ে ফেলো।

'আমি আজ প্রতিমাকে দেখতে হাসপাতালে গেছলাম। নিজের থেকে যাবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় ছিল না, আমাকে থানার ও সি নিজে এসে বাবার সামনে বিশেষ অনুরোধ করে যেতে বলেছিল। ওদের ধারণা, প্রতিমা সমস্ত ব্যাপারটা গোপন করে যাচ্ছে, ইচ্ছা করেই কারোর নাম টাম কিছু বলছে না। পুলিশের ধারণা, আমাকে কিছু বলতে পারে। ও সি বাবাকেও অনুরোধ করেছিল, আমাকে যেতে দেবার জন্য। আমি গেছলাম। প্রতিমা আমাকে দেখে খুব চমকে গেছলো। তারপরে আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, আমার হাত চেপে ধরে খুব কাঁদতে লাগলো, আমি কেমন বোকা হয়ে গেছলাম, কোন কথা বলতে পারিনি, আমিও কাঁদতে আরম্ভ করেছিলাম। অথচ ওকে আমার সান্ত্বনা দেবার কথা। বুঝতে পারছিলাম না, ওকে কি সান্ত্বনা দেবো। নার্স এসে আমাকে কান্না থামাতে বললো। তারপরে আমি যখন প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে এ কাজ করেছে, ও আমাকে পরিষ্কার বললো, আমি তাদের চিনতে পারিনি। তবু আমি ওকে মনে করার চেষ্টা করতে বললাম। ও বললো, অনেক চেষ্টা করেছি, আমি তাদের চিনতে পারিনি। তারপরে ও আমাকে নিজে থেকেই বললো, পুলিশ ওকে তোমাদের সন্ধ্যাকালি বনের সকলের নাম করে করে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কেউ ওর ওপর অত্যাচার করেছ কি না। ও বলেছে, না, ওরা কেউ ছিল না। পুলিশ বলেছে, ওরা ছিল না এটা মনে করতে পারছেন, কিন্তু কারা ছিল তাদের মনে করতে পারছেন না? তখন ও পুলিশকে যা তা বলে দিয়েছে।

আমি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রতিমা কি জেনে শুনেই গোপন করছে, নাকি সত্যি মনে করতে পারছে না, আমি বুঝতে পারলাম না। ও কি আমার কাছেও গোপন করবে? কি জানি। আমি চলে আসবার আগে,

আমাকে বললো, বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী বইটা যেন ওর বাড়ির লোকদের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিই। তারপরেই আবার বললো, থাক, পাঠাতে হবে না। তারপরে ও আমার সঙ্গে আর কোন কথা বলেনি। ইতি, চন্দ্রা। পুনশ্চঃ চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলো অবশ্য অবশ্য-ই।'

কোরক চিঠি পড়া শেষ করে, মুখ হাঁ করে সকলের দিকে তাকালো। গোগো বললো, 'দেখি, আমি আর একবার পড়ি।'

'জোরে জোরে পড়, আমরাও আবার শুনি।' জহর বললো, 'একেবারে কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

তারক শুধু বললো, 'মিস্টিরিয়াস।'

গোগো আবার আদ্যোপান্ত চিঠিটা পড়লো। সবাই শুনলো। সবাই অন্যমনস্ক মুখে চুপ করে রইলো। তিমির গোগোর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগলো। গোগো বলে উঠলো, 'ও কি, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললি? ওটা একটা দলিল।'

'দলিলই হোক, আর যাই হোক, চন্দ্রা আমাকে বিশ্বাস করে চিঠি লিখেছে।' তিমির বললো, 'আমি কথার খেলাপ করতে পারি না।'

কোরক বললো, 'আমরা যে ছিলাম না, সেটা প্রতিমা মনে করতে পারছে, অথচ যে এ কাজ করেছে, তাকে চিনতে পারছে না? তার নাম মনে করতে পারছে না? সত্যিই এমন খটকা লাগছে না?'

'অ্যান্ড হোয়াই দ্যাট দেবী চৌধুরাণী, হাউ ইট কামস ইন হার মাইন্ড?' তারক বললো।

জহর বললো, 'আমার মনে হয়, এখনো ওর মন ব্যালান্সড্ নয়। তাই নানা রকম ভাবছে।'

'আমার তা মনে হয় না।' গোগো বললো, 'প্রতিমা মোটেই সেরকম দুর্বল মেয়ে না। দেখা যাচ্ছে, চন্দ্রা যাওয়া মাত্রই, ওর হাত ধরে প্রতিমা কেঁদে উঠেছিল। এর অর্থ কী? বন্ধুকে পেয়ে নিজের দুঃখের জন্যই কেঁদেছে তো? আনব্যালান্সটা কোথায় দেখলি? চন্দ্রার চিঠিতেও সেরকম কোনো কথা ছিল না।'

কেউ কোনো কথা বললো না। একটু পরে তিমির একটু হেসে বললো, 'কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রতিমা এ কেস থেকে আমাদের রেহাই দিয়েছে। আর কিছু বলতে পারুক না পারুক, এটা বলতে পেরেছে।'

'করেক্ট, হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেক্ট।' তারক বললো।

তিমির বললো, 'এখন বুঝতে পারছি, থানার ও সি কেন পরশু রাত্রি আটটা নাগাদ আমাদের এখানে এসেছিল। আর কেনই বা ওরকম হেসে হেসে মোলায়েম করে কথা বলে গেল। বুঝে গেছে, এ মামলায় আমাদের আর

জড়ানো সম্ভব না।'

'ঠিক বলেছিস গুরু।' গোগো বললো, 'এখন ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ও সি-র আসা নিয়ে আমরা কতো কি ভেবেছিলাম।'

সকলেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বোধহয় অফিসার-ইন-চার্জের আসার কথাই সবাই ভাবছে। গত পরশু রাত্রে সে রতনদের গ্রুপের একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছিল। রতনদের দলের জীবন এসেছিল, এসেই চলে গিয়েছিল। ও সি বেশ খুশি খুশি স্বরে বলেছিল, 'আপনারা দেখছি রাস্তার থেকে দূরে একটা নিরিবিলি কোণ বেছে নিয়েছেন। ক্লোজ আড্ডা দেবার মতো আদর্শ জায়গা। কোরক বলে উঠেছিল, 'আমরা আবার কবি সাহিত্যিক শিল্পী কি না।' ও সি কোরকের কথার কোনো জবাব দেয়নি, বলেছিল, 'আসবো কি না ভাবছিলাম। আপনারা হয়তো এখন ব্যস্ত আছেন।' জহর বলেছিল, 'মদ গাঁজার ব্যস্ততা বলছেন তো? আমরা তা প্রাণ ভরেই খাবো, তার আগে প্রতিমার ব্যাপারটা ফয়সালা হওয়া দরকার।' ও সি বলেছিল, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা ক্রমেই যেন কেমন ঘোরালো হয়ে উঠছে। ওর মেমারি এখনো কাজ করছে না। শেষটায় মেণ্টাল অ্যাসাইলামে না পাঠাতে হয়। আপনাদের খবর কি? আপনারা কিছু জানতে পারলেন?' তারক বলেছিল, 'য়ু নো মিঃ অফিসার-ইন-চার্জ, উই পিপল আর ভেরি মাচ্ ফুলিশ। উই ফরগেট দ্যাট, উই ক্যান্‌নট টেক দ্য ল' এ্যান্ড অর্ডার ইন আওয়ার হ্যান্ড। আমরা যদি জানতে পারতাম, কে প্রতিমার এ হাল করেছে, তাহলে আগেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম।' ও সি মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'তা অবিশ্যি ঠিক, অনেক সময় মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। কিন্তু কোরকবাবু সেদিন একটা কিছু বলতে চেয়েছিলেন, তিমিরবাবু বলতে দিলেন না।' তিমির বলেছিল, 'কোরক যা প্রমাণ করতে পারবে না, এরকম কিছু বলা ওর উচিত না। তার ওপরে সেই লোক যদি হয় পাওয়ারফুল লোক।' ও সি বলেছিল, 'তাতে কিছু যায় আসে না। অপরাধ করলে, পাওয়ারফুল লোকও স্কেপ করতে পারবে না।' তিমির বলেছিল, 'বলছেন?' ও সি বলেছিল, 'আপনি কী বলতে চান?' তিমির বলেছিল, 'নাথিং।' ও সি বলেছিল, 'আচ্ছা চলি, আপনাদের আর ডিসটার্ব করবো না।' কোরক বলেছিল, 'আমরা মোটেই ডিসটার্বড হচ্ছি না। আপনি বসুন না।' ও সি বলেছিল, 'দরকার হলে আবার আসবো।' তারপরে চলে গিয়েছিল।

গোগো বললো, 'আর একটা কথা আমার কানে খট করে লাগছে। প্রতিমা চন্দ্রাকে বলেছে, আমি তাদের চিনতে পারিনি। তার মানে এই দাঁড়ায়, একজন কেউ ছিল না, কয়েকজন বা দু'জন ছিল। তা না হলে প্রতিমা "তাদের" কথাটা বলবে কেন?'

· 'ঠিক বলেছিস গোগো, খুব ঠিক কথা।' তিমির বললো।

তারক বললো, 'জাস্ট লাইক এ ডিটেকটিভ।' একটু হাসলো।

এই সময়ে দেখা গেল, চৈতন্যদা আসছেন। তাঁর সেই রোবোটের মতো একটা একটা করে পা ফেলে, ধীরে ধীরে আসছেন। যেন পায়ের নিচে সেই নরম ঢেউকে টর্পাকিয়ে। তিনি কাছে এসে দাঁড়াতেই জহর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। চৈতন্যদা হাত তুলে বললেন, 'আমি এখন সিগারেট খেতে আসিনি। বলতে এলাম, গরমের মরশুমের প্রথমেই শহরে ফুটবলের সাড়া পড়ে গেছে। খেলা নিয়ে সবাই খুব ব্যস্ত। সবখানেই বাজী ধরা হচ্ছে। কোথাও কোনো গোলমাল নেই। এইমাত্র রাস্তার চায়ের দোকানে অন্য কথাও শুনলাম, প্রতিমার বিষয়ে।'

সকলেই চৈতন্যদার দিকে উৎসুক চোখে তাকালো। কোরক বললো, 'বসুন না চৈতন্যদা।'

'হ্যাঁ, বসবো।' বলে, কোরক আর জহরের করে দেওয়া জায়গায় বসলেন, বললেন, 'ওরা বলাবলি করছিল, ওদের দুর্ভাগ্য, প্রতিমার মতো মেয়েকে ওরা কিছু করতে পারলো না। যারা পেরেছে, সেই শাহেনশাদের কুর্নিশ করছে। হিরো ওয়ারশিপ যাকে বলে। এটা নতুন কিছু না। শহরটা কী রকম নিজেদের নিয়ে সুস্থ আর স্বাভাবিক তাই দেখছি। তোমরা, তোমরা কী করছো? বোলডারের ভয়ংকর শব্দ শুনছো?

'কিসের বোলডার চৈতন্যদা?' গোগো জিজ্ঞেস করলো।

চৈতন্যদা বললেন, 'বোলডার অব সিসিফাস। কী রকম সবাই সবাইকে নিয়ে ব্যস্ত, তাদের কানে কিছুই যাচ্ছে না। উই আর দ্য জেনারেশন উইদাউট টাইজ্, উইদাউট এনি হরাইজন। সার্ত্র-এর সেই কথাটাও আমার মনে পড়ছে, হোয়াট হ্যাভ য়ু ডান উইথ য়োর হিউম্যানিজম্? হোয়াট ইজ য়োর ডিগনিটি এ্যাজ এ থিংকিং রীড?'

'পাওয়ার ইজ দ্য লাস্ট ওয়ার্ড চৈতন্যদা।' তিমির বললো, 'বাকী সব মিথ্যা। পাওয়ার ইজ থিকার দ্যান পিপলস ব্লাড। পিপলস হরাইজন ইজ এ্যান এ্যাবিশ।'

চৈতন্যদা তাঁর দীপ্ত অবাক চোখে তিমিরের দিকে তাকালেন। হাত বাড়িয়ে তিমিরের হাত টেনে নিয়ে বললেন, 'দিস্ ইজ রিয়্যালাইজেশন। পাওয়ার ইজ থিকার দ্যান পিপলস ব্লাড, এই সত্য সারা পৃথিবীর। আর এই একটি কথার জন্যই, তুমি হলে পৃথিবীর সব থেকে বড় পাপী, আর সব থেকে বড় পুণ্যবান।' বলে বারে বারে তিমিরের হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন। বললেন, 'আর ওরা কি বলে শুনেছো, তরুণদের মধ্যে ভায়োলেন্স দেখা যাচ্ছে, সব সময় খবরদারি করছে। তরুণদের ভায়োলেন্স! কারা বলছে? যারা নিউ-

ক্লিয়ার মারণাস্ত্র নিয়ে বসে আছে।'...বলে হাসতে লাগলেন।

বাবুরবাড়ির ছাদের কোণ্। এখন এক কোণে ছায়া পড়েছে। লেলো উলঙ্গ, ওর হাঁটুর ঘায়ে রোদ লাগাচ্ছে। ঘা বেড়ে উঠেছে, দগদগে লাল দেখাচ্ছে। ওর ধুলি ঝুলি প্যান্টটা পাশেই পড়ে রয়েছে। মুখের থেকে আঙুলের ডগায় থুথু নিয়ে ঘায়ে লাগাচ্ছে।

বোদা জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর?'

'আমি ছুট লাগালাম।' লেলো বললো, 'আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছে। আমি ভেবেছিলাম, শালা মাসুক দাদাবাবুরা আমাকে চিনতে পারেনি। সেটা টেস্ করবার জন্যেই চায়ের দোকানের কাছে যেয়ে ভিখ মাগছিলাম। মাসুক দাদারা গপ্পো করছিল। এক শালা দাদা বলে উঠলো, এই তোর পায়ে কী হয়েছে রে? মুখে ওরকম কেটে গেল কী করে। আমার শালা বুক ফ্যাট ফ্যাট হতে লাগলো। কেঁদে কেঁদে বললাম, দেখুন না বাবু, একটা বাবু আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে, খাল নালিতে ফেলে দেছিল। ওষুধ কেনার পয়সাও নেই। বললে কী হবে, মাসুক দাদারা কেমন যেন তাকাতে লাগলো। আর নিজেদের মুখ চাইতে লাগলো। এক মাসুক দাদা বললে, এ খচ্চরটাই সে রাত্রে ছিল মনে হয়। ধরে নিয়ে চল তো। বলে যেই না উঠে দাঁড়িয়েছে, আমি পোঁ পাঁ। পদার কথা আমার মনে পড়ছিল। খাই না খাই, মরতে পারব না। খেচে রড, শালা কোনো দিকে তাকাইনি। কী করে যে পালিয়ে এসেছি নিজেই বুঝতে পারছি না মাইরি। ভয়েই আমার হাগা পেয়ে গেছলো। বলে ও পাশে পড়ে থাকা প্যান্টটা কুড়িয়ে নিল, আবার বললো, 'এই দ্যাখ্ মাইরি, আমার গায়ের মধ্যে কেমন করছে। বসে বসে মনে হচ্ছে আমার পাছাটা কাঁপছে। কেন বল্ তো?'

গৌরা বললো, 'তা চলে যাবার কথা কী বলছিলি?'

লেলো উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে প্যান্ট গলাতে গলাতে বললো, 'আমি এখনই চলে যাবো, এ তল্লাটে আর থাকবো না। তোরা আমাকে একটু রেলে চাপিয়ে দিয়ে আসবি?'

'কোথায় যাবি?' বোদা জিজ্ঞেস করলো।

লেলো বললো, 'জাহান্নামে, কিন্তু এখেনে আর না। আমাকে শালারা নিগ্ঘাত খুন করে ফেলবে। একবার যখন চিনতে পেরেছে, আছড়ে মেরে ফেলবে।'

সকলেই চুপ করে রইলো। বাতাস বইছে, বটের দু'-একটা পাতা উড়ে যাচ্ছে। পাখীরা ফল খাচ্ছে, আর কলকল করছে। বোদা বললো, 'চলে যাবি?'

'আমাদের জন্য তোর কষ্ট হবে না?' চানা জিজ্ঞেস করলো।

দশ বছরের লেলো প্রথমে সকলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তারপরে হঠাৎ ফ‍ু‍ঁপিয়ে কে‍ঁদে উঠলো, তারপরে গলা ছেড়ে কে‍ঁদে উঠে বললো, 'ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমাকে মেরে ফেলবে।'...

তারপরে চার সপ্তাহ অতিক্রম করেছে। রবিবার। সন্ধ্যাকালি বনে সবাই বসে আছে। বৈশাখের বাতাসে উত্তাপ। কিন্তু বসন্তের আমেজটা পুরোপুরি যায়নি। দক্ষিণ পশ্চিমের কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলি প্রায় নিঃশেষ। পাতায় ভরে উঠছে। শিমুলের ডালে সবুজের রঙ লেগেছে। ছাই-গাদায় ছাই উড়ছে।

'ফুরফুরি বউদির সঙ্গে দেখা হয়েছে।' গোগো বললো, 'ও নাকি এর মধ্যে দু'-একদিন বাইরেও বেরিয়েছে।'

জহর বললো, 'তিমির তুই একবার গেলেই পারিস প্রতিমার বাড়ি। প্রতিমার বাবা থানায় কী বলেছিলেন মনে আছে?'

'কেন, প্রতিমা একবার তিমিরদের বাড়ি যেতে পারে না?' কোরক বলে উঠলো।

তারক বললো, 'দ্যাট ইজ নট পশিবল্ ফর হার, পারটিকুলারলি দিস ভেরি মোমেণ্ট।'

তিমির হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললো, কে আসছে?'

সবাই তাকালো রাস্তার দিকে। কোরক খুশির স্বরে বলে উঠলো, 'পিতিমে, সঙ্গে চন্দ্রা।' বলেই ও লাফ দিয়ে ট্রলি থেকে নামলো।

'লুকোবার কোনো চেষ্টা নেই?' গোগো বলে উঠলো।

জহর বললো, 'তিমির, সীতার অগ্নিপরীক্ষা করিস না, শালা রামের মতো একটা কথাও বলবি না।'

তিমির বললো, 'আমার বুকের মধ্যে কী রকম করছে। প্রতিমা আসছে সত্যি?'

সত্যি, প্রতিমা এলো। সঙ্গে চন্দ্রা। প্রতিমার মুখে ঈষৎ হাসি, চন্দ্রারও। রাস্তার ধারে ইতিমধ্যেই কয়েকজন দাঁড়িয়ে গিয়েছে, প্রতিমাকে দেখছে।

'পিতিমে, আয়। কোরক দু' পা এগিয়ে ডাকলো।

জহর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'বসো প্রতিমা। চন্দ্রা বসো।'

প্রতিমাকে আগের থেকে শীর্ণ দেখাচ্ছে। চোখের কোলে কালিমা, চোখ দুটো অতিরিক্ত ঝকঝকে। বললো, 'বসবো না, পরে আসবো।'

তারক বললো, 'তোমার সঙ্গে আমাদের অনেক কথা আছে।'

'জানি।' প্রতিমা তিমিরের ব্যগ্র অপলক চোখের দিকে দেখলো, 'কিন্তু আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। আমি এখন একটু কল্যাণদার বাড়ি যাচ্ছি।'

কোরক জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

'ভেবে দেখলাম, ল'টা পাশ করতেই হবে।' প্রতিমার মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, চোখ দপদপ করছে। আবার বললো, 'কথা বলার আর কিছু নেই, সব প্রতিশোধের একটাই মাত্র রাস্তা আছে। আমি পুরোপুরি রাজনীতি করতে নামছি। রাজনীতিই পারে একমাত্র আমার সলিউশন এনে দিতে।'

কেউ কোনো কথা বললো না। তিমিরের মুখ লাল, ও কাঁপছে। প্রতিমা আবার বললো, 'কারোর কাছে নালিশ জানিয়ে কোনো লাভ নেই, একমাত্র রাজনীতি—।'

'গেট আউট, গেট আউট ফ্রম হিয়ার, আই সে।' তিমির পুরনো শেডের দেওয়াল আর চাল ঝনঝনিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'চলে যাও এখান থেকে, সরে যাও বলছি।' ও উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ করলো।

গোগো আর জহর তিমিরকে ধরে ফেললো। গোগো চিৎকার করে বললো. তিমির, তিমির কী করছিস?'

'বেরিয়ে যাও, এখান থেকে।' তিমির আরো জোরে চিৎকার করে উঠলো, ওর গলার শির ফুলে উঠেছে, চোখ টকটকে লাল। আবার চিৎকার করে উঠলো. 'চলে যাও, চলে যাও।'

প্রতিমা অপলক চোখে, শক্ত মুখে তিমিরকে দেখলো। তারপর ফিরে চলতে লাগলো।

কোরক কিছু বলতে গেল, তার আগেই তিমির চিৎকার করতে লাগলো. 'বেরিয়ে যাও, চলে যাও আমার সামনে থেকে। চলে যাও, চলে যাও।'

'চলে গেছে. তিমির, প্রতিমা চলে গেছে।' জহর বললো।

তিমির আর থামলো না, উন্মত্ত লাল চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে নিরন্তর চিৎকার করতে লাগলো, 'চলে যাও, চলে যাও, আমার সামনে থেকে, চলে যাও।'...

রাস্তা থেকে কৌতূহলিত লোকজন ছুটে আসতে লাগলো। বন্ধুরা সবাই তিমিরকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চললো। তিমির চিৎকার করেই চলেছে, 'চলে যাও, চলে যাও।'...

পরবর্তী রবিবারে সন্ধ্যাকলি বনে প্রথম এলো তারক। তারপরে একে একে সবাই. তিমির ছাড়া। তিমির এখন বদ্ধ উন্মাদ, ওকে পাগলা গারদে পাঠানো হয়েছে। ওরা এসে দেখলো, ট্রলিটা নেই। চাকাগুলোর গভীর গর্ত যেন ওদের দিকে কংকালের চোখের মতো তাকিয়ে আছে। শেডের টিনের দেওয়ালে, একটা কাগজ সাঁটা, তাতে লেখা রয়েছে, 'সন্ধ্যাকলি বনের সবাইকেই পাগলা গারদে পাঠানো হবে।'

ওরা পরস্পরের দিকে তাকালো। তখনই সাইকেল রিকসার চলন্ত মাইক থেকে ঘোষণা ভেসে এলো, 'আজ বিকাল চারটের সময়, দেশপ্রিয় নগর কলোনীর মাঠে, একটি সভা ডাকা হয়েছে। তরুণ নেত্রী প্রতিমা ঘোষ সেই সভায় বক্তৃতা করবেন। বন্ধুগণ, আজ বিকাল.. ।'

'লেট আস সিট অন দ্য গ্রাউন্ড।' তারক বললো।

সবাই চাকার গর্তগুলোর আশেপাশে বসলো। কোরক বললো, 'সকালটা তবু কবিতার মতোই লাগছে।'

বাতাসে এখন প্রচণ্ড দাহ, বসন্তের কোনো স্পর্শ নেই। তপ্ত বাতাসে মাঝে মাঝে ঝড়ের ঝাপটা লাগছে। ছাইগাদা থেকে ধোঁয়ার মতো ধুলা উড়ছে।

—